রকিব হাসান

সবা প্রকাশনা

ওয়েস্টার্ন

নির্জনবাস

একটি রেমাশ নিবেদন

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999

ওয়েস্টার্ন-৫৭

নির্জনবাস

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

রকিব হাসান

প্রকাশক:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৮
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান
রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০
শোরুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
NIRJANBASH
by Rakib Hassan

নির্জনবাস

রকিব হাসান

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজি-স্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দিধায় পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।—লেখক

এক

এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও আর ধুলো দেখা গেল না, জিম স্যাণ্ডারস বুঝলো সে বিপদে পড়েছে। চূড়ার কাছাকাছি রয়েছে সে, কোনমতে দেখতে পাচ্ছে শৈলশিরার ওপাশটা। ঘন একটা জুনিপার ঝোপের ভেতরে লুকিয়েছে ঘোড়াসহ, নিচে থেকে কারো চোখে পড়বে না।

নিথর দিন, গরম। তার গাল থেকে চওড়া কাঁধে টপটপ ঝরছে ঘাম। শার্টের তলায় পেশীবহুল ছিপছিপে দেহটাও ঘামে ভেজা।

ধুলো ওড়ার দুটো কারণ হতে পারে, হয় ধুলোর ক্ষুদে ঘূর্ণি, নয়তো ঘোড়সওয়ার। পরেরটাই হবে, লম্বা একটা রেখা সৃষ্টি করে ধুলো উড়তে দেখেছে সে, তারপর হঠাৎ করেই গায়েব। তার-মানে তাকেও দেখে ফেলেছে ওরা।

শ্বেতাঙ্গ হলে আক্রমণের ভয়ে কোনো গিরিখাতে লুকিয়ে পড়েছে এতোক্ষণে, আর অ্যাপাচি ইনডিয়ান হলে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে চুপি চুপি।

তীক্ষ্ণ চোখে নিচের তরাই অঞ্চলে নজর বোলালো সে।

পাথর, ঝোপঝাড় কোনো কিছুই বাদ দিলো না। কিন্তু সন্দেহ করার মতো কিছু নেই। কোনো শব্দ নেই, নেই কোনো নড়াচড়া।

নড়লো না জিম। বাঁচতে চাইলে ধৈর্য হারানো চলবে না।

ভয়ানক চেহারার একটা মাংগরল কুকুর তার সংগী। কয়েক গজ দূরে আরেকটা জুনিপার ঝোপে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে অদৃশ্য হয়ে আছে ওটা।

দিনটা ভীষণ গরম। পথ হারানো কিছু হালকা শাদা মেঘ তামাটে আকাশের অনেক ওপরে ইতিউতি ভাসছে। মাঝে সাঝে দুর্লভ ছায়া ফেলছে মরুভূমির বুকে।

স্তব্ধ প্রকৃতি, কিছুই নড়ে না। অনেক অনেক দূরের এক হারানো দেশ যেন এটা, যেদিকেই তাকানো যাক শুধু ধূসর নিরবতা আর রুক্ষ বিস্তার, শূন্য দিগন্তে ধাক্কা খেয়ে যেন ফিরে আসে নজর। মেঘের কাছাকাছি অলস ভংগিতে ডানা মেলে ভাসছে একটা নিসঙ্গ শকুন।

শৈলশিরা, তার আশপাশ আর নিচের অঞ্চল আতিপাতি করে খুঁজলো জিমের চোখ। ডানে খানিকটা জায়গার মাটি যেন খুবলে নিয়ে ক্ষত করে ফেলা হয়েছে পাহাড়ের গা। ওখানে নামতে পারলে শত্রুর অলক্ষ্যে পেরোনো হয়তো যায় বিপজ্জনক এলাকা, যদি শত্রু ওদিকে চোখ না রাখে।

কিন্তু ঝুঁকিটা নিলো না জিম। চুপ করে রইলো। কুকুরটাও চুপ, কোনোরকম ইঙ্গিত দিচ্ছে না।

ঘোড়ার নাক বিস্ফারিত, বিচিত্র ভংগিতে শ্বাস টানছে। পানির গন্ধ পেয়েছে। কাছাকাছিই রয়েছে নদী।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো জিম। জিনে বাঁধা উইন-চেস্টার রাইফেলটা খুলে হাতে নিলো। ভাবছে, ওরা কারা? শুনেছে, যোদ্ধাদের নিয়ে টহলে বেরিয়েছে অ্যাপাচি সর্দার মোহাকু। মেসালেরো আর মিমব্রেনো ইনডিয়ানরাও এক হয়ে শ্বেতাঙ্গ শিকারে বেরিয়েছে। সীমান্ত এলাকা এখন ভয়াবহ মৃত্যুপুরী, যখন তখন যা খুশি ঘটে যেতে পারে।

আর কতো চুপ করে থাকা যায়? সামনের নদীটার কথা ভাবলো জিম। ক'দিন আগে বৃষ্টি হয়েছে, নদী এখন নিশ্চয় পানিতে টইটম্বুর, মাঝখানে হয়তো ঠাঁই দেবে না, সাঁতরাতে হবে। এই কাজটা এখন কিছুতেই করতে রাজি নয় সে। খুব সহজ নিশানা হয়ে যাবে তাহলে।

ঘোড়াকে চলার নির্দেশ দিলো জিম। জুনিপারের আড়ালে আড়ালে সাবধানে নেমে চললো নিচের গর্তমতো জায়গাটার দিকে।

কুকুরটা চললো তার পেছনে।

গর্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আর কয়েক কদম এগোলেই নেমে যেতে পারতো, এই সময় ধনুকের টংকার কানে এলো। তীরের আঘাতে কেঁপে উঠলো ঘোড়া। ওটা পড়তে শুরু করার আগেই ঝাঁপ দিলো জিম, মাটিতে পড়েই এক গড়ান দিয়ে চলে গেল পড়ে থাকা একটা মরা গাছের আড়ালে।

উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা তুললো, রাইফেল রেডি। হালকা বাদামী রঙ চোখে পড়লো পলকের জন্যে, ওটুকুই যথেষ্ট। ট্রিগার টিপে দিলো জিম। মাংসে বুলেট ঢোকার শব্দ শুনলো। পর-

ক্ষণেই বাঁকা হয়ে যেতে দেখলো ইনডিয়ান লোকটার শরীর।

গুলি করেই সরে গেছে জিম। এক গুচ্ছ ঘাসের মধ্যে শরীর মিশিয়ে লুকিয়ে থাকতে চাইছে। পেটের নিচে মাটি সাংঘাতিক গরম, চামড়া পুড়ে যাওয়ার অবস্থা। পিঠের চামড়ায় ফোসকা ফেলার জন্যে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে ভীষণ কড়া রোদ। নিজের গায়ের ঘাম, তামাক, ঘোড়া আর কাপড়ে লেগে থাকা চিরস্থায়ী ধোঁয়ার গন্ধও এখন বিরক্তিকর।

কোনো শব্দ নেই আর, নেই কোনো নড়াচড়া। জিমের হাতের উল্টোপিঠে একটা মাছি বসেছে, অসহ্য সুড়সুড়ি তুলে হেঁটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাড়াতে পারছে না সে। নড়তে হবে, অথচ সামান্য নড়াচড়াও এখন মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

উড়ে এলো ছোট একটা পাখি। কয়েক গজ দূরের একটা ঝোপে বসতে গিয়েই চিৎকার করে উড়ে পালালো। গুলি করলো জিম, পরপর দু'বার। প্রথমবার ঝোপের ঠিক মাঝামাঝি, দ্বিতীয়-বার আধ হাত তফাতে।

অস্পষ্ট চিৎকার শোনা যেতেই আবার গুলি করলো সে। গড়িয়ে সরে গেল নতুন জায়গায়, মুখ গুঁজে পড়ে রইলো চুপ-চাপ।

ঝোপের কাছে মাটিতে পা ঘষার শব্দে মুখ তুলে তাকালো সাবধানে। মোকাসিন পরা একটা পা বেরিয়ে এসেছে ঝোপের বাইরে, আছড়াচ্ছে। থেমে গেল ধীরে ধীরে। অনড় পড়ে রইলো।

দু'জনই ছিলো, নাকি আরও বেশি? চুপ করে রইলো জিম, কান খাড়া। ছোট একটা গিরগিটি নেমে এলো ঝোপের ওপরের

ডাল থেকে, মোকাসিন পরা পায়ের ওপর নামলো। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে।

একটা পাথর তুলে নিয়ে একদিকে ছুঁড়ে মারলো জিম। সাড়া এলো না। দু'জনই ছিলো বোধহয়।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তীব্র হয়ে উঠেছে পিপাসা। আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে উঠে বসলো জিম। তীর ছুটে এলো না। উঠে দাঁড়ালো সে। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছলো। প্রথম লোকটাকে দেখা যাচ্ছে, চিত হয়ে পড়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে। রোদে চকচক করছে রক্ত।

জিমের ঘোড়াটা মৃত। খানিক দূরে একটা গাছের গোড়ায় আধশোয়া হয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে কুকুরটা।

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন আর অন্যান্য মালপত্র খুলে কাঁধে নিলো জিম। ভারি বোঝা, কিন্তু ফেলে যাওয়া যাবে না। খুব দরকারী জিনিসপত্র রয়েছে। ওগুলো ছাড়া টিকতে পারবে না।

নদীর দিকে রওনা হলো সে। পিছে পিছে চললো কুকুরটা।

পানি খেয়ে নদীর ধার ধরে হাঁটতে শুরু করলো জিম। কুকুরটা সংগী।

সূর্য ডুবছে, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে যেন পাহাড় আর গাছপালার লম্বা লম্বা ছায়া। কিন্তু জিম থামলো না। রাতে তারার আলোয় পথ দেখে এগোলো। অন্ধকারেই একটানা হাঁটলো দুই ঘণ্টা, তারপর থামলো। বোঝা নামালো কাঁধ থেকে। রাত কাটাবে এখানেই। বসে পড়ে কাঁধ ডললো। ব্যথা হয়ে গেছে।

চারপাশে ছোটবড় পাথরের বেড়া, মাঝখানে ক্যাম্প করলো জিম। শুকনো মাংস আর কফি খেয়ে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। শোয়ার সংগে সংগে ঘুম।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো তার। মুখ ঘুরিয়ে দেখলো কয়েক হাত দূরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে কুকুরটা। কম্বল ভাঁজ করে রেখে উঠে গিয়ে আগে আশপাশটা দেখে এলো নিরাপদ কিনা। আগুন জ্বেলে কফি বানালো। শুকনো মাংস আর কফি দিয়ে নাস্তা সেরে সিগারেট ধরালো। সেটা শেষ করে, মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠলো।

মুখে লাগছে ভোরের তাজা ঠাণ্ডা বাতাস। জোর কদমে এগিয়ে চললো জিম। খানিক পরে পাখির ডাক শুনে এগোলো সে-দিকে। নদীর ধার থেকে সরে এসেছে আগের দিন বিকেলেই, কয়েক মাইল পেছনে ফেলে এসেছে। পাহাড়ের গোড়ায় একটা গর্ত দেখতে পেলো, তাতে জমে আছে বৃষ্টির পানি। টলটলে পরিষ্কার। আবার কখন পানি পাবে ঠিক নেই, গিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিলো। কুকুরটাও খেলো। ক্যান্টিন পরিষ্কার করে তাতে পানি ভরে নিলো জিম। জিরিয়ে নেয়ার জন্যে বসলো একটা পাথরে ঠেস দিয়ে। সিগারেট ধরালো।

আকাশে চক্কর দিচ্ছে কয়েকটা শকুন। ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বের করলো একটা কয়োট, কুকুরের ঘড়ঘড় শুনেই সুড়ুত করে আবার ঢুকে গেল ঝোপে।

জিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয়বার পানি খেয়ে বোঝা তুলে নিলো জিম। চললো।

অনেকক্ষণ পর মাটিতে একটা চিহ্ন দেখে থমকে দাঁড়ালো। নাল পরানো ঘোড়ার খুরের ছাপ। পুরনো। অনুমান করলো, বৃষ্টির আগে এখান দিয়ে গিয়েছিলো ঘোড়া। ইনডিয়ানদের নয়। শ্বেতাঙ্গ ঘোড়সওয়ার। কিন্তু মিলিটারি নয়, একা এভাবে এতো দূরে আসবে না ওদের কেউ, ইনডিয়ানদের ভয়ে।

আশেপাশে আরও দাগ খুঁজলো জিম। পাওয়া গেল। আরও দুটো ঘোড়া। ছাপগুলো অস্পষ্ট। বৃষ্টিতে পুরোপুরি মোছেনি। ব্যাপার কি? কৌতূহল হলো তার। দাগ ধরে ধরে এগোলো।

চলে এলো পাহাড়ের একটা উপত্যকায়। এক জায়গায় কিছু ইনডিয়ান বাঁধাকপি জন্মেছে। কয়েকটা ডাঁটা ভেঙে নিয়ে চিবাতে শুরু করলো সে। খেতে খেতেই এগোলো।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো কুকুরটা। রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন জিমের শরীরে। প্রায় ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়লো মাঝারি সাইজের একটা পাথরের গোড়ায় জন্মে থাকা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে। আস্তে করে মাথা তুলে তাকালো। কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। লুকিয়ে পড়েছে।

মুহূর্ত পরেই দেখা গেল ওদের। নয় জন ঘোড়সওয়ার, ইনডিয়ান। এগিয়ে আসছে এদিকেই। তাকে অনুসরণ করছে? রাইফেল শক্ত করে চেপে ধরলো জিম। জানে, লাভ বিশেষ হবে না। বড় জোর তিন চারজনকে শেষ করতে পারবে, তারপর আর সময় পাবে না। একটা রাইফেলের বিরুদ্ধে নয়জন ইনডিয়ান অনেক বেশি।

কথা বলছে না ইনডিয়ানরা। মুখে যেন তালা আঁটা। আশ-

শুকনো ঘাসে শুধু তাদের ঘোড়ার খুরের ঘষা লাগার মৃদু খসখস আওয়াজ।

না, জিমকে অনুসরণ করেনি ওরা। মোড় নিয়ে উপত্যকার দিকে নেমে চলে গেল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উঠলো জিম। ফিরে এলো তার পথে। নাল পরানো ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখে দেখে এগোলো।

কয়েক মাইল চড়াই পেরিয়ে এসে পড়লো একটা অববাহিকার কিনারে। অনেক নিচে, অববাহিকার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট এক র‍্যাঞ্চ। সবুজে ঘেরা, ছবির মতো সুন্দর, শান্ত বাড়িটা। নামতে শুরু করলো জিম।

কোরালের ক্ষয়ে যাওয়া নড়বড়ে খুঁটির কাছে খেলছে ছোট একটা ছেলে। সাড়া পেয়ে ঝট করে মুখ ফেরালো। অচেনা আগন্তুক দেখে চেঁচিয়ে ডাকলো মাকে।

কেবিনের দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো এক মহিলা। চোখের ওপরে হাত তুলে রোদ আড়াল করে তাকালো। ছেলেটার কাছে এসে কি বললো, নজর জিমের দিকে।

ঢাল বেয়ে নিচে নামলো জিম, এগোলো কেবিনের দিকে। হাঁটতে হাঁটতেই চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো কোথায় কি আছে না আছে। কোরাল থেকে চোখ গিয়ে পড়লো একটা ছাউনির দিকে। ওটা কামারশালা—নেহাই, হাপর আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখেই বোঝা যায়।

ছাউনির ভেতরে বোঝা নামালো জিম। হ্যাট খুলে হাতে

নিয়ে রুমাল বের করে মুখ মুছলো। এগিয়ে এলো মহিলার দিকে। 'গুড মর্নিং, ম্যা'ম। হাউডি, সন?'

'গুড মর্নিং,' জবাব দিলো মহিলা। 'বিপদে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। ঘোড়াটাকে ইনডিয়ানরা মেরে ফেলেছে। এদিকেও অ্যাপাচিদের আনাগোনা দেখলাম।'

'অ্যাপাচি? ওদের সংগে না আমেরিকান সরকারের চুক্তি হয়েছে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে কোরালের দিকে তাকালো জিম। ঘোড়া আছে কয়েকটা। 'একটা ঘোড়া চাই, ম্যা'ম। নগদ টাকা দেবো। আমি স্যাণ্ডারস, জেনারেল নিকোলাইয়ের মেসেঞ্জারের কাজ করি।'

'আমি মিসেস টেইট, মেলোডি টেইট।'

'অ। তা ঘোড়া কি পাবো?'

'পাবেন। কিন্তু যা আছে, বেশির ভাগই লাঙল টানে। রাইডিং হর্স আছে মাত্র দুটো, তাও পুরোপুরি পোষ মানানো হয়নি এখনও।'

কোরালের দিকে এগোলো জিম। ঘোড়াদুটো দেখলো। মাস-ট্যাং জাতের ঘোড়া, বুনো, বেপরোয়া। তবে সওয়ারী বইতে পারবে খুব ভালো।

'ডনের বাবা থাকলে সাহায্য করতে পারতো আপনাকে। পাহাড়ের ওদিকে গরু খুঁজতে গেছে।··· মেহমান আসে না এখানে। আজ যা-ও বা একজন এলো, দেখা হলো না। এসে খুব দুঃখ করবে আমার স্বামী।'

'দেখা হলে আমিও খুশি হতাম, ম্যা'ম।' কুকুরের সংগে ভাব জমাতে এগোচ্ছে ছেলেটা, সেদিকে চোখ পড়তেই বাধা দিলো জিম, 'যেও না খোকা। ওটা পোষা না। ··ম্যা'ম, অনুমতি দেন তো ঘোড়াগুলোকে একবার বাজিয়ে দেখি ?'

'নিশ্চয়ই। দেখুন। আমি খাবার নিয়ে আসছি আপনার জন্যে।'

হাসলো জিম। 'থ্যাংক ইউ।'

কোরালের দিকে চেয়ে দ্বিধা করছে সে। সব কিছুই কেমন যেন অগোছালো, অযত্নে রয়েছে। নিত্যদিনকার কাজে পুরুষের অবহেলার ছাপ স্পষ্ট। এই যেমন, কোরালের খুঁটিগুলো শক্ত করে পোঁতা দরকার। গোলাঘরের দেয়াল গাছের গুঁড়ি কেটে বানান, গত বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে গোড়ার মাটি, জায়গায় জায়গায় গর্ত। আরেক বৃষ্টি এলে ওগুলো অনেক বড় হবে, গোলাঘরের ভেতর দিয়েই তখন বয়ে যাবে পানির স্রোত। বুজিয়ে ফেলতে হবে গর্তগুলো, নালা কেটে ঝর্নার দিকে বের করে দিতে হবে পানি।

সিগারেট ধরিয়ে কোরালের একটা খুঁটিতে হেলান দিলো জিম।

ঝটিতি দূরে সরে গেল মাসট্যাংছটো। লোকটার গায়ের গন্ধ অবাক করেছে তাদের, সতর্ক করে তুলেছে।

একটাকে খুব পছন্দ হলো জিমের। সাঁঝের ফিকে আলোর মতো হালকা রঙ, চামড়ার তলায় পেশী সামান্য নড়াচড়াতেই কিলবিল করে উঠছে। তেজী জানোয়ার।

কোরালের ভেতরে ঢুকলো জিম, হাতে দড়ি, ঠোঁটের কোণে সিগারেট। সরে গেল ঘোড়াগুলো, ঘেরের আরেক দিকে গিয়ে জড়ো হলো।

নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ফিকে রঙের মাসট্যাংটার দিকে এগোলো সে। কোরালের বেড়ার ওপর বসে দেখছে ছেলেটা—ড্যানিয়েল ওরফে ডন, উত্তেজিত।

ঘোড়ার মাথা সই করে দড়ির ফাঁস ছুঁড়লো জিম।

মাথা ঝাঁকালো ঘোড়া, খুরের ঘায়ে ধুলো ওড়ালো, গলা থেকে খুলে ফেলার চেষ্টা করলো দড়ির ফাঁস। মুচকি হাসলো জিম। বেশি বাড়াবাড়ি করছে না ঘোড়াটা, তারমানে দড়ির সংগে পরিচিত। তবে জিন আর লাগামের সংগে পরিচয় নেই, পরাতে গিয়ে বুঝলো সে।

হ্যাঁচকা টানে গলার ফাঁস শক্ত করে এঁটে দিলো জিম, দড়ির মাথা বাঁধলো কোরালের খুঁটির সংগে। জিন আর লাগাম পরাতে এগোলো। তাড়াহুড়ো করলো না, শান্তকণ্ঠে কথা বলছে ঘোড়াটার সংগে। ফাঁস গলায় আটকালে কি কষ্ট হয়, জানা আছে ওটার, তাই বেমক্কা কিছু করার চেষ্টা করলো না। তাকিয়ে আছে মানুষটার দিকে। দৃষ্টিতে রাগ মেশানো ভয়।

পিঠে কম্বল বিছিয়ে তার ওপর জিন পরিয়ে দিলো জিম। মুখে লাগাম। সামান্য প্রতিবাদ জানিয়ে অবশেষে মেনে নিলো ঘোড়া।

কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মেলোডি, দেখছে। জিম তার দিকে ফিরে তাকাতেই ডাকলো, 'আসুন।'

তখুনি আর কিছু করতে গেল না সে, জিন আর লাগামের সংগে ঘোড়াটাকে সহজ হওয়ার সুযোগ দিয়ে কোরাল থেকে বেরিয়ে এলো। ডনের দিকে তাকালো একবার, তারপর তার মায়ের দিকে। চাইলো পাহাড়ের চূড়ার দিকে। চারদিক থেকে অববাহিকাকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়। অ্যাপাচি ইনডিয়ানদের এলাকায় মা-ছেলে এভাবে একা রয়েছে, ব্যাপারটা অবাক করেছে তাকে।

কি ভেবে আস্তাবলের দিকে এগোলো জিম। ওটা পেরিয়ে গিয়ে ছোট্ট ঝর্নার পাড় থেকে একবার চক্কর দিয়ে এলো। বৃষ্টির পর নাল পরা কোনো ঘোড়া আসেনি এখানে, ছাপ নেই, তার-মানে কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষ আসেনি। চিন্তিত চোখে আরেক-বার তাকালো পাহাড় চূড়ার দিকে।

দরজার পাশে বেঞ্চিতে রাখা একটা টিনের গামলা, তাতে পানি। পাশে পরিষ্কার তোয়ালে, আর এক টুকরো ঘরে তৈরি সাবান। শার্ট খুলে হাত-মুখ-ঘাড় ভালোমতো ধুয়ে নিলো জিম। তোয়ালে দিয়ে মুছে চুল আঁচড়ালো। আবার পরে নিলো আধ-ময়লা দোমড়ানো শার্টটা। তারপর ঘরে ঢুকলো।

'আহ্, দারুণ গন্ধ তো, ম্যা'ম,' হাসিমুখে চুলার দিকে তাকালো জিম।

'ইস্, আর সময় পেলো না ডনের বাবা,' জিমের কথা যেন শুনতেই পায়নি মেলোডি। 'আজকের দিনে গেল গরু খুঁজতে। নইলে কি ভালোই না কাটতো সময়টা।'

চেয়ার টেনে বসলো জিম। 'বড় নির্জন এলাকা।'

'আমার খারাপ লাগে না। এখানেই জন্মেছি তো।'

দরজায় দেখা দিলো কুকুরটা, দ্বিধা করলো, তারপর ঢুকলো ভেতরে। শুয়ে পড়লো জিমের কাছ থেকে দূরে। সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে। প্রভুভক্তির কোনো লক্ষণ নেই দৃষ্টিতে, রয়েছে এক-ধরনের শ্রদ্ধা আর ভয়। কোথায় যেন মিল রয়েছে মানুষ আর পশুটার মধ্যে—নিষ্ঠুর, ভয়ংকর; মরুর রোদ-বৃষ্টি বাতাসে শাণিত দুজনেই। কেউ কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভয়াল মরুতে একে অন্যের চমৎকার সংগী, পরিপূরক।

'কুকুরটাকে কি খাওয়াবো?'

'কিছু লাগবে না, থ্যাংকস। নিজের খাবার নিজেই জোগাড় করে নিতে পারে। ওকে দৌড়ে হারানোর ক্ষমতা নেই খরগোশের।'

'আরে না না, কিছু হবে না, অনেক খাবার আছে,' মেলোডি ভাবলো জিম ভদ্রতা করে মানা করছে। চুলার পাশে ফেলে রাখা এঁটো পাত্রের দিকে ঝুঁকলো কুকুরটাকে কি দেয়া যায় দেখার জন্যে।

'সত্যি বলছি, ম্যা'ম, ওকে কিছু না দিলেই খুশি হবো।'

মুখ তুললো মেলোডি। লোকটাকে যতোই দেখছে ততোই অবাক হচ্ছে। অদ্ভুত মানুষ, কেমন যেন আচার-আচরণ। লোকটা আজব, বিপজ্জনকও হতে পারে। কিন্তু ভয় লাগছে না মেলোডির, বরং নিরাপত্তা বোধ করছে। কেন, তা ঠিক বুঝতে পারছে না।

'ও, আপনি চান না আর কেউ ওকে খাওয়াক? ঠিক আছে, আমি দিই, আপনার হাতেই খাওয়ান।'

'না, ম্যা'ম, আমিও খাওয়াই না ওকে।'

সন্দেহ ফুটলো মেলোডির চোখে।

'সত্যি আমি খাওয়াই না। টিংকার স্বাধীন, ওকে শেকল পরানোর কোনো ইচ্ছে নেই আমার। পরনির্ভর করতে চাই না।'

টেবিলে খাবার দেয়া হলো। প্লেট টেনে নিলো জিম।

'কিন্তু সবারই তো কাউকে না কাউকে চাই।'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' খেতে খেতে বললো জিম। 'খুব খারাপ, তাই না?'

চুলায় লাকড়ি ফেললো মেলোডি। লোকটা অদ্ভুত বটে, কিন্তু আকর্ষণ আছে ওর মাঝে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, ও-ও তেমনি টানে মেয়েমানুষের মনকে। নইলে এমন লাগছে কেন মেলোডির? অহেতুক লাকড়ি দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা খোঁচালো সে।

নিরবে খাচ্ছে জিম। নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে।

পেছন ফিরে ভাবছে মেলোডি, লোকটার বুটজোড়া পুরনো, ক্ষয়ে গেছে তলা। রঙচটা জিনসের প্যান্টের উরুর কাছে দাগ, হোলস্টারের ঘষায় হয়েছে। পিস্তলের চকচকে মসৃণ বাঁটের দিকে নজর গেল ওর। লোকটা কি বন্দুকবাজ? হতে পারে, না-ও পারে। এই পশ্চিম অঞ্চলে সংগে পিস্তল-বন্দুক রাখে সবাই, তাই বলে প্রত্যেকে বন্দুকবাজ নয়।

'রান্নার হাত খুব ভালো আপনার,' শূন্য প্লেট ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো জিম।

ফিরে তাকালো মেলোডি। 'থ্যাংক ইউ।' প্রশংসায় খুশি

হয়েছে।

'রাঁধতে না পারলে মেয়েদের জন্মই বৃথা,' হাসলো জিম। হ্যাটটা মাথায় বসিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে বাইরে।

দুই

শান্ত বিকেল। আগুন ঢালছে সূর্য।

বেড়ার ওপর বসে লোকটাকে ঘর থেকে বেরোতে দেখলো ডন। ও বসে আছে, জানে, খেয়ে এসে ঘোড়াকে পোষ মানাবে আগন্তুক। ওই দৃশ্য দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সে।

শান্ত হয়ে গিয়েছিলো ঘোড়াটা, জিমকে দেখেই চঞ্চল হলো। সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো, পারলো না। গলায় বাঁধা রয়েছে দড়ির ফাঁস।

ডনের উত্তেজিত চোখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললো জিম, 'এখুনি না। জিন আর লাগামে আরেকটু অভ্যস্ত হয়ে নিক।' ভালোমতো দেখলো আবার চারদিকের পাহাড়। কাউকে চোখে পড়লো না।

বেড়া থেকে নেমে বিশাল এক কটনউড গাছের নিচে গিয়ে শুকনো কুটা কুড়াতে শুরু করলো ডন। আলানী।

মেলোডি এলো কোরালের কাছে। 'বেশি পাজীটাকেই বাছলেন? নাম্বার ওয়ান ফাইটার।'

'ফাইট না জানলে ওর জন্যে কানাকড়ি খরচ করতাম না আমি। ঠাণ্ডা ঘোড়া দরকারের সময় ডোবায়।'

খড়-কুটোর আঁটি বেঁধে নিয়ে কেবিনের দিকে চললো ডন।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো জিম। চত্বরের এক ধারে জড়ো করে রাখা আছে গাছের গুঁড়ির বড় বড় টুকরো, মোটা ডাল। ফেড়ে নিলেই লাকড়ি হয়।

কুড়ালটা রয়েছে কামারশালায়। গিয়ে তুলে নিলো সে। ফলার দিকে চেয়েই বেঁকে গেল মুখ। অনেকদিন শান দেয়া হয়নি কুড়ালে, একেবারে ভোঁতা। তার ওপর আনাড়ি হাতে ব্যবহার হয়েছে।

'মিসেস টেইট, আমি শানপাথর ঘোরাচ্ছি। আপনি কুড়াল ধরতে পারবেন?'

'খুব পারবো,' খুশি হয়ে এগোলো মেলোডি।

পুরনো আমলের ভারি শানপাথর, ঘোরাতে জোর লাগে। ঘোরাতে শুরু করলো জিম। পাথরের ওপর কুড়াল চেপে ধরলো মেলোডি। বিকেলের শান্ত নিরবতা যেন চিরে দিলো ইস্পাতের সংগে পাথরের তীক্ষ্ণ ঘর্ষণের শব্দ। আগুনের ফুলকি ছুটলো। ঘোরানো থামিয়ে উঠে গিয়ে পানি এনে পাথরটার ওপরের ফানেলে ঢাললো জিম। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে পাথরকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা।

'এখানেই বড় হয়েছেন আপনি, না মিসেস টেইট?'

'হ্যাঁ। ডনের বাবাও এই র‍্যাঞ্চেই মানুষ হয়েছে।'

পাথর ঘোরাতে ঘোরাতে মেলোডির দিকে তাকালো জিম।

চোখ নামিয়ে নিলো মহিলা। শান্ত সুন্দর মুখ, কিছুটা শুকনো। এই সৌন্দর্য ভালো লাগলো জিমের। মরুর নিষ্ঠুর রুক্ষ বাতাস আর কড়া রোদ মিলেও কোমলতা পুরোপুরি ছিনিয়ে নিতে পারেনি মেয়েটার চামড়া থেকে। কিন্তু কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়েছে। মেলোডির চোখের তারায় অস্বস্তি, কেন?

এখানে এই নির্জনতার মাঝে এভাবে বাস করছে একজন সুন্দরী মহিলা, ঠিক মানাচ্ছে না, অন্তত মেলোডির বেলায় তো নয়ই। কেন পড়ে আছে সে এখানে এভাবে? নাহয় এখানে জন্মেছেই, বড় হয়েছে। তাতে কি?

পাহাড়ের দিকে তাকালো জিম। কারও দেখা নেই।

চুপ করে থাকলে অস্বস্তি আরও বাড়ে, কিছু একটা বলা দরকার। আগের কথার খেই ধরলো মেলোডি, 'এতিম হয়ে এখানে এসেছিলো ডনের বাবা। ইনডিয়ানরা তার বাবা-মাকে মেরে ফেলেছিলো, আমার বাবা অসহায় বাচ্চাটাকে দেখে কুড়িয়ে এনেছিলো। তারপর থেকে এখানেই বড় হয়েছে।'

জবাব না দিয়ে পুরো এক মিনিট মেলোডির দিকে তাকিয়ে রইলো জিম। মেলোডি চোখ তুলে তাকাতেই বললো, 'ইনটারেসটিং।'

চমৎকার ধার হলো কুড়াল। মেলোডির হাত থেকে নিয়ে কাঠের স্তূপের দিকে এগোলো জিম। লাকড়ি ফাড়বে।

মেলোডির মনে হলো, মানুষ নয়, তেল দেয়া নিখুঁত একটা যন্ত্র লোকটা। যন্ত্রের মতোই স্বচ্ছন্দ, মাপা গতি, কোনো ভুল-ভ্রান্তি নেই, এমনভাবে গাছ ফাড়ছে যেন জাতকাঠুরে। কোনো

কাজই অজানা নেই নাকি ওর ?

লাকড়ি ফাড়া শেষ করে কোপ দিয়ে কুড়ালের ফলাটা গাছে গেঁথে ডনের দিকে ফিরলো জিম, 'কাজ শেষ করে সব সময় কাঠে গেঁথে রাখবে। মরচে ধরবে না তাতে।'

বাইরে থাকলে বৃষ্টিতে ভিজবে, তাই লাকড়িগুলো তুলে নিয়ে ছাউনিতে পালা করে রাখতে শুরু করলো জিম। খানিক দূরেই বসে আছে টিংকার।

লোভাতুর নয়নে কুকুরটার দিকে তাকাচ্ছে ডন। জিমকে জিজ্ঞেস করলো, 'পোষ মানানো যায় না ?'

'দেখো চেষ্টা করে।'

পায়ে পায়ে কুকুরটার দিকে এগোলো ডন। আদর করে চাপড়ে দেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো।

ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল কুকুরটার। খ্যাঁক করে উঠলো।

ঝট করে হাত সরিয়ে নিলো ডন। আরেকটু হলেই দিয়েছিলো তার হাত কামড়ে। কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল চেহারা।

এগিয়ে এলো মেলোডি। কড়া গলায় বললো, 'মিস্টার স্যাণ্ডারস, জানেনই যদি কামড়াবে, ধরতে বললেন কেন ?'

'মিসেস টেইট,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো জিম, 'ছেলেটাকে আগেই বলেছি, ওটা পোষা কুত্তা নয়। তার পরেও লোভ ছাড়তে পারলো না। আছাড় খেয়ে জায়গা চেনা ভালো, সারাজীবন মনে থাকবে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল মেলোডি। সেটা ঢাকা দেয়ার জন্যে ছেলের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো, 'ডন, খবরদার, ওটার ধারেকাছে

যাবে না আর।'

জিমের দিকে তাকালো ডন।

হাসলো জিম, 'দুঃখ করো না। জীবনে আরও অনেক কামড় খাবে। আগে থেকেই তৈরি না থাকলে পরে সহ্য করতে পারবে না। বেশি বিশ্বাস কাউকেই করো না।'

শার্টে হাত মুছতে মুছতে কোরালের দিকে পা বাড়ালো সে।

জিন আর লাগামে আনেকখানি অভ্যস্ত হয়ে এসেছে ঘোড়াটা। খুলে ফেলার চেষ্টা করছে না আর।

কোরালে ঢুকলো জিম। অস্বস্তি ফুটলো ঘোড়ার চোখে। কিন্তু আগের মতো সরে গেল না।

নিচু গলায় কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে এগোলো জিম। খুব সাবধানে খুললো ঘোড়ার গলার ফাঁস। তারপর লাগাম ধরে হঠাৎ এক লাফে চড়ে বসলো পিঠে।

এটা আশা করেনি ঘোড়া। চমকে গেল। পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে খাড়া হয়ে গেল। পিঠ বাঁকা করে, নেচেকুঁদে, ঝাড়া দিয়ে জিমকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলো। খুরের ঘায়ে ধুলো উড়লো, মুখ দিয়ে ফেনা ঝরছে।

কোরালের দরজা খোলা। হঠাৎ তীব্র বেগে সেদিকে ধেয়ে গেল ঘোড়া, বেরিয়ে ছুটলো পাহাড়ের দিকে।

চোখ বড় বড় করে দেখছে মেলোডি। উত্তেজনায় হাঁ হয়ে গেছে ডন।

ঢাল বেয়ে উঠে পাহাড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল মানুষ আর ঘোড়া। চলার পথে ধুলোর ঝড় উঠেছিলো, আস্তে আস্তে

নেমে এলো মাটিতে।

ধীরে কাটছে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো। কয়েক মিনিট পর ডন এসে মায়ের হাত ধরে টান দিলো, 'মা, লোকটা আর আসবে না?'

'আসবে।'

পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে মেলোডি। আসছে না কেন এখনও? পা ভেঙে পড়ে রইলো ঘোড়াটা? নাকি মরু-ভূমির দিকে ছুটে গেছে, তার সে-ছুট থামাতে পারছে না লোকটা? বার বার পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাতে লাগলো, কিন্তু দেখা গেল না ঘোড়া কিংবা মানুষ। ঠোঁট কামড়াচ্ছে মেলোডি। হলো কি?

নিজেকে ধমক লাগালো মেলোডি। অচেনা একজন লোকের জন্যে এতোটা উদ্বিগ্ন হচ্ছে কেন সে? ও তার কে? এসেছে, একটা ঘোড়া কিনে নিয়ে চলে যাবে, ব্যাস। না না, আসলে ঘোড়ার কথা ভাবছি আমি, দামী ঘোড়া তো—নিজেকে বোঝালো সে।

আরেকবার দেখলো চারপাশের পাহাড়। শূন্য।

ঘরে ফিরে এলো মেলোডি। চুল আঁচড়ে বাঁধলো। দুরুদুরু করছে বুক। খাঁচার ভেতরে অদ্ভুতভাবে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কেন এমন হচ্ছে? তার মতো বিবাহিতা মহিলার এরকম হওয়া উচিত নয়। তাহলে? সে-যে নারী এটা মনে করিয়ে দিয়েছে ওই আজব মানুষটা? ভাবতেই লাল হয়ে গেল গাল। আয়নায় নিজের চেহারার পরিবর্তন দেখে নিজেই অবাক হলো।

ধীর-কদমে ঢাল বেয়ে নেমে এলো ঘোড়া। পিঠে বসে আছে জিম। দুজনেই ঘর্মাক্ত।

দরজায় দাঁড়ানো মেলোডির দিকে তাকিয়ে সামান্য কুঁচকে গেল জিমের ভুরু। মহিলার চোখে স্বস্তির ছায়া ফুটতে দেখে অবাক হলো। কার জন্যে ভাবছিলো? তার জন্যে, নাকি ঘোড়াটার? সামান্য একটু সেজেছে, তাতেই অপূর্ব লাগছে। খুব সুন্দরী।

'পোষ মানলো?' জিমের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না মেলোডি।

'মানলো। এবার নাল পরাতে হবে। বাকিগুলোকেও দেবো পরিয়ে?'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

ঘোড়াটাকে কোরালে ঢোকালো জিম। এক খাবলা খড় এনে ডলে ডলে মুছতে লাগলো ঘোড়ার পায়ের ঘাম। নার্ভাস হয়ে গেল ওটা। নতুন এই ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে বুঝতে পারছে না। পছন্দ করা কি উচিত? চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো ঘোড়া। অনেক চেষ্টাই তো করে দেখলো, পরাস্ত করতে পারলো কই মানুষটাকে। প্রতিটি ব্যাপারে বরং সে-ই পরাজিত হয়ে বসে আছে।

কামারশালাটা দেখিয়ে বললো মেলোডি, 'নাল পরানোর সব জিনিস ওখানে পাবেন।' ডনের দিকে ফিরলো। 'যাও, ঘরে যাও। তোমার ঘুমানোর সময় হয়েছে।'

যেতে মন চাইছে না ডনের। 'মা, শুধু নাল পরানোটা

দেখেই···

'না। তোমাকে যা বলা হয়েছে করো। অবাধ্যতা আমি এক-দম সইতে পারি না।'

করুণ চোখে কামারশালার দিকে তাকালো ডন। ঘুরে রওনা হলো ঘরের দিকে। চলতে চলতে কয়েকবার ফিরে তাকালো।

মুখ নামিয়ে কাজ করছে জিম। কয়েকবার তার দিকে তাকালো মেলোডি, কি বলে কথা শুরু করবে ভাবছে। অবশেষে পাহাড়ের দিকে চেয়ে মিনমিন করে বললো, 'এখনও আসছে না। রাত করবে কিনা কে জানে।'

জবাব দিলো না জিম। একমনে কাজ করছে। যেন শোনেইনি।

গলা আরেকটু চড়িয়ে মেলোডি বললো, 'হয়তো কাল আসবে। তখন আপনি থাকবেন না। এসে খুব দুঃখ করবে।' আড়চোখে তাকালো জিমের দিকে। চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই লোক-টার।

হঠাৎ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো মেলোডি, পালাতে পারলে যেন বাঁচে। ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'যাই, দেখি, ডন ঘুমালো কিনা।'

'মিসেস টেইট।'

ফিরে চাইলো মেলোডি। অস্বস্তি বেড়েছে। জিমের চওড়া কাঁধ আর সরু কোমর থেকে চোখ সরিয়ে নিলো জোর করে। লোকটার গায়ে নিশ্চয় বাঘের জোর।

'আপনি একটা মিথ্যুক,' শান্তকণ্ঠে বললো জিম।

চুপ করে রইলো মেলোডি।

'খুব কাঁচা মিথ্যুক,' আবার বললো জিম। 'ধরা পড়ে যান।'

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না,' গলায় জোর নেই মেলোডির। চোখ অন্য দিকে।

তার এই লজ্জা লজ্জা ভাবভংগি ভালো লাগলো জিমের। মেলোডি যে সুন্দরী, মনে মনে আরেকবার স্বীকার করলো। মরুর রুক্ষ আবহাওয়াও পুরোপুরি কেড়ে নিতে পারেনি ত্বকের লাবণ্য। ভালো জায়গায় আর দশটা শহুরে মেয়ের মতো আরামে থাকলে ওর দিক থেকে চোখ ফেরানো যাবে না।

কোরালের ঘোড়াগুলো দেখালো জিম। 'কয়েক মাস হয়েছে নাল পরানো হয়নি। ভোঁতা কুড়াল। পুরুষ মানুষ থাকলে এরকম হওয়ার কথা না। রান্নাঘরে পাঁচ পাউণ্ডের চায়ের টিনটা খালি। অনেক দিন হলো বাড়ি থেকে গেছে আপনার স্বামী…'

রক্ত সরে গেছে মেলোডির মুখ থেকে। 'দেখুন, মিস্টার স্যাণ্ডারস, আপনার কোনো অধিকার…'

'অধিকারের কথা বলছি না আমি। বলছি আপনি মিথ্যুক। কেন মিথ্যে বলছেন, মিসেস টেইট? ঘরে পুরুষ মানুষ নেই বলে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন?'

'কিছুটা।'

নেহাইয়ের কোণায় আটকানো লাল টকটকে লোহার পাতে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারলো জিম, আগুনের ফুলকি ছুটলো, ধীরে ধীরে ঘোড়ার খুরের রূপ নিতে লাগলো ওটা। 'মেয়েদের ওই এক দোষ। যে কোনো পুরুষ তাকালেই ভাবে, তার জন্যে বুঝি পাগল হয়ে গেছে।'

আর থাকতে পারলো না ওখানে মেলোডি। ঘুরে দ্রুত পায়ে রওনা হলো ঘরের দিকে।

'এখানে এসেই দেখেছি,' পেছন থেকে বললো জিম, 'ঘোড়ার নালের তাজা দাগ নেই আশেপাশে। যা আছে অনেক পুরনো। বৃষ্টির পর আর কেউ আসেনি।'

নাল পরানো শেষ করলো জিম। একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠনে এসে দাঁড়ালো। নিরবে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকালো আশপাশে। পাহাড়ের দিকেও তাকালো। এই পড়ন্ত বেলায় চমৎকার লাগছে জায়গাটা। যে-ই বাড়ি বানানোর জন্যে বেছে নিয়েছিলো, তার পছন্দ ছিলো বলতে হবে।

বাড়িটা বানিয়েছিলো মেলোডির বাবা, একথা বলে দিতে হলো না জিমকে। কঠোর পরিশ্রমী ছিলো ভদ্রলোক, বোঝাই যায়। পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে মূল বাড়িটা। আস্ত এক দুর্গ যেন। প্রচুর গুলি আর রাইফেল নিয়ে ওর ভেতরে লুকিয়ে একজন মানুষই ছোটখাটো একটা সেনাদলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অনেকক্ষণ। বিপদের ভয় আছে জেনেশুনেই ওভাবে বানানো হয়েছে বাড়িটা।

কোরাল, কামারশালা, গোলাঘর, সবই মজবুত করে বানানো হয়েছিলো। তবে এখন যত্নের অভাবে নড়বড়ে। ডোবাটারও সংস্কার দরকার।

এসব পুরুষের কাজ। মেলোডি তার বাচ্চাকে নিয়ে একা যে আছে এই নির্জন অঞ্চলে, এটাই বেশি, সাহসের প্রশংসা করতে হয়। তার পক্ষে সব কিছু ঠিক রাখা, পরিষ্কার রাখা প্রায়

অসম্ভব।

সাঁঝের বেশি বাকি নেই। পাহাড় ঘিরে থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অন্ধকার নামে এই উপত্যকায়।

দরজা খোলার শব্দ হলো। ফিরলো না জিম। তার পেছন দিয়ে বালতি হাতে ঝর্নায় যাওয়ার সময় সামান্য দ্বিধা করলো মেলোডি, বোধহয় কথা বলতে চায়। কিন্তু বললো না, চলে গেল।

ফেরার পথে থামলো। 'মিস্টার স্যাণ্ডারস?'

'বলুন।'

'ঠিকই ধরেছেন, মিছে কথাই বলেছি আমি। অনেকদিন হলো গেছে আমার স্বামী।'

মাথা নোয়ালো জিম। 'অ্যাপাচিরা মেরে ফেলেনি তো?'

শক্ত হয়ে গেল মেলোডি। একথা তারও মনে হয়েছে অনেকবার। 'তা না-ও হতে পারে। আরও অনেক কারণ আছে।' স্বামীকে চেনা আছে তার। আরেকটা কারণ বার বার মনে এসেছে, কিন্তু জোর করে তাড়িয়েছে। ওসব ভাবতেও খারাপ লাগে।

'কেন, ইনডিয়ানরা নয় কেন? সেটাই তো বেশি সম্ভব।'

'কেন মারবে? ওদের সংগে তো গোলমাল করিনি আমরা···

'মিসেস টেইট,' মেলোডির চোখের দিকে তাকালো জিম। 'আমার কথা যদি শোনেন, এক্ষুণি গিয়ে গাঁটরি গোছগাছ করে ওনকে নিয়ে চলুন আমার সংগে। ভয়ানক বিপদ আসছে। অ্যাপাচিদের সর্দার মোহাকু আশপাশের সমস্ত উপজাতিকে ডেকে মিটিং করেছে। একজোট হয়েছে ওরা। সে-খবরই আমি

নিয়ে যাচ্ছি আর্মীর কাছে।'

'না না,' মাথা নেড়ে নিজেকেই বোঝালো যেন মেলোডি, 'তা কেন করবে? কখনও ওদের সংগে খারাপ ব্যবহার করিনি। এপথে যাওয়ার সময় আমাদের ঝর্নায় পানি খেয়ে যায় ওরা। মোহাকুকে দেখিনি আমি, শুনেছি হৃদয়টা নাকি তার অনেক বড়।'

'আমি দেখেছি মোহাকুকে, শান্তিচুক্তির আগে। তার ঘোড়ার গলায় চল্লিশজন শ্বেতাঙ্গর মুণ্ডুর মালা পরিয়ে রেখেছিলো।'

'সে-তো শান্তিচুক্তির আগে।'

'চুক্তি ভঙ্গ করেছে শ্বেতাঙ্গরা। অ্যাপাচিরা গেছে রেগে তাদের এলাকায় শ্বেতাঙ্গ দেখলেই ধরে খুন করছে।'

'আমাদের কিছু করবে না।'

'কিছুই বলা যায় না।'

'আমরা তো আর বেঈমানী করিনি। যারা করেছে তাদের মারবে।'

'ভালো। আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো।'

অন্য কথায় চলে গেল মেলোডি, 'আরে, কুকুরটাকে দেখছি না? গেল কই?'

'পাহাড়ের ওদিকে গেছে হয়তো। ওরও তো খিদে পায়।'

'আজব কুকুর পালছেন।'

'পালছি না।'

'কিন্তু এক সংগেই তো থাকেন।'

'থাকি। ওর সংগে আমার একটা না-বলা চুক্তি হয়েছে।

আমাকে ওর দরকার, ওকেও আমার দরকার। আধ মাইল দূর থেকে ইনডিয়ানের গন্ধ পায় ও।'

কোরালের দিকে চেয়ে দ্বিধা করলো জিম। আলো থাকতে থাকতে সারতে পারবে কিনা আন্দাজ করলো বোধহয়। তারপর এগিয়ে গিয়ে বেড়া বাঁধতে শুরু করলো।

সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু আলো আছে এখনও। দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মরুর বাতাস। পশ্চিম আকাশের শাদা মেঘগুলো এখন গোলাপী। কটনউড গাছের মাথায় আলোর হালকা হলদে আভা। শুকনো পাতা সরসর করছে বাতাসে।

গাছের তলায় ঘন হচ্ছে ছায়া। পশ্চিমের পাহাড়ের গোড়ায় ইতিমধ্যেই অন্ধকার নেমেছে, এগিয়ে আসছে গুটিগুটি পায়ে।

পায়ে পায়ে কোরালের কাছে এসে দাঁড়ালো মেলোডি। 'মিস্টার স্যাণ্ডারস, শুনেছি, ইনডিয়ানরাও নাকি শ্বেতাঙ্গদের গন্ধ পায়। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

হাসলো জিম। হাসি তার চেহারা থেকে রুক্ষতা অনেকখানি সরিয়ে দেয়। 'কিন্তু কথাটা ঠিক, ম্যা'ম। এই তো, আপনি তো আমার কাছ থেকে দূরে রয়েছেন, গন্ধ তো পাচ্ছি। অথচ আমি ইনডিয়ান নই, ওদের সংগে কিছুদিন থেকেছি মাত্র।'

অস্বস্তি ঢাকার জন্যে হেসে উঠলো মেলোডি। মাথা নাড়লো, 'অসম্ভব।'

বাতাসের উজানে রয়েছে মেলোডি। কয়েকবার নাক কুঁচকে

বাতাসে গন্ধ নিলো জিম, বললো, 'আজ সকালে আপনি ময়দা মেখেছেন, গায়ে রুটির গন্ধ। নুন দেয়া মাংস রান্না করেছেন। সাবান মেখে হাতমুখ ধুয়েছেন। তাছাড়া তীব্র মেয়েলী গন্ধ ছড়াচ্ছে আপনার ঘাম। মেয়েদের গন্ধ পুরুষের চেয়ে আলাদা। সেটা তীব্র হয়ে ওঠে বিশেষ বিশেষ সময়ে। কি, ঠিক বলিনি?'

চোখ নামিয়ে রেখেছে মেলোডি। আবছা অন্ধকারে গালের লাল ছোপ অস্পষ্ট। হাত দিয়ে ডলে অযথাই অ্যাপ্রনের কোঁচকানো জায়গা সমান করার চেষ্টা করছে। 'যাই, কাজ পড়ে রয়েছে।' প্রায় দৌড়ে চলে গেল সে, পালিয়ে বাঁচলো।

রান্নাঘরের পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসেও স্বস্তি পেলো না মেলোডি। নানারকম প্রশ্ন খচখচ করছে মনে। সত্যিই কি তার ঘাম তীব্র গন্ধ ছড়াচ্ছে? অবিশ্বাস করতে পারলো না সে। মানুষটাকে দেখার পর থেকেই কি যেন হয়ে গেছে তার ভেতর।

বাইরে অন্ধকার। গাছের পাতায় কাঁপুনি তুলে বয়ে এলো এক ঝলক বাতাস, ঘরের চালে আঘাত হেনে মৃদু গুঙিয়ে রওনা হলো পাহাড়ের দিকে। ওই সুর মেলোডির পরিচিত। অন্যদিন তার কাছে ওটা ছিলো নিসংগ বাতাসের বিলাপ, বুক ভাঙা হাহাকার। ওই বিষণ্ণতা আতংকিত করতো তাকে। কিন্তু আজ তা করতে পারলো না। ভয় দেখানোর চেষ্টা করে বিফল হয়ে ফিরে গেল বাতাস।

ঘুরে ঘুরে বার বার কথাটা ফিরে আসছে মেলোডির মনে। জোর করে তাড়াতে হচ্ছে। না না, এ-হতে পারে না। ওই

লোকটাকে সে চেনে না জানে না, আগে কখনও দেখেনি। আজ এসেছে, কালই আবার চলে যাবে। তারপর হয়তো আর কোনো-দিনই দেখা হবে না। তার জন্যে···

জীবনে এই প্রথম পুরুষ মানুষ দেখছে সে, তা নয়। বিয়ের আগে তার বাবা বেঁচে থাকতে মাঝেসাঝে লোকজন এসেছে এই র‍্যাঞ্চে। তাদের কেউ কেউ সুপুরুষও ছিলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েওছে। কোনো আকর্ষণ অনুভব করেনি মেলোডি। কিন্তু আজ ওই অদ্ভুত লোকটা যেন তার হৃদয়ের মূল ধরে টান দিয়েছে।

বাইরে তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, বিড়বিড় করে কথা বলছে ঘোড়াগুলোর সংগে। কি অপূর্ব কায়দা! কতো সহজে পোষ মানিয়ে নিলো বেয়াড়া ঘোড়াটাকে। ভয়ানক কুকুরটা পর্যন্ত তার বাধ্য।

বাইরে রোদে শুকানো কঠিন মাটিতে তার জুতোর শব্দ হলো। আসছে। ঘরে ঢুকবে এবার। পাগলের মতো এদিক ওদিক তাকালো মেলোডি, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। কি যেন ভুলে গেছে, কি যেন খুঁজছে। ও আসছে ঘরে। পুরুষশূন্য ঘরে, রাতের বেলা, অন্ধকারে···

তিন

চুলে হাত চালালো মেলোডি, দরজার দিকে তাকালো।

দরজার বাইরে থেমেছে পদশব্দ। মুহূর্ত নিরবতার পর করাঘাত হলো।

খিল খোলার জন্যে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিলো মেলোডি, 'কি চাই?'

'ঘোড়াগুলোকে খাইয়েছি।'

'থ্যাংকিউ।'

'রাতে আর যাচ্ছি না। কামারশালায়ই ঘুমাতে পারবো।'

জিমের ঘুরে দাঁড়ানোর শব্দ শুনলো মেলোডি। দ্বিধা করলো। খুলে দিলো দরজা।

থেমে গেল জিম। ঘুরে তাকালো। দরজা দিয়ে লণ্ঠনের আলো গিয়ে পড়ছে তার গায়ে, মুখে।

চোখ সরাতে পারলো না মেলোডি। 'বাইরে কাটাবেন? বাতাস যা ঠাণ্ডা। আসুন, ঘরে আসুন।'

জিন, কম্বল আর মালপত্রের ছোট বোঝাটা নিয়ে এলো জিম। তার পেছনে এলো টিংকার। দরজার বাইরে শুয়ে পড়লো।

কেরোসিন-বাতির আলো বাড়ালো মেলোডি।

সারা ঘরে চোখ বোলালো জিম। ডন ঘুমাচ্ছে বিছানায়। মালপত্র নিয়ে ঘরের এক কোণে চললো সে। কম্বল বিছালো মেঝেতে। হ্যাট খুলে ঝুলিয়ে রাখলো একটা হুকে।

বালিশ নিয়ে এলো মেলোডি।

'লাগবে না। বেশি নরম। কান ঢেকে যায়, ফলে কানে ঠিক-মতো শব্দ ঢোকে না।'

'ঘুমের মধ্যে শব্দ না ঢুকলেই তো ভালো।'

'না, ম্যা'ম, আমার জন্যে নয়। দুই রাতও টিকবো না তাহলে,' জিনের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো জিম। 'গুড নাইট।'

'সকালে রুটি বানানোর জন্যে গম ভাঙবো আমি। আওয়াজে অসুবিধে হবে না তো?'

হোলস্টার থেকে পিস্তল খুলে মাথার কাছে রাখলো জিম। 'না, হবে না।' কম্বল টেনে দিলো গায়ের ওপর। প্রায় সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়লো। শোনা গেল তার ভারি নিঃশ্বাস।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেছে তো—ভাবলো মেলোডি, ক্লান্ত শরীর, তাই এই ঘুম। আনমনেই মাথা নেড়ে ফিরে এসে যাঁতাকল নিয়ে বসলো। নিরব রাতে যাঁতা ঘোরানোর ঘড়ঘড় বিকট হয়ে কানে বাজলো।

জিমের দিকে তাকালো মেলোডি। খবরই নেই যেন। অকা-তরে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমের মাঝেই পাশ ফিরলো একবার জিম। তারপর আর কোনো সাড়া নেই।

স্বামীর কথা ভাবছে মেলোডি। লুক এখন কোথায়? আপাচিরা মেরে ফেলেছে? মনে হয় না। সে চলে গেছে, আর আসবে না কখনও। গত কয় মাসে লুক প্রায় মুছে গেছে তার মন থেকে। যাবে না-ই বা কেন? বিবাহিত জীবনে তাকে কি দিয়েছে তার স্বামী যে মনে রাখবে?

লুক জুয়াড়ী, জুয়া খেলতে চলে যেতো। দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকতো মেলোডি। অপেক্ষার সে-সব দুঃসহ মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়লে এখনও তেতো হয়ে যায় তার মন।

মেলোডির বাবার র‍্যাঞ্চে কোনোদিনই লুকের মন বসেনি। সব সময়ই সে উচ্ছৃঙ্খল, উড়ু উড়ু মন। বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে মেয়ের সংগে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের বিয়ে দিয়েছিলো বৃদ্ধ, এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝেছিলো, ভুল করেছে। মস্ত ভুল।

র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম পছন্দ নয় লুকের। মেলোডির বাবার মৃত্যুর পর তাতে আরও বেশি অনীহা দেখা দিলো। সংসার চুলোয় যাক, জুয়া খেলার জন্যে তার টাকা দরকার। তাই বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানিয়ে সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করতে লাগলো। লুক বলতো, ধরে আনে, বুনো ঘোড়া, কিন্তু মেলোডির সন্দেহ, ইনডিয়ানদের ঘোড়া চুরি করে আনে তার স্বামী।

সেটা একদিন খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলো। স্বীকার করলো লুক। এ-ও বললো, এতে সে দোষের কিছু দেখে না।

মন আরও বিষিয়ে গেল মেলোডির। তার স্বামী চোর।

ইনডিয়ানদের সংগে ভালো সম্পর্ক ছিলো মেলোডির বাবার, এমনকি মোহাকুর সংগেও তার ভাব ছিলো। ঘোড়া আর রাই-ফেল কেনাবেচা করেছে কতো। মেলোডি বুঝলো, সেই সুসম্পর্ক নষ্ট করবে লুক। হুঁশিয়ার করলো স্বামীকে। কিন্তু তোয়াক্কাই করলো না লুক। সংসারের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলো। মেলোডির দৃঢ় বিশ্বাস—সন্তান আর স্ত্রীর দায়িত্ব তার কাছে বোঝা, তাই পালিয়েছে।

লুকের সংগে মেলোডির বিয়ে হয়েছে, ঠিক, তার সন্তানের মা-ও হয়েছে, কিন্তু তাদের মাঝে ভালোবাসা জন্ম নেয়নি কোনোদিন। প্রেম কি জিনিস বোঝেইনি এতোদিন মেলোডি। কিন্তু আজ···ঘুমন্ত জিমের দিকে তাকালো সে।

যাঁতা সরিয়ে রেখে উঠলো মেলোডি। এগোলো। জিনের শিংয়ে আটকানো রয়েছে চকচকে একটা পিতলের চাকতি, সেটাই নজর কেড়েছে তার। কৌতূহল জাগিয়েছে। আলো হাতে এসে ওটার ওপর ঝুঁকলো।

চাকতিটায় খোদাই করা রয়েছে :

ফার্স্ট প্রাইজ
ব্রংক রাইডিং
জিম স্যাণ্ডারাস

চমকে গেল নামটা পড়ে। অস্ফুট শব্দ বেরোলো মুখ থেকে।

সামান্য ওই শব্দ আর নড়াচড়াই যথেষ্ট। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো জিম। হাতে উদ্যত পিস্তল। ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে।

এক লাফে সরে গেল মেলোডি। একটা কোল্ট পিস্তল বের করে তুলে ধরলো জিমের বুক বরাবর। 'তুমি জিম স্যাণ্ডারস। বন্দুকবাজ! বদনাম অনেক শুনেছি তোমার।'

পিস্তল নামালো জিম। চোখ মিটমিট করছে।

'গত বছরই তিনজন লোককে পিস্তল-লড়াইয়ে খুন করেছিলে। শুনেছি। তি-ন জ-ন!'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম।'

হেসে আগে বাড়লো জিম। হাত বাড়ালো মেলোডির হাতের পিস্তলটার জন্যে।

কি জানি কি হয়ে গেল মেলোডির। টিপে দিলো ট্রিগার।

খট করে খালি চেম্বারে পড়লো হ্যামার।

আস্তে করে মেলোডির হাত থেকে কোল্টটা নিয়ে নিলো জিম, মোলায়েম কণ্ঠে বললো, 'এই ভুল আর কখনো করবেন না। গুলিছাড়া পিস্তল তাক করবেন না কারও দিকে।' নিজের খালি হোলস্টারে পিস্তলটা ঢোকালো সে।

'ডনের ভয়ে খালি রাখি।'

'সব সময় চেম্বারে গুলি ভরে রাখবেন, এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন যাতে ডন খুঁজে না পায়। গুলি ছাড়া গটার কোনো মূল্যই নেই।'

'আ-আমি···আ-আপনাকে গুলি···মানে গুলি ভরা থাকবে···

'ভুলে যান। আপনার জায়গায় আমি হলেও এরকম কিছুই করতাম।' বিছানার দিকে চললো জিম। 'আপনাকে চমকে দিয়েছি। স্বাভাবিক শব্দে ঘুম ভাঙে না আমার অস্বাভাবিক

সরি, ম্যা'ম।'

শুয়ে পড়লো জিম। গায়ে কম্বল টেনে দিতে না দিতেই আবার ঘুম।

জিম···জিম স্যাণ্ডারস নামটা যেন খোঁচাতে লাগলো মেলোডির মনকে। নিকোলাইকে মেলোডি দেখেছে। জানে, তাঁর মত লোক যাকে বিশ্বাস করে গোপন কাজের দায়িত্ব দিয়ে দুর্গম এলাকায় পাঠায়, সেই লোক আর যাই হোক, লুকের মতো অসৎ, কাপুরুষ হবে না।

সে-রাতে শুয়ে শুয়ে আরও অনেক কথাই ভাবলো মেলোডি। ভাবলো, জিমের কাছ থেকে পাওয়া ঘোড়া বিক্রির টাকা এই র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার সময় কাজে লাগবে তাদের। আদৌ যদি যেতে হয় কোনো দিন। এমনিতে তো যাওয়ার ইচ্ছে মোটেই নেই ওর। এতো সুন্দর জায়গা, এখানে জন্মেছে সে, বড় হয়েছে। রাইফেলে ভালো নিশানা তার, শিকারের ভাবনা নেই। সব কিছুই পাওয়া সম্ভব এখানে, খালি যদি ইনডিয়ানরা শান্তিতে থাকতে দেয়···আর···আর সংগে একজন পুরুষ···

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলো জিম। কান পেতে শুনলো নিশাশেষের পরিচিত নানারকম শব্দ, অন্ধকার তাড়িয়ে রাজকীয় চালে আসছে দিন।

উঠে হোলস্টার ঝোলালো কোমরে। জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলো। পুব আকাশে ধূসর আলো। শান্ত নির্ঝর উঠন। অলস ভংগিতে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াগুলো। ফিরে এসে কম্বল আর

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো সে।

ডন আর তার মা ঘুমোচ্ছে। প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরোলো জিম।

তাকে দেখেই কোরালের বেড়ার কাছে এগিয়ে এলো ঘোড়াগুলো। একদিনের সেবাযত্নেই খাতির হয়ে গেছে। বিড়বিড় করে কথা বললো জিম, খাবার এনে দিলো। বেয়াড়া মাসট্যাংটা পর্যন্ত আদর করে মুখ ঘষলো তার গায়ে।

পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চল ঝর্নার কুলকুল কানে আসছে। সেদিকে চললো জিম। হ্যাট খুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিলো ভালোমতো। ঝর্নার স্বচ্ছ পানি মুখে ঠাণ্ডা মোলায়েম স্পর্শ বোলালো যেন। চুল আঁচড়ে হ্যাট পরে নিয়ে পাহাড়ের মাঝের একটা খাঁড়ির দিকে রওনা হলো।

গাছের নিচে আর ডাল-পালার ফাঁকে এখনও ছায়া ছায়া অন্ধকার, কেমন যেন রহস্যময়। মিটমিট করছে ক'টা তারা, আকাশের মায়া কাটাতে পারছে না বুঝি। মুখে ঝাপটা দিয়ে গেল একঝলক তাজা বাতাস।

ঝর্নার পানি জমে ছোট্ট একটা প্রাকৃতিক পুকুর তৈরি হয়েছে একজায়গায়। পাড়ে ঘন সবুজ ঘাস। পুকুরের পাড়ে নরম মাটিতে হরিণের পায়ের ছাপ। রাতে পানি খেতে এসেছিলো। লোভনীয় ঘাসও তাদের আরেকটা বড় আকর্ষণ। অনেক ইনডিয়ান বাঁধাকপি জন্মে আছে এক জায়গায়। কিছু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে এলো জিম। যা দেখার দেখেছে। পরিশ্রমী পুরুষের জন্যে জায়গাটা স্বর্গ।

দরজায় দেখা দিলো মেলোডি।

'বাঁধাকপি,' বাড়িয়ে দিলো জিম। 'খাঁড়ির কাছে অনেক জন্মেছে। মাংসের সংগে সুরুয়া রাঁধলে দারুণ হবে।'

শাদাটে পাতাগুলো নিলো মেলোডি।

'রুটিমূলও আছে দেখলাম,' আবার বললো জিম। 'আর মেসকিট সীম। গুঁড়ো করে রুটি বানাতে পারেন।'

'নিশ্চয় ইনডিয়ানদের কাছে শিখেছেন,' ঠিক প্রশ্ন নয়।

'এলাকাটা ওদের তো, হাজার হাজার বছর ধরে আছে। জানে এখানে কি করে বাঁচতে হয়। শ্বেতাঙ্গরা তো উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছে।'

কোরালে গিয়ে মাসট্যাংটাকে বের করে আনলো সে। জিন পরালো। রাইফেল ঝোলালো তাতে। সামান্য আঁইগুঁই করে মেনে নিলো ঘোড়া।

'যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। যেতে হবে,' চোখে চোখ মেলালো জিম। 'মত বদলেছেন? আসবেন?'

'না। এই র‍্যাঞ্চই আমার সব।'

'দেখেশুনে রাখতে পারলে ভালোই জায়গা। অনেক অযত্ন হয়েছে, অনেক কাজ দরকার। ডোবার পানি পরিষ্কার করা, বাগান সাফ করে তাতে সব্জি লাগানো, আরও অনেক কাজ।'

'যাই, ডনকে তুলে আনি।'

'থাক না, ঘুমাক। বেশি ঘুমালে বাচ্চাদের শরীর ভালো থাকে।'

'আপনাকে বিদায় জানাতে না পারলে আমাকে আস্ত রাখবে না।'

এই একটা ব্যাপারে খুব অস্বস্তি বোধ করে জিম। বিদায় নেয়া তার ধাতে সয় না, মন খারাপ হয়ে যায়।

ডনকে আনতে গেল মেলোডি।

ব্যাগ খুলে ছোট একটা বাঁশি বের করলো জিম।

দু'হাতে চোখ ডলতে ডলতে বেরোলো ডন। ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললো, 'চলে যাচ্ছেন? থাকুন না আরেকটা দিন।'

'থাকতে আপত্তি ছিলো না, বাবা, কিন্তু জরুরী কাজ আছে। যেতেই হবে। নাও,' বাঁশিটা বাড়িয়ে দিলো। মেলোডির দিকে ফিরে বললো, 'ইনডিয়ানদের কাছে বানানো শিখেছি। বাঁশি বানানোর ওস্তাদ ছিলো আমার স্ত্রী। গাঁয়ের সব বাচ্চাকে বানিয়ে দিতো।'

বাঁশিটা নেড়েচেড়ে দেখলো ডন। ফুঁ দিলো। তীক্ষ্ণ সুরেলা আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুললো চারপাশের পাহাড়ে। কান খাড়া হয়ে গেল ঘোড়াগুলোর। হাসিতে দাঁত সব বেরিয়ে পড়লো ডনের। 'থ্যাংকিউ, মিস্টার স্যাণ্ডারস।'

হেসে মাথা ঝোঁকালো শুধু জিম।

'অ্যাপাচিদের সংগে কতোদিন থেকেছেন?' জানতে চাইলো মেলোডি।

'পাঁচ বছর।'

সামান্য উসখুস করে জিজ্ঞেসই করে ফেললো মেলোডি, 'স্ত্রীর কথা বললেন। ইনডিয়ান?'

'হ্যাঁ। কয়েক ফুট দড়ি দিতে পারেন? কিনে নেবো। আমার দড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয়ই। পয়সা লাগবে না, নিয়ে যান।'

'পয়সাটা তো আমার পকেট থেকে যাচ্ছে না, মিলিটারির তহবিল। খামোকা আপনি নেবেন না কেন?'

দড়ির বাণ্ডিল এনে দিলো মেলোডি।

প্রয়োজনমতো কয়েক ফুট কেটে নিলো জিম। দাম মিটিয়ে দিলো।

'হুঁহ, ঋণী থাকতে চান না।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো মেলোডি। প্রশ্ন করলো, 'অ্যাপাচিদের সংগে থাকা খুব আনন্দের, না?'

'আমার তো ভালোই লাগে।'

'আপনার ইনডিয়ান স্ত্রী কি খুব সুন্দরী?'

'মোটামুটি খারাপ ছিলো না। মারা গেছে,' শান্তকণ্ঠে বললো জিম।

'সরি।'

দড়িটা দক্ষ হাতে গুটিয়ে রিঙ বানালো জিম, গলিয়ে দিলো জিনের শিংয়ের ওপর দিয়ে। 'বেশ ভালো দড়ি। কাজে লাগবে।'

'স্ত্রীর কথা মনে পড়ে আপনার? নিশ্চয় খুব ভালো ছিলো?'

সরাসরি মেলোডির দিকে তাকালো জিম। আঁচড়ানো চুল দেখলো, মুখের রঙ দেখলো।

লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে মেলোডি। তাকাতে পারছে না। নিচের দিকে চেয়ে বললো, 'তাকে খুব ভালোবাসতেন, না?'

দ্বিধা ফুটলো জিমের চোখে, ক্ষণিকের জন্যে। বেল্টের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে টানলো অযথাই। 'জানি না। ওকে আমার দরকার ছিলো।'

'ভালোবাসতেন না?'

'ভেবে দেখিনি কখনও। কেন?'

'এমনি,' ঠোঁট কামড়ালো মেলোডি।

বাঁশি বাজাতে বাজাতে ঝর্নার দিকে চললো ডন। বড়দের কথাবার্তা বুঝতে পারছে না, ভালোও লাগছে না। তার চেয়ে ঝর্নার ধার থেকে ঘুরে আসাটাই উচিত কাজ মনে করছে সে।

সিগারেট ধরালো জিম। আরেকবার দেখলো মেলোডিকে। 'ইনাডিয়ান মেয়েদের মতো হাঁটেন আপনি। সোজা হয়ে।'

চোখে চোখ পড়লো আবার দুজনের।

ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে মেলোডির জামার সামনের অংশ খামচে ধরে কাছে টানলো জিম। ঠোঁটে ঠোঁট মিললো। বাধা দিলো না মেলোডি।

খানিক পরে ঠেলে সরিয়ে দিলো তাকে জিম।

মেলোডির চোখে রাগ নেই, চেহারা সামান্য ফ্যাকাশে। শান্তকণ্ঠে বললো, 'কাজটা কি ঠিক করলেন?'

'যা চাইছেন তাই তো করলাম।'

'আমি বিবাহিতা।'

'সেকথা গতরাতেই অনেক ভেবেছি।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভেজা ঠোঁট মুছলো মেলোডি, পিছিয়ে গেল এক পা। 'কি ভেবেছেন?'

'দাঁড়কাকের পালকের মতো কুচকুচে কালো আপনার চুল। ইনডিয়ান মেয়েদের মতো প্রেম আর আগুন একই সংগে খেলে আপনার চোখের তারায়…'

'বাহ্, আপনি দেখছি কবি! কবিতা লেখেন না কেন?'

চুপ করে রইলো জিম।

'অদ্ভুত লোক আপনি, মিস্টার স্যাণ্ডারস,' আবার বললো মেলোডি।

'জীবনটাই তো অদ্ভুত,' বলেই আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো। সোজা গিয়ে লাফিয়ে উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে। 'গুডবাই, মিসেস টেইট।'

চুপচাপ উঠনে দাঁড়িয়ে রইলো মেলোডি। ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে মাসট্যাং। গর্বিত ভঙ্গিতে পিঠে বসে আছে জিম। একটি-বারও পেছনে ফিরে তাকালো না।

হারিয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। ধীরে ধীরে থিতিয়ে এলো ঘোড়ার খুরের আঘাতে ওড়া ধুলো। চূড়ার সংগে এসে মিশেছে যেন গাঢ় নীল আকাশ, ঝকঝকে উজ্জ্বল। গরম হয়ে উঠছে বাতাস।

জিম স্যাণ্ডারস-চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মেলোডি।

বাঁশি বাজাতে বাজাতে ফিরে এলো ডন। 'চলে গেল, মা? আর আসবে?'

জবাব না দিয়ে বালতিটা তুলে নিলো মেলোডি। পানি আনতে চললো ঝর্নায়।

চার

উইলো বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো জিম।

সামনে নদী। পেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঘোড়াটাকে পানিতে নামিয়ে দিলো সে। বেশি গভীর নয়, তবে কমও নয়, ঘোড়ার পিঠ ডুবে যায়।

সূর্য উঠেছে, কিন্তু ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। ঘন মেঘ জমেছে। ঠাণ্ডা সকাল, পানিও ঠাণ্ডা। বাতাস স্তব্ধ।

দু'দিন হলো মেলোডির র‍্যাঞ্চ ছেড়ে এসেছে। লিটল ডাচ ক্রীকে রয়েছে এখন। মিলিটারি পোস্ট আর বেশি দূরে নেই।

অ্যাপাচিদের আনাগোনা এদিকে খুব বেশি লক্ষ্য করছে জিম। র‍্যাঞ্চ থেকে যেদিন বেরিয়েছে সেদিনই দু'দুটো দলের চিহ্ন দেখেছে, আরেকটু হলেই ওদের চোখে পড়েছিলো। আর গত দিন তো প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিলো, লম্বা ঘাসের ভেতর লুকিয়ে কোনোমতে বেঁচেছে।

আকাশে কামান দাগছে যেন বজ্র। ছড়িয়ে পড়ছে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ।

নদী থেকে পানি খেলো জিম, ক্যানটিন ভরলো। নদী পেরিয়ে এসে টিংকারও পানিতে মুখ নামিয়ে চুকচুক করে খেতে শুরু করলো। ঝট করে মাথা তুললো হঠাৎ।

নাক ফুলিয়ে ফোঁসফোঁস করে উঠলো ঘোড়াটা।

জিমও দেখতে পেলো ওদের। দু'জন ইনডিয়ান যাচ্ছে। এক জন চেপেছে ইউ এস আর্মীর বিশাল এক ঘোড়ায়, অন্যজনের গায়ে লেফটেন্যান্টের নীল কোট, ময়লা। খয়েরী দাগ লেগে আছে। ভুরু কুঁচকে গেল জিমের। ওই দাগ কিসের জানা আছে তার। রক্ত!

এমন জায়গায় রয়েছে ওরা, ইনডিয়ানরা দেখতে পেলো না।

ইনডিয়ানরা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো জিম। আর কেউ আসে কিনা দেখলো।

এলো না।

ঘোড়ায় চেপে সাবধানে এগিয়ে চললো জিম। কুকুরটাও সতর্ক।

ধেয়ে এলো ভেজা বাতাস, ঢেউ তুললো ঘাসের বনে।

দূর থেকেই শকুনগুলোকে দেখতে পেলো জিম। পাহাড়ের ওপর সারি দিয়ে বসে। ঘোড়ার গতি বাড়ালো সে। আশপাশে তাকিয়ে দেখলো। লম্বা লম্বা ঘাস বাতাসে দুলছে, তার ভেতরে কেউ লুকিয়ে থাকলেও বোঝার উপায় নেই।

বুক ভরে টেনে নিলো ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস। গন্ধেই বুঝলো ঝড় আসছে।

উপত্যকার দিকে এগোচ্ছে জিম। চোখে পড়লো একটা মরা

ঘোড়া। খানিক দূরে পড়ে থাকতে দেখলো লোকটাকে। ইনডিয়ান।

কাছাকাছি পাওয়া গেল আরও নয়টা লাশ। কয়েকটা বুলেটের খাপ পেলো, পিতলের, ইউ এস আর্মীর জিনিস। বোঝা গেল ইনডিয়ানদেরকে অ্যামবুশ করে মেরেছে লেফটেন্যান্ট বোথামের লোক। এপথেই গেছে তাহলে 'সি' কোম্পানি। পোস্টে যাবে।

পাহাড়ের ওপাশে উপত্যকায় পাওয়া গেল ওদের। পুরো সি কোম্পানিকে। উলঙ্গ অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে সবাই, রক্তাক্ত। কয়েকজনের মুণ্ডু নেই। বীভৎস দৃশ্য।

লেফটেন্যান্ট বোথামকে তিন বার গুলি করা হয়েছে, বুকে দুইবার, একবার কপালে। গুলির তিনটে ফুটো ছাড়া অক্ষত রয়েছে শরীর, নষ্ট করা হয়নি। তার পাশেই পড়ে আছে বিশালদেহী বিগ চারলি। একই সংগে মারা গেছে দু'জনে, লেফটেন্যান্ট আর তার অধস্তন সার্জেন্ট—যে তাকে দেখতে পারতো না।

হুইস্কির একটা ভাঙা বোতল পড়ে আছে দু'জনের মাঝে।

একটা পাথরে বসে সিগারেট ধরালো জিম। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে কি ঘটেছিলো এখানে। বোতলটার মালিক ছিলো লেফটেন্যান্ট, সে-ই নিশ্চয় চারলিকে দিয়েছে। অথচ মদ নিয়েই দু'জনের মাঝে শত্রুতা। পাঁড় মাতাল অবস্থায় চারলিকে প্রতি সপ্তায় অন্তত চার বার গার্ডহাউসে পাঠিয়েছে বোথাম, শাস্তি। সেই লোকই···মৃত্যু মানুষকে কতো কাছাকাছি এনে দেয়!

জোরে সিগারেটে টান দিলো জিম, আসলে দম নিলো।

পরিচিত আরেকজনকে দেখতে পেলো। বুড়ো হাম্বলডন। চারপাশে ছড়িয়ে আছে গুলির খোসা। লেফটেন্যান্ট আর সার্জেন্টের মতো তার দেহও অবিকৃত। অ্যাপাচিদের সাংঘাতিক প্রয়োজন সত্ত্বেও তার রাইফেল দুটো নেয়নি ওরা, পাশেই সাজিয়ে রেখে গেছে। বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

নিশ্চয় সবার শেষে মরেছে বুড়ো। মুখে লেগে রয়েছে তার বিখ্যাত নেকড়ে-হাসি। খানিক দূরে বিয়ার গ্রাসের ধারালো ডগায় শাদা একটা কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো জিমের। উঠে গিয়ে খুলে নিলো। চিঠি। বৃদ্ধা মিসেস মেরি হাম্বলডনের জন্যে লিখে রেখে গেছে বুড়ো। উদ্দেশ্য, কেউ খুঁজে পেয়ে ওটা পৌঁছে দেবে তার স্ত্রীর কাছে। বিষণ্ন ছায়া নামলো জিমের কঠিন ঠোঁটে, হাসি না কান্না ঠিক বোঝা গেল না। চিঠিটা সযত্নে রেখে দিলো পকেটে।

ঘুরে ঘুরে দেখলো জিম। প্রায় আশিটা লাশ। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলো অ্যাপাচিরা, বোঝা যায়। দলে অনেক ভারি ছিলো।

আনমনে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলালো জিম, পশ্চিমে তাকালো। বাতাসের গতি বাড়ছে, নুয়ে পড়েছে ঘাসের মাথা, সোজাই করতে পারছে না। উল্টো দিক থেকে আঘাত হেনে ঘোড়ার কেশর ফুলিয়ে দিচ্ছে বাতাস। টুপ করে বৃষ্টির বিশাল একটা ফোঁটা পড়লো জিমের হাতে। আরেকটা, তারপর আরেকটা।

মুহূর্তে কম্বলের ভেতর মুড়ে রাখা স্লিকারটা বের করলো

সে। পরা শেষও করতে পারলো না, শুরু হলো বর্ষণ। সেই সংগে শাঁই শাঁই বাতাস। কানফাটা শব্দ করে বাজ পড়লো পাহাড়ের মাথায়, ঘাসপোড়া গন্ধ এসে লাগলো নাকে।

ঘোড়ায় চড়ে ছুটলো জিম। কয়েক মিনিটেই বন্যা হয়ে যাবে উপত্যকায়, ঢালের পানি, চারপাশের নালার পানি এসে জমা হবে এখানে। তার আগেই পালাতে হবে।

এলাকাটা তার পরিচিত। জানে পাহাড়ের ঢালে এক জায়গায় ছোট একটা বাড়ি আছে, র‍্যাঞ্চ।

বাড়িটা দেখা গেল। এদিকের আর সব র‍্যাঞ্চের মতোই পাথরের দেয়াল ওটারও। বিদ্যুতের আলোয় চমকাচ্ছে ভেজা পাথর।

বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলো জিম। নির্জন। অ্যাপাচিদের ভয়ে পালিয়েছে অধিবাসীরা। দেখেই বোঝা যায় খালি পড়ে আছে অনেকদিন।

ঘরের কোণে ফায়ারপ্লেস, পাশে শুকনো লাকড়ির স্তূপ। খুব তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে বাড়ির লোকেরা।

স্লিকার খুলে রেখে আগুন জ্বাললো জিম। সিগারেট ধরিয়ে বসলো আগুনের পাশে। বাইরে তুমুল বর্ষণ, সেই সংগে ঝড়।

সি কোম্পানির কথা ভাবলো সে। ঝড়বৃষ্টির মাঝে উন্মুক্ত আকাশের তলায় পড়ে আছে এককালের গর্বিত মানুষগুলো। এখন আর কোনো দাম নেই তাদের। মনে পড়লো বুড়ো হাম্বলডন আর তার মিসেসের কথা। ওয়াশিংটনে প্রেম করে বিয়ে করেছিলো, বহুবার সে-গল্প বলেছে বুড়ো। বৃদ্ধাও খুব ভালো।

অতিথি আপ্যায়নে তার জুড়ি মেলা ভার। হাসিখুশি মহিলা, এই বয়েসেও ভালো নাচতে পারে। বৃষ্টির মধ্যে নিঃসংগ পাহাড়ের গোড়ায় আকাশের দিকে চেয়ে পড়েছিলো তার স্বামী, যখন শুনবে, কি করবে? সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো জিম, চিঠিটা সে হাতে হাতে না দিয়ে অফিসে জমা দেবে, তারাই পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।

ভীষণ শব্দে বাজ পড়লো বাইরে। গোঁ গোঁ করে উঠলো মেঝেতে শোয়া টিংকার।

আচ্ছা, মেলোডির র‍্যাঞ্চেও এখন নিশ্চয় বৃষ্টি হচ্ছে। একলা মেয়েমানুষ একটা বাচ্চাকে নিয়ে কিভাবে কাটাচ্ছে? ভয় পাচ্ছে?···

ঘুম ভাঙলো জিমের। আগুনের পাশে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ফায়ারপ্লেসে কাঠ ফুরিয়েছে, নিভে গেছে আগুন। বাইরে ঝড় থেমেছে।

দরজা খুলে বেরোলো সে। বৃষ্টিও নেই বাতাসও নেই, ঠাণ্ডা সূর্যাস্ত। আকাশে মেঘ আছে এখনও, তবে কালিমা হারিয়েছে। ভীষণ তাড়া আছে যেন মেঘের, ছুটে চলেছে পশ্চিমে। বহুদূরে পর্বতের মাথায় কোথাও বাজ পড়ছে, চাপা গর্জন ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।

ছাউনির নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা।

পশ্চিমে রওনা হলো মানুষ, ঘোড়া আর কুকুর মিলে তিনজনের দলটা।

পাঁচ

ঝড়ের পরদিন সকালে বেলা করে কেবিন থেকে বেরোলো মেলোডি। হাতে বালতি নিয়ে পানি আনতে চললো।

ওপরে উঠেছে সূর্য। চওড়া আকাশে পেঁজা তুলোর মতো উড়ছে শাদা মেঘ। নিরব প্রকৃতি, শান্ত।

একটা বালতি ভরে রেখে আরেকটা ভরতে নামলো। বালতিটা ভরে ফিরতেই দেখলো ঘোড়ায় বসে আছে লোকটা, ইনডিয়ান।

গাছের আড়াল থেকে বেরোলো আরেকজন, তারপর আরেকজন। যাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায় যেন একে একে উদয় হলো বারোজন অ্যাপাচি।

ইনডিয়ানরা কখনও বিরক্ত করবে ভাবেনি মেলোডি। দূর দিয়ে প্রায়ই ওদের যেতে দেখেছে, এতো কাছে থেকে এই প্রথম দেখলো।

বিরাট চওড়া কাঁধ আর পাটার মতো বুকের জন্যে উচ্চতার চেয়ে কিছুটা খাটো দেখায় ওদের। পাথর কুঁদে তৈরি যেন

চেহারা, কঠিন, নিষ্ঠুর। গঠন দেখেই বোঝা যায় গায়ে বাইসনের জোর। বাদামী চামড়ায় ধুলো লেগে আছে। কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়া লম্বা কালো চুল রঙিন ফিতে দিয়ে কপালের কাছে বাঁধা।

বেশ চমৎকার একটা ঘোড়ায় বসে আছে একজন, প্রথমেই চোখে পড়ে তাকে। সে-ই যে সর্দার একথা মেলোডিকে বলে দিতে হলো না।

সর্দারের কানে কানে কি যেন বললো তার পাশে বসা লম্বা আরেকজন, চেহারাতেই বোঝা যায় লোক ভালো না। তার ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মানুষের অনেকগুলো মুণ্ড, সদ্য কাটা হয়েছে।

বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে যেন মেলোডি। মনের সমস্ত জোর এক করে খাড়া রইলো পায়ের ওপর। চেহারা ফ্যাকাশে। বৃদ্ধ নেতার দিকে চেয়ে কোনোমতে বললো, 'মোহাকু?'

'হ্যাঁ, আমি মোহাকু।'

'পানি দরকার?'

মোহাকুর গভীর কালো চোখের তারায় কোনো ভাবান্তর নেই। মেহগনি-কঠিন মুখের একটা পেশীও কাঁপলো না। 'তোমাকে হুঁশিয়ার করতে এসেছি। চলে যাও এদেশ থেকে, নাহলে মরবে।'

'আমি যেতে পারবো না। আমার স্বামী বাইরে। তাছাড়া এটাই আমার বাড়ি।'

মেলোডির দিকে তাকিয়ে রয়েছে মোহাকু। তার সংগীরা চুপ-

চাপা। জোরালো বাতাস বইলো এক ঝলক, ধুলো ওড়ালো, মর্মর তুললো কটনউডের পাতায়।

'এটা অ্যাপাচিদের ঝর্না,' অবশেষে বললো সর্দার।

'অ্যাপাচিরা থাকে পর্বতের ওদিকে। এই ঝর্না তাদের দরকার নেই। আমাদের বেশি দরকার।'

'কিন্তু অ্যাপাচিরা যখন এপথে যাবে পানি খাবে কোথায়? মরভূমি পেরিয়ে এসে গলা শুকিয়ে যায় তাদের। তুমি তো বাধা দেবে।'

'এদিকে এটাই একমাত্র ঝর্না নয়, সর্দার নিশ্চয় জানে। আর মহান মোহাকুর লোকেরা যদি এখানেই পানি খেতে আসে, আমাদের কোনো ক্ষতি না করে, কেন বাধা দেবো? কখনও দিয়েছি?'

কপালের ভাঁজ গভীরতর হলো মোহাকুর, অধৈর্য হওয়ার লক্ষণ। আতংকিত মেলোডি বুঝলো, কথা শেষ।

'অ্যাপাচিরা কসম খেয়েছে তাদের এলাকায় কোনো শ্বেতাঙ্গ রাখবে না।' লম্বা লোকটার দিকে ফিরলো মোহাকু। 'অ্যাকোয়া!' ইনডিয়ান ভাষায় নির্দেশ দিলো।

হাসি ফুটলো অ্যাকোয়ার মুখে। লাফ দিয়ে নামলো ঘোড়া থেকে। সর্দারের ঘোড়ার গলা ছুঁয়ে কি যেন বললো। বোধহয় ঘোড়ার কেশরের সংগে তুলনা করছে মেলোডির চুলের, মুণ্ডটা ওখানেই ঝোলাতে চায়। ইয়া বড় এক ছুরি বের করে এগোলো।

চেঁচালো না মেলোডি। কিছুই করলো না। ভয় পেয়েছে এটা বুঝতে দিলো না। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির।

এই সময় কেবিন থেকে বেরোলো ড্যানিয়েল। হাতে কোল্ট। দুই হাতে উঁচু করে ধরলো অ্যাকোয়ার বুক বরাবর।

থেমে গেল অ্যাকোয়া। হেসে উঠলো অন্যেরা। ছোট্ট ছেলেটার হাতে বেমানান বিশাল পিস্তল দেখে অ্যাকোয়ার মুখেও হাসি ফুটলো।

ঘুরে দৌড় দিতে গেল মেলোডি, রাইফেল আনার জন্যে। ধরে ফেললো তাকে একজন। ঠিক ওই মুহূর্তে গর্জে উঠলো পিস্তল।

অ্যাকোয়ার মাথার পাশ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেট, ঠিকমতো লাগলে চৌচির হয়ে যেতো খুলি, সামান্য ছোঁয়ার চোটই সামলাতে পারলো না, মাটিতে পড়ে গেল সে। ডনের হাতে ভীষণভাবে লাফিয়ে উঠলো পিস্তল, ঝাঁকুনিতে উল্টে পড়লো সেও।

ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটিয়ে ডনের কাছে দৌড়ে গেল মেলোডি।

বেহুঁশ হয়ে গেছে অ্যাকোয়া।

ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে মোহাক্, তার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ডনের দিকে তাকিয়ে মেলোডিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার ছেলে? সাংঘাতিক সাহস। তোমার স্বামী যে নেই ভালোই হয়েছে আমাদের জন্যে। নইলে অমন আরও একদল যোদ্ধা ছেলের জন্ম দিত। অ্যাপাচিদের সংগে লড়তো তারা।'

'অ্যাপাচিদের সংগে লড়ার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার,' গম্ভীর হয়ে বললো মেলোডি। 'অ্যাপাচিরা তাদের মতো থাকুক,

আমাকেও আমার মতো শান্তিতে থাকতে দিক। নাকি,' চিবুক উঁচু করলো সে, 'মহান যোদ্ধা মোহাকু মেয়েমানুষের সংগে লড়াইয়ের কথা ভাবছে?'

ঘোড়া থেকে নামলো মোহাকু, ছুরি খুললো।

ছেলেকে জড়িয়ে ধরে রাখলো মেলোডি। আড়চোখে তাকালো পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে। নাহ্, তোলার চেষ্টা করে লাভ নেই। গুলি করার সুযোগ পাবে না।

মাটিতে নামায় আরও বড় দেখাচ্ছে এখন মোহাকুকে। তার হাঁটা-চলা কথাবার্তা সব কিছুতেই একটা রাজকীয় ভাব, অ্যাপাচিদের যোগ্য নেতা।

নিঃশব্দে এগিয়ে এলো মোহাকু। পেছনে ইনডিয়ানরা নিরব।

ঝুঁকে ডনের একটা হাত তুলে নিয়ে তার বুড়ো আঙুলের মাথায় পোঁচ মারলো মোহাকু। নিজের আঙুলও কাটলো একইভাবে। ডনের কাটা জায়গায় চেপে ধরলো নিজের হাত। রক্তে রক্ত মেশালো।

'এখন থেকে ও আমার ছেলে,' ভারি কণ্ঠস্বর আরও ভারি করে তুললো মোহাকু। 'আমি ওর নাম দিলাম ক্ষুদে যোদ্ধা।' মেলোডির দিকে তাকালো সর্দার। 'এখন থেকে আমার হয়ে তুমি ওকে দেখবে। আর কোনো ভয় নেই তোমার, থাকো এখানে।'

হুঁশ ফিরলো অ্যাকোয়ার। তাড়াতাড়ি উঠে চারপাশে তাকালো। আপনাআপনি হাত চলে গেছে ক্ষতে, চটচটে রক্ত। হাত নিয়ে এলো চোখের সামনে। রক্ত! রাগে ছুরি হাতে লাফিয়ে

উঠলো সে, বিচ্ছু ছেলেটাকে খুন করবে।

চাবুকের মতো শপাং করে উঠলো যেন মোহাকুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, 'অ্যাকোয়া!'

সর্দারের দিকে ফিরে চেয়ে অবাক হলো অ্যাকোয়া। ইংগিত বুঝলো। সামান্য দ্বিধা করে ফিরে গেল নিজের ঘোড়ার কাছে।

যাওয়ার জন্যে ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে গেল মোহাকু, থেমে গেল মেলোডির কথায়, 'মহান মোহাকুর ছেলে আজ থেকে আমার ছেলের বন্ধু।'

মোহাকুর কঠিন চেহারা আরও কঠিন হয়ে গেল। 'আমার ছেলে মারা গেছে শাদা মানুষের জেলখানায়!'

রওনা হয়ে গেল সর্দার।

পেছনে একে একে ঘোড়ার মুখ ঘোরালো অন্য ইনডিয়ানরা, অ্যাকোয়া বাদে। তাকালো মেলোডির দিকে। চোখে তীব্র ঘৃণা।

মেলোডি বুঝলো, অ্যাকোয়া এখন থেকে তাদের এক নম্বর শত্রু। সুযোগ পেলেই ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

চলে গেল অ্যাপাচিরা।

পিস্তলটা তুলে নিলো মেলোডি। জিম স্যাণ্ডারস উপস্থিত নেই, কিন্তু পরোক্ষে আজ সে-ই তাদের বাঁচিয়ে দিলো। তার কথামতোই পিস্তলে গুলি ভরে রেখেছিলো মেলোডি।

ছয়

গ্রামের পর থেকে শুরু হয়েছে সামরিক এলাকা, সারি সারি তাঁবু পড়েছে। দুই পাশে গড়ে উঠেছে শুঁড়িখানা, খাবারের দোকান, কোয়ার্টারমাস্টারের গুদাম, বেকারী, কামারশালা, আস্তাবল। রোদে-পোড়া ইটের তৈরি একটা বিল্ডিং তৈরি হয়েছে চত্বরের এক ধারে। ওটাই অস্থায়ী মিলিটারি হেডকোয়ার্টার।

শুঁড়িখানার আশেপাশে দাঁড়িয়ে-বসে আছে কিছু-লোক, অথবা ঘুরঘুর করছে, বেশির ভাগই সীমান্তের ওদিক থেকে আসা ভবঘুরে। দু'চার জন স্কাউটও আছে তাদের সাথে। কয়েকজন স্কাউট বসে আছে বাড়িটার সিঁড়িতে। সবাই চুপ। চোখ পাহাড়ের ঢালের দিকে, নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারকে দেখছে। ভাবছে, কে লোকটা? কোথা থেকে আসছে? একা একা ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় তো এটা নয়। আর যেদিক থেকে আসছে সেদিকে-রয়েছে ঘোরতর বিপদ। সব চেয়ে দুঃসাহসী লোকটিও এখন একা ওদিকে যেতে সাহস করে না।

হেডকোয়ার্টারের দরজায় দেখা দিলো বিশালদেহী এক লোক, একজন স্কাউট। আসল নাম একটা আছে বটে, কিন্তু তার আকার-আয়তন আর স্বভাবচরিত্রের কারণে খেতাব একটা পেয়ে গেছে, 'গ্রিজলি।'

হেডকোয়ার্টারের সামনে ঘোড়া থেকে নামলো জিম, হিচ্ রেইলে বাঁধলো ঘোড়াটাকে। খানিক দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিষাক্ত চোখে স্কাউটদের দিকে তাকালো টিংকার। যতোখানি পথ হেঁটে এসেছে, অন্য কুকুর হলে জিভ বেরিয়ে যেতো এতোক্ষণে, কিন্তু ও তেমন হাঁপাচ্ছেও না।

'এসেছো,' ভালুকের মতোই গোঁ গোঁ করে উঠলো গ্রিজলি। 'এসো। এক জগ রেডআই পাওনা হয়েছে তোমার।···ওটা তোমার নাকি? কুত্তা তো না হে, পুমা।

সামান্য মাথা নোয়ালো শুধু জিম।

'আমরা তো ভাবছিলাম, গেছো তুমি। তোমার মুণ্ডু ঝুলছে এখন কোনো অ্যাপাচির ঘোড়ার গলায়। বাজি পর্যন্ত ধরে ফেলেছি কয়েকজনের সংগে। ডুবিয়েছো তুমি আমাকে, জিম।'

'আরেকটু হলেই জিতে গিয়েছিলে। আমার ঘোড়ার ওপর দিয়ে গেছে।'

'দেখি,' হাত বাড়ালো গ্রিজলি। 'ওয়র ব্যাগটা দাও।'

ব্যাগ নিয়ে ঢুকে গেল গ্রিজলি। ঘোড়ার পিঠে আদর করে চাপড় দিয়ে জিমও ঢুকে পড়লো।

ডেস্কের ওপাশে বসে আছে একজন সার্জেন্ট। তার কাছাকাছি দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছে একজন সৈনিক, আর একজন স্কাউট।

ডেস্কের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, সুদর্শন এক লোক। উত্তেজিত, অধৈর্য চাহনি। কোমরে পিস্তল, বাঁট দেখেই বোঝা যায় অনেক ব্যবহার হয়েছে।

'আমি মেজরকে চাই,' রুক্ষ কণ্ঠ লোকটার। 'আর কারও সংগেই কথা বলবো না।'

'মেজর ঘুমাচ্ছেন,' অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত রাখলো সার্জেন্ট, 'কতোবার বলবো? তিনি এখন দেখা করতে পারবেন না।'

'ঘুম থেকে ডেকে তুলুন।'

'তিন দিন পর ঘুমানোর সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কিছুতেই ডাকতে পারবো না এখন। তাছাড়া উত্তর থেকে এখনও তেমন কোনো খারাপ খবর আসেনি যে জরুরী ব্যবস্থা নেবো।'

কঠোর দৃষ্টিতে সার্জেন্টের দিকে তাকালো লম্বা লোকটা। 'আপনি কি কচুটা জানেন? মোহাকুর ভয়ে ক্যাভালরি অস্থির ওদিকে। আমার মনে হয় ইউ এস ক্যাভালরি…'

সার্জেন্টের পেছনে ঘরের দরজা খুলে দেখা দিলেন মেজর জন ফুলার। তিনিও লম্বা, ইস্পাত-কঠিন দেহ, মুখে ক্লান্তির ছাপ। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে ম্রিয়মান হয়ে গেল লম্বা লোকটা, থেমে গেল বড় বড় কথা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন,' শুকনো শোনালো মেজরের কণ্ঠ, 'থামলেন কেন? ইউ এস ক্যাভালরি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা বলে ফেলুন।'

'আমি লুক টেইট,' মিনমিন করে বললো লোকটা। 'সিভিলিয়ানদের সাহায্য করা ক্যাভালরির কর্তব্য, দায়িত্ব। উত্তরে

আমার একটা খামার আছে, গরু···

'সি কোম্পানি গিয়েছে ওদিকে। সিভিলিয়ানদের সাহায্য করতে গেছে। হপ্তাখানেক আগেই ফেরার কথা ছিলো, কোনো কারণে দেরি হচ্ছে। চলে আসবে।'

টেইটের পেছনে এসে দাঁড়ালো জিম। টিংকারও ঘরে ঢুকলো। ভেতরে অনেক মানুষ দেখে দরজার কাছেই রইলো, শুয়ে পড়লো দরজা জুড়ে।

দেয়ালে ঝোলানো কয়েকটা জিনের পাশে নিজেরটাও ঝুলিয়ে রাখলো জিম। ঘাড় ফিরিয়ে বললো, 'কোম্পানি সি আর কোনোদিনই ফিরবে না।'

রক্ত সরে গেল মেজরের মুখ থেকে। সি কোম্পানি ছিলো তাঁর সব চেয়ে বিশ্বস্ত শক্তিশালী বাহিনী। ইস্, মস্ত বোকামি হয়ে গেছে! মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো তাঁর। ওদের পাঠানো মোটেই উচিত হয়নি।

টেইটের ওপর আবার চোখ পড়তেই বিরক্তি ফুটলো মেজরের চোখে। 'আপনি এখন যান। আমার জরুরী কাজ আছে।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল টেইট।

সার্জেন্টের দিকে ফিরলেন মেজর। 'সার্জেন্ট!'

ওই একটি শব্দেই যা বোঝার বুঝে নিলো সার্জেন্ট। আর কোনো দ্বিধা নেই তার। মেজরের আদেশ পাওয়া গেছে, সিভিলিয়ানের সংগে দুর্ব্যবহার করতে পারে এখন। চেপে রাখা ক্ষোভ যেন ছিটকে বেরোলো আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার মতো, 'যাও, বেরোও! আর আসবে না কক্ষনো।'

চোখ গরম করে সার্জেন্টের দিকে তাকালো টেইট। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার সাহস করলো না আর। অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। দরজায় কুকুরটাকে শুয়ে থাকতে দেখে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো ওটার ওপর। গটমট করে গিয়ে লাথি তুললো, 'সর্, কুত্তার বাচ্চা কুত্তা!'

পা সরিয়ে নিতে হলো সংগে সংগেই।

দাঁড়িয়ে গেছে টিংকার। চোখ ছোট ছোট। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ভয়ানক ভংগিতে।

আরিব্বাপ! কুত্তা তো না, সিংহ! পিছিয়ে এলো টেইট। হাত চলে গেল পিস্তলের খাপের ওপর।

পেছনে রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দে ফিরে চাইলো।

তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে জিমের রাইফেল।

'তোমার কুত্তা?' খাপ থেকে হাত সরিয়ে আনতে আনতে বললো টেইট। 'সরাও।'

'পাশে অনেক জায়গা আছে। ঘুরে যাও,' শান্তকণ্ঠে বললো জিম।

'না, আমি সোজাই যাবো। একটা নেড়ি কুত্তার ভয়ে সরবো মনে করেছো?'

'এইতো পুরুষ মানুষের মতো কথা। তা যাও না। আমাকে সরাতে বলছো কেন?'

একটা মাছি ভনভন করছে ঘরের মধ্যে। বাইরে কঠিন মাটিতে নাল ঠুকলো একটা ঘোড়া।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে টেইট। জিমকে দেখছে। লোকটা তার

অপরিচিত। কিন্তু কথাবার্তা, ঠাণ্ডা মেজাজ, রাইফেল ধরার ভংগি দেখে হুঁশিয়ার হয়ে গেল সে। ট্রিগার টিপতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ওই লোক।

আড়চোখে সার্জেন্টের দিকে তাকালো টেইট।

অপেক্ষা করছে সার্জেন্ট। টেইট বোকামি করুক এটাই চাইছে।

তাকে খুশি হওয়ার সুযোগ দিলো না টেইট। ভনভন করেই চলেছে মাছিটা। বাইরে খকখক করে উঠলো এক পাঁড় মাতাল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। সুযোগ অনেক আসবে, পরে, এই মুহূর্তে বোকামি করা উচিত হবে না।

কুকুরটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল টেইট।

'ভেবেছিলাম, দুনিয়া থেকে একটা হারামী লোক কমবে,' হতাশা ঢাকার চেষ্টা করলো না সার্জেন্ট। 'কিন্তু রাজি হলো না ব্যাটা।'

দরজার কাছে গিয়ে পা দিয়ে ঠেলে টিংকারকে সরালো জিম। 'দরজা আটকাবি না।'

'কোথায় দেখেছো ওদের?' জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

'এখান থেকে আধ-দিনের পথ উত্তরে,' ফিরে বললো জিম। 'টুইন বুটস্-এ।'

'একজনও বেঁচে নেই?'

'একজনও না।' হ্যাটটা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বানানোর সরঞ্জাম বের করলো জিম।

'খুলে বলো তো।'

সিগারেট টানতে টানতে খুলে বললো জিম।

তার কথা শেষ হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ দিনপতন নিরবতা বিরাজ করলো ঘরে। সবাই চুপ। বিষণ্ন।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে দরজার দিকে তাকালো একবার জিম, দ্বিধা করলো, তারপর ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'মেজর, উত্তর থেকে কোনো সেটেলারকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে? এই দু'চার দিনের মধ্যে?'

'অল্প কয়েকজন।'

'সুন্দরী একজন অল্পবয়েসী মহিলা? সংগে একটা ছেলে?'

'না, সবাই মাঝবয়েসী, কিংবা বুড়ো।'

বেরিয়ে এলো জিম। বাইরে শান্ত, ঠাণ্ডা বিকেল। ভাবছে সে, উদ্ধারকারীরা তাহলে পায়নি মেলোডি আর ডনকে। কিংবা পেলেও আনতে পারেনি, আসতে রাজি হয়নি হয়তো মেলোডি।

পরদিন সকালে টুইন বুটস্-এ রওনা হলো এফ কোম্পানি। লাশ-গুলোর সৎকার করতে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওদের যেতে দেখলো জিম।

পাহাড়ের ওপাশে দলটা হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে। তারপর এসে ঢুকলো হেডকোয়ার্টারে। ডেস্কে বসে রয়েছে সেই সার্জেন্ট। পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা টুলে বসে আছে গ্রিজলি। জিমকে দেখে হাসলো। 'কাল খুব মিস করেছি, জিম।'

চোখ নাচালো শুধু জিম, অর্থাৎ, কি?

'টেইটকে নাকি খুব শিক্ষা দিয়েছো। ভালো করেছো। আস্ত

হারামী। ডিক বেশি ভদ্র বলে ছেড়ে দিয়েছে,' সার্জেন্টকে দেখালো সে। 'আমি হলে তো ঘাড় মটকে দিতাম। যা-ই হোক, তুমি সাবধানে থেকো, জিম। টেইট হারামজাদা সহজে ভুলবে না।'

'থাকবো,' কথা দিলো জিম। সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করলো 'মেজর কোথায়?'

'অফিসে। কথা বলবে?'

মাথা নোয়ালো জিম।

'যাও,' দরজা দেখিয়ে দিলো সার্জেন্ট। 'আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি দেখে আসি। এক মিনিট।'

মেজরের অফিস থেকে আধ মিনিট পরই বেরিয়ে এলো সে। 'যাও।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে জানালার বাইরের রোদতপ্ত প্যারেড-গ্রাউণ্ডের দিকে তাকিয়েছিলেন মেজর। সুদর্শন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চুয়াল্লিশ বছর বয়েস, জন্মই হয়েছে যেন সৈনিক হওয়ার জন্যে। এই অঞ্চল তাঁর পরিচিত, এখানকার অধিবাসীরা পরিচিত। জিমের সাড়া পেয়ে মুখ ফেরালেন। 'কিছু বলবে?'

'আবার ওদিকে যেতে চাই, স্যার,' মাথা নেড়ে পাহাড়ের দিকটা নির্দেশ করলো জিম। 'ব্যক্তিগত কাজ।'

সোজা হয়ে বসে টেবিলে রাখা একগাদা কাগজ টেনে নিলেন মেজর। 'সরি, জিম। তোমার এখানে থাকা দরকার। জেনারেল বলেছেন, স্কাউটদের হাতছাড়া না করতে।' চুপচাপ কয়েকটা কাগজ দেখলেন, অক্ষরগুলোত মন যে নেই, বোঝাই যায়। মুখ

তুললেন, 'ব্যক্তিগত ?'

'হ্যাঁ, স্যার, এক মহিলা আর তার বাচ্চাটা একা রয়েছে। ইনডিয়ানদের এলাকা। কি হয় না হয়। যারা আনতে গিয়েছিলো, তাদের সংগে আসেনি বটে, কিন্তু আমার সংগে আসবে।'

পাইপটা টেনে নিয়ে ঠুকে ঠুকে অ্যাশট্রেতে পোড়া তামাক ফেলতে লাগলেন মেজর। 'অ্যাপাচিদের সংগে অনেক বছর থেকেছো, না ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বসো,' চেয়ার দেখালেন মেজর। পাইপ ধরালেন। 'জেনারেলের কড়া নির্দেশ, খুব জরুরী কাজ না হলে যেন স্কাউটদেরকে হাতছাড়া না করি। তবে মোহাকুর খোঁজখবর আনতে গেছে, একথা তাঁকে বোঝানো গেলে হয়তো কিছু বলবেন না।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো জিম।

'আমার মনে হয় অন্য কেউ যেতে চাইবে না।' বললেন মেজর। 'আর যদি কেউ চায়, সে হয় পাগল, নয় বোকা।'

উঠে দাঁড়ালো জিম। 'আর কিছু বলার আছে, স্যার ?'

'আছে,' দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরালেন মেজর। 'খুব হুঁশিয়ার থাকবে। যাও।'

সাত

ঘর ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ খেয়াল করলো মেলোডি, অনেকক্ষণ থেকেই ডনের কোনো সাড়া নেই। বাইরেই তো খেলছিলো। ঝাড়ু হাতে দরজায় বেরিয়ে এলো সে। চত্বরে নেই, ছাউনিতে নেই, কোরালের ধারেকাছে নেই। ধড়াস করে উঠলো বুকের ভেতর। লাফিয়ে উঠনে নামলো সে, চেঁচিয়ে ডাকলো, 'ডন! ডঅন!'

জবাব নেই।

কপালে হাত রেখে রোদ বাঁচিয়ে পাহাড়ে চোখ বোলালো মেলোডি। নেই। ডনকে ওদিকে যেতে নিষেধ করেছে সে। তার কথার অবাধ্য নয় ছেলেটা, যেতে মানা যখন করেছে যাবে না। তাহলে গেল কোথায়?

প্রায় দৌড়ে কেবিনের চারপাশ ঘুরে দেখলো মেলোডি। নেই। আবার ডাকলো, 'ডঅঅন!'

পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো তার ডাক। ঢাক

পিটছে যেন বুকের মধ্যে। কোরালের ওদিকে ছুটে গেল সে, কান্নাজড়িত গলায় ডাকলো, 'ডঅন! ডঅন!'

গাছের আড়াল থেকে বেরোলো দুটো ঘোড়া। একটাতে বসে আছে মোহাকু, আরেকটায় ডন।

ঝর্নার ঠাণ্ডা পানির মতো মেলোডির গায়ে পরশ বোলালো যেন স্বস্তি। বৃদ্ধ ইনডিয়ানের দিকে চেয়ে তোতলাতে শুরু করলো, 'আ-আমি···কই, কো-কোনো আওয়াজ···'

'আওয়াজ করে না অ্যাপাচিরা,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো মোহাকু।

ঘোড়া থেকে নামলো সর্দার। আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে রাখলো ডনকে। কাঁধে হাত রাখলো, পিতার স্নেহ-ছোঁয়া রয়েছে তাতে।

'মা, সর্দার বলে আমি নাকি বড় যোদ্ধা হবো?'

মাথা নেড়ে সায় দিলো মোহাকু। 'হ্যাঁ, খুব বড় যোদ্ধা হবে। ঘোড়ায় চড়ার ধরনেই বুঝেছি।'

'মা, দেখো, আমার হেডব্যাণ্ড। সুন্দর, না?' গর্বিত ভংগিতে কপালের বন্ধনীটা দেখালো ডন। তাতে চমৎকার একটা উপল পাথর বসান।

ঝুঁকে হাত বুলিয়ে পাথরটা দেখলো মেলোডি। 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।'

'অ্যাপাচি বীরের প্রতীক এটা।' ডনের দিকে ফিরলো মোহাকু, 'তুমি ঘরে যাও। তোমার মায়ের সংগে কথা বলবো।'

বাধ্য ছেলের মতো ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল ডন। সেদিকে চেয়ে আছে মেলোডি, মনে ভাবনার ঝড়। নিশ্চয় জরুরী কিছু

বলবে মোহাকু। সাবধানে জবাব দিতে হবে তার কথার, একটু এদিক ওদিক করা চলবে না। গত কয় দিন ধরে অনেক ইন-ডিয়ানকে যেতে দেখেছে সে, সব ক'জনের ঘোড়ার গলায় ঝুলতে দেখেছে শ্বেতাঙ্গ মানুষের সদ্য কাটা মুণ্ড। সে আর ডন বেঁচে রয়েছে এখনও শুধু মোহাকুর কৃপায়। তাকে মনঃক্ষুণ্ণ করা চলবে না।

'ক্ষুদে যোদ্ধার একজন বাবা দরকার, যে তাকে শেখাতে পারবে।'

'যে কোনো দিন এসে পড়বে আমার স্বামী।'

এক মুহূর্ত চুপ রইলো মোহাকু। মাথা নাড়লো। 'আমার মনে হয় না। ও মারা গেছে, নইলে এতোদিনে এসে পড়তো।'

দ্বিধা করলো মেলোডি। 'আমাদের সমাজের নিয়ম, মেয়ে-মানুষ তার স্বামী পছন্দ করবে। একজন যদি মারা যায় আরেক-জনকে বেছে নেয়ার সুযোগ আছে।'

'অনেক সাহসী যোদ্ধা আমার সংগে চলে।'

'মোহাকুর সংগে যখন চলে, নিশ্চয় খুব ভালো লোক তারা। কিন্তু অ্যাপাচি মহিলার স্বামী হয় অ্যাপাচি বীর, আর শ্বেতাঙ্গ মহিলার স্বামী শ্বেতাঙ্গই হওয়া উচিত।'

যুক্তি বোঝে সর্দার। 'ক্ষুদে যোদ্ধা এখন মোহাকুর ছেলে। তার শিক্ষা অ্যাপাচি বীরের মতোই হওয়া উচিত।'

গভীর কালো বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোর দিকে তাকালো মেলোডি। 'নিশ্চয়ই। মোহাকুর মতোই যোদ্ধা হোক আমার ছেলে, তার মতো জ্ঞানী, মহান, দয়ালু। মোহাকু নিশ্চয় জানে,

আমার ছেলে এখানেই জন্মেছে, অ্যাপাচিদের জন্মভূমিতে। তাদের মতোই এই দেশকে চিনবে-জানবে সে, তাদের মতোই ভালোবাসবে এখানকার মাটিকে। মহান মোহাকুর আশীর্বাদ সে পেয়েছে, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি পাবে সে?' অ্যাপাচি সর্দারকে গলানোর জন্যে বলেনি মেলোডি, অন্তর থেকেই বলেছে, সত্য কথা।

ভাবান্তর নেই মোহাকুর চেহারায়। দীর্ঘ নিরব একটা মুহূর্ত চেয়ে রইলো মেলোডির চোখে চোখে। 'ভেবে দেখবো তোমার কথা,' বলে আর দাঁড়ালো না।

মোহাকু চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো মেলোডি, গায়ে যে কড়া রোদ লাগছে টেরই পাচ্ছে না যেন, কাজ পড়ে আছে—তা-ও ভুলে গেছে।

মহা সমস্যা। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে সে আর তার ছেলে। তার হিসেবে, কথায় সামান্যতম ভুল হলেই মরতে হবে। এই অঞ্চলকে সে ভালোবাসে, তার ছেলে অ্যাপাচিদের গুণ পা'ক, তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে পুরোদস্তুর অ্যাপাচি হয়ে যাবে, তা ও মেনে নিতে পারবে না।

কতোদিন সময় দেবে মোহাকু? খুব বেশি দিন নয়, জানে মেলোডি। যদি আর্মী ইতিমধ্যে না আসে, উদ্ধার করে না নিয়ে যায়, তাহলে মোহাকুর বীরদের মধ্যে থেকেই স্বামী হিসেবে কাউকে বেছে নিতে বাধ্য করা হবে তাকে।

আরেকটা উপায় আছে। শিগগিরই কোনো শ্বেতাঙ্গকে স্বামী

হিসেবে বরণ করে নেয়া। এবং সেই লোককে জানতে হবে অ্যাপাচিদের নিয়ম-কানুন। ক্ষুদে যোদ্ধাকে অ্যাপাচি বীরের অনুকরণে গড়ে তুলতে হবে। তেমন লোক কই?

নামটা মনে আসতেই লজ্জা পেলো মেলোডি। লাল হলো গাল। ঠোঁট কামড়ে ধরে ঘুরলো, টের পেলো রোদ। কখন জানি হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলো ঝাড়ুটা, তুলে নিয়ে আবার কাজ করতে চললো।

ভাবনা তাকে ছাড়লো না। নিজেকে ধমক দিলো, সে একজন বিবাহিতা মহিলা, পরপুরুষের কথা ভাবতে লজ্জা হওয়া উচিত। জিম স্যাণ্ডারস তার কে? তার স্বামী আছে···সত্যি আছে কি? স্বামীই যদি হবে, কোথায় এখন সে? স্বামীর কোন কর্তব্যটা পালন করছে?

স্বামী বলতে যা বোঝায়, লুক সেটা কোনোদিনই ছিলো না মেলোডির কাছে। দু'জনে কিছুদিন একসংগে বসবাস করেছে, একটা ছেলে হয়েছে, ব্যস, ওই পর্যন্তই। মেলোডির মনে কোনো-রকম ছাপ ফেলতে পারেনি লুক, সে-চেষ্টাও সে করেনি।

সারাটা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলো মেলোডি, আর ভাবলো। সন্ধ্যায় হাত-মুখ ধুয়ে বসলো সিঁড়িতে।

পাহাড়টাকে যেন বড় বেশি নিঃসংগ মনে হলো আজ রাতে। চাঁদের দিকে মুখ তুলে ডাকলো একটা কয়োট। ক্ষণিকের জন্যে রাতের নিরবতা খানখান করলো একটা কোয়েলের কর্কশ চিৎকার।

আর কতো সময় আছে? ঘুরেফিরে সেই একই ভাবনা এলো

আবার মেলোডির মনে। কতোদিন সময় দেবে তাকে মোহাকু ?

ডন এসে বসলো সিঁড়িতে, মায়ের পাশে। 'মা, লোকটা কি আমার হেডব্যাণ্ড পছন্দ করবে ?'

'নিশ্চই করবে।' সাবধানে, প্রতিটি শব্দ বেছে ছেলেকে বোঝালো, 'ডন, তুমি শ্বেতাঙ্গ। হয়তো কিছুদিন ইনডিয়ানদের সংগে তোমাকে থাকতে হবে, ওদের আচার-আচরণ শিখতে হবে, কিন্তু তাই বলে তোমাকে অ্যাপাচি হওয়া চলবে না। জিম স্যাণ্ডারস তো অনেকদিন থেকেছে ইনডিয়ানদের সংগে, তাই বলে কি সে ইনডিয়ান হয়ে গেছে ? হয়নি।'

গুড়ি মেরে এলো অন্ধকার, ঘিরে ধরলো আস্তাবলকে। বাতাসে সেজ ঝাড়ের সুবাস। অস্থির হয়ে পা ঠুকলো ঘোড়াগুলো। পুবে পর্বতের মাথায় বিশাল এক তারা ঝলমল করছে।

সে-কি আসবে ? সময়মতো ?

'মা,' মায়ের হাত টেনে নিলো ডন, 'যোদ্ধা হতে হলে কি কি শিখতে হয় ?'

'বুনো জানোয়ারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে জানতে হয়, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, মরুভূমিতে খাবার খুঁজে বের করা··· এবং আরও অনেক কিছু।'

'আমি পারবো, মা ? ওই লোকটার মতো ঘোড়ায় চড়তে ?'

'হ্যাঁ, কেন পারবে না ? নিশ্চই পারবে,' দ্বিধা করলো মেলোডি। 'যদি তোমাকে শেখায়। ও খুব ভালো মানুষ, ডন।'

'হ্যাঁ, মা। আমারও খুব ভালো লেগেছে,' শান্ত তারার দিকে চেয়ে বললো ডন। 'ওর কুকুরটাও আমার খুব পছন্দ।'

'কিন্তু ওটা তো তোমাকে কামড়াতে চেয়েছিলো।'

'চেনে না তো, তাই। বুঝতে পারেনি আমি ওর বন্ধু। অচেনা লোককে কেন গায়ে হাত দিতে দেবে? যদি মেরে বসে?'

মৃদু শব্দ হলো। কে? কান খাড়া করলো মেলোডি।

ঘোড়ার খুরের শব্দ, অনেকগুলো।

দেখা গেল ওদের। জনা বারো লোক হবে। কেবিনের আলো থেকে দূরে ঝর্নার ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো। একটা ঘোড়ার চোখে ঝিক করে প্রতিফলিত হলো আলো।

সারি থেকে বেরিয়ে এলো একজন ঘোড়সওয়ার।

অ্যাকোয়াকে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে গেল মেলোডি।

কাছে এসে কড়া চোখে তাকালো অ্যাকোয়া। কোমরের বেল্টে ঝোলানো একটা সদ্য কাটা মানুষের মাথা দেখালো। লাল চুল।

সারি থেকে বেরিয়ে এসে অ্যাকোয়ার পাশে দাঁড়ালো আরেকজন। বললো কিছু। শুধু 'মোহাকু' নামটা বুঝতে পারলো মেলোডি।

দ্বিধা করলো অ্যাকোয়া। ঘোড়ার মুখ ঘোরালো, আবার ফিরলো, তারপর আবার ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল দলের কাছে।

ডনের হাত শক্ত করে ধরে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে মেলোডি। চলে যাচ্ছে ইনডিয়ানরা।

ওরা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো মেলোডি। তারপর ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। প্রথমেই পিস্তলটা পরীক্ষা করলো। গুলি ভরাই আছে। জানে, একটিমাত্র গুলি খরচ হয়েছে,

তবু নিশ্চিত হয়ে নিলো।

অ্যাকোয়া আবার আসবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এবার একা আসবে। তারপর যা ঘটিয়ে যাবে তার জন্যে দোষ দেবে অন্য কোনো ইনডিয়ানকে।

এই বিপদ থেকে মেলোডিকে বাঁচাতে পারে এখন মাত্র এক-জন লোক, জিম স্যাণ্ডারস। ইস্, সময়মতো যদি এসে পড়তো সে।

আট

আস্তাবলের বাইরে খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে ঘোড়াটা। ঘরের কোণ ঘুরে এগোলো জিম, এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে অন্যান্য জিনিসপত্র। ঘোড়ার পিঠে বাঁধতে শুরু করলো ওগুলো।

পেছনে পদশব্দ শুনে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালো। আঙুল থামছে না, কাজ করে চলেছে। লুক টেইট আসছে, সংগে সার্জেন্ট ডিক।

'দেখেছেন?' মাথা নাচিয়ে বললো টেইট। 'ওটা আমার ঘোড়া। আমার ব্র্যাণ্ড।'

ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে লেখা অক্ষর দুটো পড়লো সার্জেন্ট, আশা করছে, টেইটের কথা ভুল হবে। জিমের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিক বলছে?'

'হ্যাঁ। ওর ঘোড়া।'

'কোথায় পেয়েছো?'

চোখের ইশারায় টেইটকে দেখালো জিম, 'ওর বাড়িতে। সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।'

দ্বিধা করলো ডিক, অস্বস্তি বোধ করছে। এসব গোলমালে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে নেই তার। টেইটকে পছন্দ করে না সে, খুব বাজে লোক। বিপজ্জনক। জিম আরও বেশি বিপজ্জনক। তবে টেইটের মতো খারাপ নয়, মানুষের ভালোবাসা আর বিশ্বাস অর্জন করার মতো অনেক গুণ তার আছে।

জেনারেলের কড়া হুকুম, এখানকার ক্যাম্প ছেড়ে কেউ যেন যেতে না পারে। জোর করে যেতে চাইলে আটকানোর নির্দেশ রয়েছে। সেই আদেশের বলে জিমকে আটকানোর চেষ্টা করতে পারে ডিক। কিন্তু গতকাল অনেকক্ষণ মেজর ফুলারের অফিসে বসেছিলো জিম, কি কথা হয়েছে কে জানে। সার্জেন্ট মেজর ডিককে বলে দিয়েছে, জিম স্যাণ্ডারসের কোনো কাজে বাধা না দিতে।

যেন কথার কথা বলছে, এমনি ভাবে বললো ডিক, 'কিন্তু ওটা তো ইনডিয়ানদের এলাকা। সেখানে কাউকে যেতে দেয়া বারণ।'

সার্জেন্টের দিকে কান বাড়িয়ে দিলো জিম। 'কি বললে? জোরে বলো। কানে কম শুনি আমি।'

ধীরেসুস্থে ঘোড়ায় চড়লো সে। লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করলো আস্তাবল আর প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝের পথ ধরে।

খপ করে সার্জেন্টের হাত চেপে ধরলো টেইট। 'চলে যাচ্ছে তো। আটকান। আমার ঘোড়া…'

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলো ডিক। কঠোর কণ্ঠে বললো,

'দেখো, আর যা খুশি বলো, কিন্তু জিম স্যাণ্ডারস ঘোড়া চোর, একথা আমার সামনে বলবে না কখনো।' দাঁড়ালো না আর সে।

গাল দিলো টেইট। কাকে দিলো, সে-ই জানে। ফিরে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলো না ডিকের। ঝামেলা থেকে যে ভালোয় ভালোয় মুক্তি পেয়েছে, তাতেই সে খুশি। হাঁটতে হাঁটতে দেখলো শুঁড়িখানার দরজায় বেরিয়ে এসেছে আরেকজন বাজে লোক, টেইটের দোসর, 'ব্যাড' মরগান।

নিজের তাঁবুর কাছে এসে ফিরে তাকালো ডিক। মরগান আর টেইট পাশাপাশি হাঁটছে, শুঁড়িখানায় যাচ্ছে।

তাঁবু থেকে বেরোলো সার্জেন্ট মেজর হেনরি। ডিকের মুখ দেখে ভুরু কোঁচকালো। জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে?

সংক্ষেপে জানালো ডিক।

'ভালো করেছো,' মাথা ঝাঁকালো হেনরি। 'ওসব আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে।'

'কিন্তু, ওরা ছাড়বে না। পিছু নেবেই।'

'নিক না, আমাদের কি?' হাসলো সার্জেন্ট মেজর। 'ইনডিয়ানদের হাত থেকে যদিও বা বাঁচে, জিমের হাত থেকে বাঁচবে না।'

শুকনো একটা গিরিখাতের ভেতর থেকে উঠে এলো দু'জন ঘোড়সওয়ার। আগে আগে চলেছে টেইট, ঠিক পেছনেই রয়েছে মরগান—ছিপছিপে গড়ন তার, গায়ের রঙ বাদামী। শেষ বিকেলের ছায়া পাহাড়ের গোড়ায়, সেদিকে চেয়ে বললো সে, 'লুক, এসব ভালো লাগছে না আমার।'

টেইট জবাব দিলো না। যতোখানি আসতে হবে ভেবেছিলো, তার চেয়ে বেশি চলে এসেছে। এখন আর ফেরার কোনো মানে হয় না। যে কাজে এসেছে, শেষ করেই যাবে। চিহ্ন ধরে অনুসরণ করায় সে দক্ষ, কিন্তু মরগান তার ওস্তাদ। দু'জনে মিলে চিহ্ন দেখে দেখে অনুসরণ করে চলেছে জিমকে। অবশ্য চিহ্ন লুকানোর তেমন কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না জিমের মাঝে, হয়তো জানেই না পিছু নেয়া হয়েছে তার।

'ইনডিয়ানদের এলাকায় ঢুকে যাচ্ছে ব্যাটা,' তিক্তকণ্ঠে বললো আবার মরগান। 'আমাদেরও টেনে নিয়ে চলেছে।'

'ভ্যানভ্যান করছো কেন? মেলা টাকা আছে ওর কাছে, জানোই। রাত হয়ে এসেছে, আর বেশিদূর যাবে না সে থামবে এবার।'

মুখ বাঁকালো মরগান। 'গতকালও একথাই বলেছিলে। কিন্তু রাতে ওর ক্যাম্প খুঁজে পাইনি।'

'আজ পাবো।'

এগিয়ে চলেছে ওরা। মরগান চিহ্ন খুঁজছে বটে, কিন্তু টেইটের বিশেষ মাথাব্যথা নেই ও-ব্যাপারে। সে জানে, জিম কোথায় যাচ্ছে। পোস্ট-এ কেউই জানে না সে বিবাহিত, তার একটা বাচ্চা আছে, তাদেরকে ফেলে রেখে এসেছে ইনডিয়ানদের এলাকায় সাংঘাতিক বিপদের মাঝে। তাহলে তাকে পোস্টে থাকতেই দিতো না আর্মী, ফেরত পাঠিয়ে দিতো। সে-যে বিবাহিত একথা মরগানও জানে না।

প্রথম দিকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে কিছুটা ছিলো টেইটের।

ইনডিয়ানদের তেমন পরোয়া করে না সে, তাকে তাড়া করে ফিরতো র‍্যাঞ্চের একাকীত্ব। কাজ করতেও ভালো লাগে না তার। তার কথা, জুয়া খেলে সহজেই যখন টাকা আসে র‍্যাঞ্চে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কি দরকার? বহুবার শহরে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেছে মেলোডিকে, কিছুতেই রাজি করাতে পারেনি। একেবারে বাবার মতো হয়েছে মেয়ে, অন্যায় বরদাস্ত করতে পারে না।

'ঘনঘন আসাযাওয়া করছে এদিকে অ্যাপাচিরা,' মাটির দিকে চেয়ে বললো মরগান। 'আজ রাতে ওকে না পেলে আমি আর এসবের মধ্যে নেই। কাল সকালেই ফিরে যাবো।'

আহত গোখরোর মতো রাগ ফুঁসে উঠলো টেইটের ভেতরে, জোর করে চাপা দিলো। 'ব্যাড' মরগানকে রাগাতে চায় না সে। তাছাড়া খুব ভালো করেই জানে, জিম স্যাণ্ডারসকে একা সামাল দিতে পারবে না, মরগানের সাহায্য দরকার।

'দেখো,' লোভ দেখালো টেইট, 'হাজার ডলারের কম নেই ওর কাছে, আমি শিওর। এতো টাকা আর কোথায় পাবে? স্যান ফ্রান্সিসকোয় চলে যেতে পারবো আমরা।'

'যদি বেঁচে থাকি।'

সাঁঝের ছায়া ঘন হচ্ছে, চলার গতি ধীর হয়ে এলো ওদের। ডেডম্যান-এ পৌঁছলো। মাত্র কয়েক মাইল সামনে রয়েছে জিম। তার ঘোড়ার নালের ছাপের সংগে মাখামাখি হয়ে আছে ইনডিয়ান পোনি-র খুরের ছাপ।

'ঠিক আছে,' টেইট বললো, 'আজ রাতে না পেলে কাল

দু'জনেই ফিরে যাবো।

এগিয়ে চলেছে ওরা।

যতোই জিমের কাছাকাছি হচ্ছে, অস্বস্তি বাড়ছে টেইটের। বার বার জিভ বুলিয়েও ভেজা রাখতে পারছে না শুকিয়ে আসা ঠোঁট।

বড় বড় ছায়া কালো চাদরের মতো বিছিয়ে ঢেকে দিচ্ছে যেন পাহাড়কে। তাদের পেছনে পর্বতের ওপাশে হারিয়ে গেছে সূর্য। বাতাস ঠাণ্ডা। কিন্তু দরদর করে ঘামছে টেইট, আঠা আঠা হয়ে যাচ্ছে চামড়া। মরগানেরও একই দশা। খানিক পরপরই থামছে দু'জনে, কান পেতে শুনছে।

'লুক।'

ফিরে চাইলো টেইট।

'আমার ভালো লাগছে না। মন বলছে, খুব খারাপ কিছু ঘটবে।'

মনে মনে অস্বীকার করলো না টেইট, মুখে বললো, 'গাধার মতো কথা বলো না!' দাবিয়ে রেখেছে কণ্ঠস্বর। 'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই কেল্লা ফতে।'

বালির ওপর দিয়ে চলেছে ঘোড়া। সামনে পাতার মর্মর কানে এলো। কটনউডের পাতা। আর কটনউড মানে পানি। তীব্র তৃষ্ণা মারাত্মক বিষের মতো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো টেইটের মনে। নিজের অজান্তেই পিস্তলে হাত বুলিয়ে খাপ থেকে ঢিলে করে নিলো অস্ত্রটা। ঘোড়াকে আরও জোরে চলার নির্দেশ দিলো।

কানে এলো অতি মৃদু শব্দ: পাথরে ঘোড়ার খুরের ঘষা, জিনের পাকা চামড়ার মিহি মচমচ।

রাশ টেনে ঘোড়া থামালো টেইট। ভেতরে ভেতরে পুলকিত। 'যাক, অবশেষে পেলাম ব্যাটাকে। কি, বলিনি, আজ ওর দেখা পাবোই?'

নয়

বুনো বাঁধাকপি তুলে সংগের ঝুড়িতে রাখছে মেলোডি। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। গ্রীষ্মের কড়া রোদে ঢালে জন্মানো সবুজ ঘাসের রঙ জ্বলে বিবর্ণ হয়ে গেছে, একই রঙ হয়েছে বাঁধা-কপির পাতারও।

এতো কাজ করে, তা-ও খুব ধীরে কাটে আজকাল সময়। প্রতীক্ষার সময় দীর্ঘই হয়। বার বার পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকানো একটা অভ্যাস হয়ে গেছে তার। যতোই দিন যায়, মেলোডির বিশ্বাস বাড়ে, জিম আসবেই।

মোহাকুর ভয় না থাকলে জিমের আসার ব্যাপারে এতোখানি ব্যস্ত হতো না সে। যে কোনো মুহূর্তে এসে হাজির হতে পারে বৃদ্ধ সর্দার, বিয়ের চাপ দেয়ার জন্যে।

মহাবিপদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে চারদিকে। রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে ইনডিয়ানরা। এই তো, মাত্র আগের দিনই ইনডিয়ানদের বিজয়োল্লাস শুনতে পেয়েছে কাছেই। ক্যাভালরির কয়েকজন সৈন্যকে খুন করেছে, তাদের ঘোড়া জবাই করে খেয়ে পানি খেতে এসেছিলো মেলোডির ঝর্নায়। মা-ছেলের প্রাণ

এখন সরু-সুতোয় বাঁধা, মোহাকুকে চটালে সংগে সংগে ছিন্ন হয়ে যেতে পারে সে-সুতো।

ঝুড়ি ভরে বাঁধাকপি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো মেলোডি। সে-গুলো ধুচ্ছে, এই সময় কানে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। দেখতে দেখতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ছয়টা ঘোড়া, ছয়জন ইনডিয়ান আরোহী। তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে, স্থির থাকতে দিচ্ছে না ঘোড়াগুলোকে, পাগল হয়ে গেছে যেন।

ছুটে ঘরে ঢুকলো মেলোডি। রাইফেল হাতে দরজায় বেরিয়েই স্থির হয়ে গেল। সামনেই ঘোড়ার পিঠে বসা মোহাকু।

'আমি জানতাম অ্যাপাচিরা নিরবে আসে।'

'শুধু স্ত্রী-খোঁজা উৎসবের সময় বাদে।'

ধক করে উঠল মেলোডির বুক। ঘুরে উঠলো মাথা, সামলে নিলো কোনোমতে। 'কি খোঁজা?'

'নতুন বউ। তাকে খুশি করার জন্যে তখন নানারকম খেলা দেখায় অ্যাপাচি বীরেরা।'

ফিরে হাত তুললো মোহাকু। 'হলা!'

থেমে গেল নাচানাচি, চিৎকার, সমস্ত গোলমাল। কড়া সামরিক শৃঙ্খলায় এক সারিতে দাঁড় করিয়ে ফেললো ঘোড়া-গুলোকে, পিঠে বসে রইলো চুপচাপ।

'ওদের দেখিয়ে বললো মোহাকু, 'যে কোনো একজনকে বেছে নাও। ক্ষুদে যোদ্ধার বাপ হওয়ার যোগ্য ওরা সবাই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো যোদ্ধাদের দিকে তাকাচ্ছে মেলোডি। দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে ওদের তুলনা খুব কম। দু'জন বেশ লম্বা,

অন্যেরা স্বাভাবিক উচ্চতার অ্যাপাচি, পাটার মতো বুক। সবাই রঙচঙে পোশাক পরেছে, দু'জনের পরনে ছিনিয়ে নেয়া শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের ইউনিফর্ম।

সারির বাম দিক থেকে শুরু করলো মোহাকু, প্রথম লোকটাকে দেখিয়ে বললো, 'ওর নাম এলিয়ানো। দুর্দান্ত সাহস। ছয়টা ঘোড়ার মালিক। দুই স্ত্রী একটা এতো বুড়ো, যখন তখন মরে যেতে পারে। ভালো শিকারী। তার স্ত্রী হলে না খেয়ে মরার ভয় নেই।'

দ্বিতীয় লোকটাকে দেখালো সর্দার। 'ওর নাম হিরি। দশটা ঘোড়ার মালিক। বউ মাত্র একটা। সে···

আর শুনতে পারলো না মেলোডি। ঘুরে প্রায় দৌড়ে ঢুকে পড়লো ঘরে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এতোই ভয় পেয়েছে।

পেছনে পায়ের শব্দ হলো। ফিরে তাকালো মেলোডি। মোহাকু ঢুকেছে

'যাও, আমার ঘোড়ার কাছে দাঁড়াও গিয়ে,' ডনকে আদেশ দিলো সর্দার।

'যাচ্ছি,' বেরিয়ে গেল ডন।

'চোখে পানি কেন?' মেলোডিকে বললো মোহাকু। 'ক্ষুদে যোদ্ধা যেন কখনও এসব না দেখে। অ্যাপাচিরা কক্ষনো কাঁদে না।'

আহত বাঘিনীর মতো ফুঁসে উঠলো মেলোডি, মরিয়া হয়ে উঠেছে। 'সর্দার, আমার ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে···আমি বিবাহিতা···'

'বোকা মেয়ে। তোমার স্বামী মৃত।'

'না। আমি ওর লাশ দেখিনি। আমাদের সমাজে স্ত্রীকে নিশ্চিত হতে হয় যে তার স্বামী মারা গেছে। তার আগে···'

মেলোডির কথা যেন শুনতে পাচ্ছে না মোহাকু। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অ্যাপাচি বীরদের। বাঁ থেকে তৃতীয় লোকটাকে দেখিয়ে বললো, 'মিচিকা। খুব সাহসী যোদ্ধা। অনেকগুলো ঘোড়ার মালিক। বউকে মারেও কম। ভালো গান গায়।'

মৃত্যুকে আর পরোয়া করলো না মেলোডি। 'সর্দার বুঝতে পারছে না আমার অসুবিধে। আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করতে বলা হচ্ছে। অ্যাপাচীরাও তো ধর্ম মানে, পাপ-পুণ্য মানে, তারা তো ধর্মের বিরোধিতা করে না। তাহলে অন্য ধর্মের কাউকে···

অধৈর্য ভংগিতে হাত নাড়লো মোহাকু। তীক্ষ্ণ হলো কণ্ঠস্বর, 'যে ধর্ম মানুষকে বোকার মতো কাজ করতে শেখায় সেটা ভুল ধর্ম।' থেমে গেল মেলোডির মুখের দিকে চেয়ে। দ্বিধা করলো। 'ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করবো। তবে বেশিদিন নয়। ফসল বোনার বৃষ্টি নামবে শিঘ্রী। এর মাঝে তোমার স্বামী ফিরে এলে ভালো, নইলে অ্যাপাচি বীরকেই গ্রহণ করতে হবে তোমাকে। এটা আমার রায়।'

দলবল নিয়ে চলে গেল মোহাকু।

দুরুদুরু বুকে তাদের চলে যাওয়া দেখলো মেলোডি।

অল্প কিছুদিন সময় আরও পাওয়া গেল।

সারাটা রাত চোখের পাতা এক করতে পারলো না সে।

নানারকম কথা ভাবলো। কিভাবে অ্যাপাচিদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়? পালাবে নাকি? সংগে সংগেই বাতিল করে দিলো ভাবনাটা। কয়েক মাইলও যেতে পারবে না। তার আগেই ধরা পড়বে ইনডিয়ানদের হাতে। তারপর? অ্যাকোয়ার চোখে তীব্র ঘৃণা দেখেছে। তারপর কি ঘটবে ভাবতেও ভয় পেলো মেলোডি।

দীর্ঘ রাত্রি শেষ হলো একসময়।

দরজা খুলে বাইরে বেরোলো সে। পানি আনতে চললো ঝর্নায়।

হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন ঘোড়সওয়ার, ইনডিয়ান। তাদের একজন, অ্যাকোয়া!

স্থির হয়ে গেল মেলোডি। মাথা খাড়া রাখলো কোনোমতে। ভয় পেয়েছে, এটা বুঝতে দেয়া চলবে না। বিপদ বাড়বে তাতে। একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছে, অন্যান্য ইনডিয়ানদের চেয়ে মোহাকুকে কম ভয় করে অ্যাকোয়া। বিশেষ ক্ষেত্রে সেটা আরও কমে যেতে পারে।

'কি চাই?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করেলো মেলোডি।

চোখ ছোট করে তাকালো অ্যাকোয়া। 'আস্তে কথা বলো। শিঘ্রী আমার বউ হবে।'

'তোমার?' বিদ্রূপের হাসি হাসলো মেলোডি। 'ল্যাঙড়া অ্যাপাচিকে বরং স্বামী হিসেবে নেবো, তবু তোমাকে নয়। কাপুরুষ কোথাকার।'

নাকের ফুটো বিস্ফারিত হলো অ্যাকোয়ার, আগুন ঝিক করে

উঠলো চোখের তারায়। দু'দিক থেকে ঘেঁষে এলো তার দুই সংগী, পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছে। তাদের একজনকে চেনে মেলোডি, গত সন্ধ্যায় এসেছিলো, এলিয়ানো।

'আমি কাপুরুষ নই!' চাবুকের মতো শপাং করে আছড়ে পড়লো যেন অ্যাকোয়ার কণ্ঠস্বর। 'অনেক সৈন্য মেরেছি আমি। অনেক মুণ্ড জোগাড় করেছি।'

এলিয়ানো রয়েছে দেখে সাহস পাচ্ছে মেলোডি। সমান তেজে জবাব দিলো, 'আর তোমাকে মারতে আমার ছেলেই যথেষ্ট। মাত্র ছয় বছর বয়েস ওর, বুঝেছো, কাপুরুষ? ওর যখন বারো হবে, তোমাকে কি করতে পারবে ভাবো?'

মেজাজের হেয়ার-ট্রিগার ছুটে গেল অ্যাকোয়ার। ঘোড়া নিয়ে লাফ দিয়ে এগোলো।

ফেটে পড়লো যেন এলিয়ানোর কঠিন কণ্ঠ। তার পাশে দাঁড়ালো তৃতীয় লোকটা।

ঘুরলো অ্যাকোয়া। মুখোমুখি হলো দুই বীরের।

দ্রুত কথা কাটাকাটি চললো।

দুইজনের বিরুদ্ধে একজন!

অবশেষে খারাপ কিছু করা থেকে বিরত হলো অ্যাকোয়া। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

'থ্যাংক ইউ, এলিয়ানো,' হাসিমুখে বললো মেলোডি। 'তোমাদের কথা বলবো আমি মোহাকুকে।'

এক মুহূর্ত মেলোডির চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো এলিয়ানো, তারপর মুখ ঘোরালো। সংগীকে নিয়ে হারিয়ে গেল গাছপালার

আড়ালে।

উত্তেজনা শেষ হতেই হাঁটু কাঁপতে শুরু করলো মেলোডির। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। এলিয়ানো আর ওই ইনডিয়ানটা সংগে না থাকলে কি হতো, ভাবতেই বুক কেঁপে উঠলো তার। কোনোমতে হেঁটে এসে ধপ করে বসে পড়লো কেবিনের সিঁড়িতে। জানে, আবার আসবে অ্যাকোয়া। এবার হয় একা আসবে, নয়তো এমন সংগী নিয়ে আসবে, যারা তার মতোই বাজে লোক

দিনটা যেন ঘোরের মধ্যে কাটলো মেলোডির।

আগের রাতে ঘুমায়নি, এ-রাতে আর চোখ টেনে খোলা রাখতে পারলো না। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসলো। অস্বাভাবিক নিরবতা চারদিকে। খানিক পরে শোনা গেল কঠিন মাটিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ, মানবকণ্ঠের মিলিত বুনো চিৎকার। আবার খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর গুলির শব্দ হলো একবার, সেই সংগে দীর্ঘ আর্তনাদ।

রাইফেল নিয়ে জানালায় উঁকি দিলো মেলোডি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুই চোখে পড়লো না। শুধু মায়াময় চাঁদের আলো আর কটনউডের পাতায় বাতাসের কানাকানি ছাড়া আর কিছু নেই, কিচ্ছু না। পাহাড়ের চূড়া শূন্য

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডন। হাত ধরে টানলো, 'মা, কি হয়েছে? লোকটা এসেছে?'

আঁতকে উঠলো মেলোডি। তাই তো? লোকটা কি এসেছিলো? এসে মারা পড়লো একেবারে তার ঘরের দরজায়?

আর ঘুম আসার প্রশ্নই ওঠে না। ডনকে বিছানায় আবার শুইয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো মেলোডি। রাইফেল হাতে বসে রইলো জানালার পাশে।

শেষ হলো রাত। আলো ফুটলো পুব আকাশে। কটনউড গাছের মাথা থেকে টুপ করে গড়িয়ে পড়ে গেল যেন চাঁদের রূপালি জ্যোৎস্না, তার জায়গায় ঠাঁই নিচ্ছে হলুদ আলো—সোনালি হলো ধীরে ধীরে। এক ঝাঁক সোনালি বর্শার মতো ছুটে এলো সূর্যরশ্মি। তীক্ষ্ণ আঘাতে পিছু হটলো যেন অন্ধকারের চাদর, সরে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলো গোলাঘরের নিচে, আনাচে কানাচে, টিকতে পারলো না, আরও সরে যেতে হলো, একেবারে ঝর্নার ধারের ঝোপের কাছে। গুড়ি মেরে বসে রইলো সেখানে গিয়ে। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসবে আবার।

'এই ভাই, কাছেপিঠে কেউ আছো তোমরা?' বলে যেন ডেকে উঠলো একটা কোয়েল।

'আছি, এই যে এখানে,' সাড়া এলো অন্য পাড় থেকে।

সুন্দর আরেক সকাল।

দশ

জিম যেখানে থেমেছে তার সিকি মাইল পেছনে থামলো টেইট আর মরগান।

'পেয়েছি এবার ওকে,' বললো টেইট। 'এখন ও নিশ্চয়ই ক্যাম্প করছে। সতর্ক তো থাকবেই, ওর মতো লোক। থাকুক। এখন যাচ্ছি না। কাল ভোরে ও ঘুম থেকে ওঠার আগমুহূর্তে আঘাত হানবো।'

'দেখো পারো কিনা,' পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে মরগান।

'সকাল তো, তাছাড়া ঘুম। আঙুল শক্ত থাকবে তখন ওর, ট্রিগার টিপতে অসুবিধে হবে।'

ফিরে তাকালো মরগান। 'বেশি আশা করো না।'

'খামোকা ভাবছো তুমি, ভয় পাচ্ছো।'

ওরা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে গিরিখাতটা দেখা যায়। জিমকে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ওখান থেকে ও এখন বেরোতে গেলে ওদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে না।

চুপ হয়ে আছে মরগান। যতোই সময় যাচ্ছে, অস্বস্তি বাড়ছে তার। অথচ এ-রকম অনুভূতি হওয়ার কথা ছিলো না তার মতো

লোকের। আগে হয়নি কখনও। মিসৌরিতে মানুষ খুন করে পালিয়েছিলো কানসাসে, সেখানে আবার খুন করে পালিয়ে এসেছে দক্ষিণে, টেকসাসে। দুই জায়গাতেই পুলিশ খুঁজছে তাকে।

সাহসী লোকের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে তার। জিম স্যাণ্ডারস সাহসী লোক। টেইটের হয়ে তার বিরুদ্ধে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাই বলে প্রতিপক্ষের ওপর থেকে শ্রদ্ধাবোধ দূর হয়ে যায়নি। মরগান জানে না টেইট বিবাহিত, স্ত্রী আর সন্তানকে বিপজ্জনক এলাকায় রেখে কাপুরুষের মতো পালিয়ে এসেছে। তাহলে ধরে খুনই করে ফেলতো তাকে।

অস্থির হয়ে উঠেছে মরগান। ভালো জায়গায় ক্যাম্প করেছে। আগুন জ্বালানোর দরকার নেই। সংগে খাবার আর হুইস্কি আছে। তবু, মন থেকে আশংকা দূর করতে পারছে না কিছুতেই। টাকার প্রচণ্ড লোভই তাকে টেনে এনেছে এতোদূর। কয়েক মাসের বেতন একসংগে পেয়েছে জিম, তাছাড়া তার জমানো কিছু স্বর্ণমুদ্রাও রয়েছে থলেতে, পোস্ট-এ শুঁড়িখানার মালিকের কাছে জেনেছে একথা ওরা। তারমানে আনেক টাকা। জুয়া খেলে ইদানীং আর বিশেষ সুবিধে হচ্ছিলো না। বার বার জেতে সে আর টেইট, কথাটা ছড়িয়ে পড়ার পর কেউ আর তাদের সংগে বেশি টাকার দানে খেলতে সাহস করে না। কেউ কেউ একথাও বলে, ওরা জোচ্চর, যদিও ধরতে পারেনি কেউ। কিছু টাকা জোগাড় করে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। নইলে শত প্রলোভনেও টেইটের টোপ গিলতো না

মরগান।

আচ্ছা, টেইটের হয়েছে কি? কেন জিমের ওপর তার ক্ষোভ? ক'দিন ধরেই ভাবছে মরগান কথাটা। লোভ আর তীব্র ঘৃণা ছাড়াও আরও কিছু রয়েছে। কী? খুব খরাপ লোক সে, মরগান নিজেই স্বীকার করে সেটা। তবে এ-ও জানে, কিছু ভালো গুণ তার মাঝেও আছে। প্রায় সব মানুষেরই থাকে। চিত হয়ে শুয়ে তারার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো সে। টেইটের ভালো গুণ একটাও আবিষ্কার করতে পারলো না, বরং আরও দুটো খারাপ দিক খুঁজে পেলো। ভীরুতা এবং ঈর্ষা।

নিজের চেয়ে শক্তিশালী আর ভালো কাউকে দেখলেই ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে টেইট, শত্রু হোক বা না হোক, আক্রমণ করে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করে। সাংঘাতিক বাজে স্বভাব। মরগানের সংগে দোস্তি করেছে সে, তার কারণ তাকে নিজের চেয়ে বড় মনে করে না।

ভাবতে ভাবতে তেতো হয়ে গেল মরগানের মন। হঠাৎ যেন জোরালো হয়ে মুখ দিয়ে বেরোলো ভাবনাটা, 'কাল হলে ভালো, নইলে আর এগোচ্ছি না। ফিরে যাবো।'

'হবে,' জবাব দিলো টেইট।

গিরিখাতের তলায় ক্যাম্প করেছে জিম। সে-ও আগুন জ্বালেনি। সতর্ক রয়েছে। তার আসার পথে পেছনে ধুলো উড়তে দেখেছে, একবার রোদে ঝিক করে উঠেছিলো কি যেন।

ভুলও হতে পারে তার, কিন্তু অবচেতন মন বলছে পিছু নেয়া

হয়েছে তার। যে বা যারা নিয়েছে, তারা ইনডিয়ান।

পাহাড়ী মেহগনী আর একধরনের কাঁটাঝোঁপের মাঝে এক চিলতে ফাঁকা জায়গা। আশেপাশে কিছু ক্যাট-ক্ল জন্মে আছে। এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে। কোনো মানুষই তার অজান্তে কাছে আসতে পারবে না, শব্দ হবেই। আর সে শব্দ যতোই মৃদু হোক, জিমের শ্রবণশক্তিকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

হাত দিয়ে খুঁড়ে নরম বালিতে লম্বা একটা গর্ত করলো জিম, চিত হয়ে শু'লে তার শরীরটা এঁটে যাবে তাতে।

শুয়ে গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিলো সে। হাতে পিস্তল। পাশে রয়েছে জিন, রাইফেল। খানিক দূরে বাঁধা ঘোড়াটা। টিংকার শুয়েছে একটা ঝোপের ভেতরে, মাটিতে পেট ঠেকিয়ে, সামনের দুই পা মেলে দিয়ে তার ওপর থুঁতনি রেখে। চোখ তার ভালোবাসার মানুষটির দিকে।

মানুষটা অদ্ভুত, কিন্তু টিংকারের বন্ধু। একে অন্যকে বুঝতে পারে ওরা। এ-রাতে টিংকারও অস্থির। দিনের বেলা দুইবার তার নাকে ঢুকেছে বিজাতীয় অথচ পরিচিত গন্ধ। ঠিক বুঝতে পারেনি কার গন্ধ, আর সেটাই অস্বস্তির কারণ।

সিকি মাইলের মধ্যে শুয়ে আছে তিনজন মানুষ, তিনজনেরই চোখ আকাশের দিকে। ভাবছে তিনজনেই, একেকজনের ভাবনা একেক রকম। একজন ভাবছে, খুন করে লাভ হবে তো? আরেক-জনের ভাবনা, খুনটাই একটা মস্ত লাভ। আর তৃতীয়জনের মনের পর্দায় ভাসছে ছোট্ট একটা কেবিন, আগুনের আলোয় একজন মহিলার মুখ, লণ্ঠনের আলোয় দেয়ালে তার ছায়া,

ঘরের কাজে ব্যস্ত সে, নানারকম মিষ্টি ঘরোয়া আওয়াজ হচ্ছে তাতে। কাছেই বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে ফুটফুটে একটা ছেলে, দেখলেই ভালোবাসতে, আদর করতে ইচ্ছে করে।

খিদে নেই, তবু অভ্যাসবশে মুখের কাছে রসালো ঘাস দেখে কামড়ে কয়েকটা ছিঁড়লো ঘোড়াটা। তার চিবানোর শব্দের মাঝে কোনো অস্থিরতা নেই, সতর্কতা নেই, তারমানে বিপদও নেই এ-মুহূর্তে। মহিলার কথা ভাবছিলো যে লোকটা, ঘুমিয়ে পড়লো নিশ্চিন্তে।

রাতে দু'বার ঘুম ভাঙলো টিংকারের, কান খাড়া করে শুনলো, তাকালো সামনের ঘুমন্ত লোকটার দিকে। না, শব্দ ওই মানুষটা করেনি, করেছে দূরের অন্য কেউ। তাতে বিপদের গন্ধ পাওয়া গেল না, তাই ঘুমিয়ে পড়লো আবার টিংকার। ঘোড়াটাও আরামেই ঘুমালো।

গভীর রাতে খাদের পাড়ে এসে দাঁড়ালো একটা কয়োট। আকাশের দিকে নাক তুলে গন্ধ নিলো। বাতাসে কুকুর আর মানুষের গায়ের কড়া গন্ধ। না, জায়গা সুবিধের নয়। নিরবে সরে পড়লো জানোয়ারটা।

তাদের মাইল তিনেক দক্ষিণ-পশ্চিমে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো একজন ইনডিয়ান। তার মোকাসিন পরা সতর্ক পায়ের নিচে পথ অস্বাভাবিক ঠেকলো। বসে পড়ে আঙুল বুলিয়ে বুঝলো—ঘোড়ার নালের ছাপ, সেই গর্তে পড়েছিলো তার মোকাসিনের ডগা।

চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো সংগীদেরকে নিচু গলায় কিছু বললো।

সবাই মুখ তুলে তাকালো উত্তর-পুবে। সিদ্ধান্ত নিলো। পাশের পাহাড়ের দিকে সরে একটা গর্তে নেমে লুকিয়ে বসে রইলো সকালের প্রতীক্ষায়।

সামনে শাদামানুষ। আর শাদামানুষ মানেই মুণ্ড আর আনুষংগিক কিছু লাভ।

কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে রাতের আকাশে কোন অসীমের দিকে পাড়ি জমিয়েছে যেন পৃথিবী নামের গ্রহটা, তারাগুলো চেয়ে চেয়ে তাই দেখছে। বাতাস ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা আমেজ। যারা জানার তারা জানে, পর্বতের মাথায় মেঘ জমছে ধীরে ধীরে, বাতাসে তারই পূর্বাভাস। শিগগিরই নামবে ইনডিয়ানদের চাষের-বৃষ্টি!

ঘুমাচ্ছে ঘোড়া, কুকুর, মানুষ। জানে না, সামনে তাদের অপেক্ষায় রয়েছে কি ভয়াবহ মৃত্যু!

মস্ত উজ্জ্বল তারাটাকে যেন সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে আকাশে। চোখ মেললো জিম। তার চোখ মেলা মানে সংগে সংগে উঠে পড়া, তা-ই করলো সে। গান-বেল্টের বাকল্‌স্ লাগালো, পিস্তল ঢোকালো হোলস্টারে, বুট পরলো।

নিরবে কাছে এসে দাঁড়ালো টিংকার। ততোক্ষণে কম্বল গোটানো হয়ে গেছে জিমের। চাপা গোঁ গোঁ আওয়াজ করে উঠলো কুকুরটা। ফিরে তাকালো জিম।

খট-খট করে একটা র‍্যাটল সাপের লেজ নাড়ার শব্দ হলো।

আবার গোঁ গোঁ করে উঠলো কুকুরটা।

'শুনেছি, টিংকার। চুপ কর।'

বলেই কি যেন কি হলো, পাঁই করে ঘুরলো জিম। বিপদের গন্ধ পেয়েছে। সাপের আওয়াজের দিকে কান নেই টিংকারের, অন্য বিপদ। শিকারী বুনো জানোয়ারের মতো প্রতিক্রিয়া হলো জিমের। চোখের পলকে ডাইভ দিয়ে পড়লো মাটিতে, গড়িয়ে চলে গেল একটা ঝোপের আড়ালে। গড়ানোর সময়ই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছে রাইফেলটা।

তারপর সব চুপচাপ। আর কোনো আওয়াজ নেই। কান পেতে রয়েছে জিম, চোখে ঈগলের দৃষ্টি, নাক ফুলিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছে জন্তুর মতো। চোখের সামনে উড়ছে একটা মৌমাছি, ডানার হির্‌র্‌র্‌ শব্দ তুলে গিয়ে বসলো একটা বুনো ফুলের ওপর। টিংকার নিথর। বিপদের গন্ধ পেয়ে ঘোড়াটাও চুপ। সুন্দর সকালটাকে বিরক্ত করতে চায় না যেন কেউ।

দেখা গেল ওদের।

খাদের পাড়ে দু'জন ঘোড়সওয়ার। নীল আকাশের পটভূমিকায় অতিসহজ টার্গেট। চোখ বন্ধ করে ফেলে দিতে পারে ওদেরকে জিম। কিন্তু নড়লো না সে।

টেইট আর মরগান। নরম বালিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রায় হচ্ছেই না।

এভাবে ঘোড়ায় চড়ে আসাটা ঝুঁকির ব্যাপার, শুধু মাংগরল কুকুরটার ভয়েই এটা করতে বাধ্য হয়েছে টেইট। তার ধারণা, খুব একটা অসুবিধে নেই। জিম নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে। নিঃশব্দে কাছে চলে যাবে ওরা, বিশ ফুট দূর থেকে একসংগে গুলি

চালাবে। একজনের বিরুদ্ধে দু'জন। জেগে গেলেও মৃত্যুর আগে বড়জোর একজনকে গুলি করতে পারবে জিম।

টেইটের মনে হয়েছে, এর চেয়ে নিখুঁত প্ল্যান আর হয় না।

কিন্তু মরগানের পছন্দ হচ্ছে না এসব। দুরুদুরু করছে বুক অজানা আশংকায়, মুখ শুকিয়ে কাঠ। নাস্তা করে আসেনি, কফির জন্যে আইটাই করছে গলা। রাতের ঘুম মোটেই হয়নি, হুইস্কি গিলেছে, ফলে স্নায়ুগুলো চঞ্চল। শান্ত প্রকৃতি। সকালের এই রূপে সে মুগ্ধ। ইচ্ছে করছে থেমে বুক ভরে টেনে নেয় তাজা বাতাস, উপভোগ করে প্রকৃতির সৌন্দর্য।

মরগান খুনী। পেছন থেকে গুলি করে মানুষ মারার অভ্যাস আছে, দরকার পরলে আবারও করতে দ্বিধা করবে না। সকালের এই অপরূপ সৌন্দর্য আজ ভীষণভাবে নাড়া দিলো তার মতো মানুষের মনকেও। কেন প্রকৃতিকে আর কোনোদিন এতো কাছে থেকে দেখেনি? কেন হুইস্কির বোতলে ডুবে থেকে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করেছে? আলোর এই স্নিগ্ধতা, বাতাসের কোমল পরশ···আহ্, কি করেছে এতোদিন? ফেলে আসা জীবনের ব্যর্থ দিনগুলোর কথা স্মরণ করে খুব আফসোস হলো তার। ফিরে যাবে নাকি?

বলার জন্যে মুখ ফেরালো মরগান। বলা হলো না। সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে আছে টেইট। তাকে এখন ফেরার কথা বলে কোনো লাভ নেই।

নরম বালি মাড়িয়ে ঢাল বেয়ে নামছে ঘোড়াদুটো। চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে গিরিখাদের নিচের অংশ। উজ্জ্বল হচ্ছে

সকাল। সূর্যকে পেছনে রেখে এগোচ্ছে ওরা, ইচ্ছে করেই। জিম রয়েছে নিচে, গুলি করার সময় সূর্যের দিকে থাকবে মুখ, সেটা খুব অসুবিধে।

একটা পাখি ডাকলো। মরগানের মনে হলো এতো মধুর স্বর জীবনে কখনও শোনেনি। মুখে পাতার আলতো ছোঁয়া লাগলো, গালে বাড়ি দিয়ে সড়াৎ করে সরে গেল সরু ডালটা। দূরে পাহাড়ের মাথায় ভাসছে সাদা মেঘ। পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল, উপত্যকা, গিরিখাত, নীল আকাশ সব যেন ছবি। ঘোড়াটা যে ধীরে ধীরে নামছে, এটাও উপভোগ করছে সে, এমনকি ঘোড়ার গন্ধও আজ হুইস্কির চেয়ে অনেক ভালো লাগছে। ভালো লাগছে সেজ আর সিডারের নেশাধরানো সুবাস···আহ্, এতো ভালো কিছু আছে দুনিয়ায়, জানতে কেন এতো দেরি করলো?

ফিরে, চোখের ইশারা করলো টেইট। রাইফেল তুললো মরগান। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে গেছে। আর মুহূর্ত পরেই নিশ্চিত হয়ে যাবে, সে বাঁচবে কি মরবে। নেমে চলে এসেছে গিরিখাতের তলায়।

মেহগনির জঙ্গলটা পেরোতেই চোখে পড়লো গোটানো কম্বল। জিন। ঝোপের ধারে বাঁধা জিমের ঘোড়া। কিন্তু মানুষটা কই!

দু'জনেই আশা করেছে, নিশানা দেখতে পাবে। কিন্তু জায়গা যে শূন্য!

রাইফেলের ব্যারেলে রোদ লেগে ঝিক করে উঠলো। ঝট করে ডানে মাথা ঘোরালো মরগান। পলকের জন্যে চোখে পড়লো

অ্যাপাচির পেশীবহুল, চকচকে বাদামী শরীর, চল্লিশ গজ দূরে। বুঝে ফেললো, মরতে চলেছে সে।

রাইফেল তুললো, ট্রিগার টেপার সুযোগ আর হলো না। মুখ থেকে বেরোলো মাত্র দুটো শব্দ, 'ওহ্, গড···!' চোয়াল গুঁড়িয়ে দিয়ে গলায় ঢুকে গেছে শক্তিশালী বুলেট।

পায়ের ফাঁক থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল ঘোড়াটা। মাটিতে পড়তে পড়তে আরও গুলির শব্দ কানে এলো মরগানের। মুখ নিচু করে পড়লো, বালি আর রক্তের স্বাদ পেলো জিভে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাতাসের জন্যে আকুলিবিকুলি করছে ফুসফুস, হাঁ করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করলো। সে এখন করছে না এসব, বাঁচার প্রচণ্ড তাগিদে শরীরকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে মগজ। গড়িয়ে চিত হলো, মুখ ওপরের দিকে। চোখে পড়লো সকালের গাঢ় নীল খোলা আকাশ।

পাহাড়ের ওপর থেকে সরে এসেছে শাদা মেঘের টুকরোটা, নিঃসংগ, বিষণ্ণ, অজানা পথের যাত্রী। চোখের সামনে দ্রুত নিষ্প্রভ হয়ে আসছে সব কিছু, মরগান বুঝলো, সে শেষ হয়ে গেল। কথা বলার চেষ্টা করলো—মুখের ভেতর ভরে গেছে রক্তে, স্বর বেরোলো না···

বনের ভেতর ঢুকে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ টেইট আর মরগানকে দেখতে পায়নি জিম, ওরা গাছের আড়াল থেকে বেরোনোর পর আবার দেখলো।

গুলি খেয়ে পড়ে গেল মরগান, টেইটও পড়লো।

খাতের কিনারে স্পষ্ট তিনটে নিশানা, তিনজন অ্যাপাচি।

দেখতে পেলে ছেড়ে কথা কইবে না, মরগান আর টেইটের অবস্থা করবে জিমেরও। ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।

বাঁয়ে সব চেয়ে কাছের লোকটা লম্বা, সুগঠিত শরীর, মরগানকে গুলি করেছে সে-ই। জিমের গুলি ঢুকলো ঠিক তার হৃৎপিণ্ডে। ঝাঁকুনি দিয়ে পেছনে চিত হয়ে গেল শরীরটা, উল্টে পরে গেল। মাঝের লোকটা মাথায় গুলি খেয়ে গড়িয়ে পড়লো খাতের ভেতরে। তৃতীয় লোকটা কিছু সময় পেয়েছে, এক লাফে পেছনে সরে হারিয়ে গেল।

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল জিম। খাড়াই বেয়ে সে ওপরে ওঠার আগেই চলে যাবে অ্যাপাচিটা, তাকে ধরা যাবে না, রাইফেলের আওতার ভেতরেও পাবে কিনা সন্দেহ। ওদিকে গুলি খেয়েও মরেনি টেইট, নড়ছে।

ইনডিয়ান আর নেই নিশ্চিত হয়ে টেইটের কাছে উঠে এলো জিম। পাশে বসে ক্ষত পরীক্ষা করলো। 'বেশি লাগেনি।'

উঠে বসলো টেইট, কাঁপছে। যতোটা না আঘাতের চেয়ে, তার চেয়ে বেশি আতংকে। শার্টে রক্ত। বুক পকেট থেকে একটা ধাতব জিনিস বের করলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'এটাই বাঁচিয়েছে।'

শক্ত জিনিসটায় বাড়ি খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে বুকের চামড়ায় গভীর আঁচড় কেটে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ক্ষতি করতে পারেনি।

উঠে দাঁড়ালো জিম, ঝুঁকে রাইফেলটা নিতে নিতে বললো, 'অ্যাপাচিটাকে যেতে দেয়া উচিত হয়নি। খবর ছড়িয়ে পড়বে।

আশেপাশে যতো ইনডিয়ান আছে, সবাই জেনে যাবে।'

'তারমানে আমরা শেষ?'

'হয়তো,' ঘুরে খাদের পাড়ের দিকে তাকালো জিম।

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলো টিংকার।

লাফিয়ে পাশে সরলো জিম, ফিরে চাইলো। গুলি করলো। চিত হয়ে গেল টেইট হাত থেকে উড়ে গেল পিস্তলটা।

পড়ে থাকলো টেইট, নড়লো না আর। আকাশের দিকে খোলা চোখ, নিষ্প্রাণ।

মেলোডির মৃত স্বামীর পাশে এসে বসলো জিম। কাছেই পড়ে আছে ছবিটা। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো।

তামার প্লেটে খোদাই করা একটা মুখ, নিখুঁত, দক্ষ শিল্পীর কাজ।

প্রতিকৃতিটা ডনের।

এগারো

মরুভূমির ওপর দিয়ে ছুটছে জিম। জীবনের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ছে না। সূর্য অনেক ওপরে। ঘাড় বেয়ে ঘাম ঝরছে তার। ঘামে ঘোড়াটার চামড়াও কালচে দেখাচ্ছে। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে মরুর বিশাল বিস্তার, বালি আর পাথর, মাঝে মাঝে নিঃসংগ ক্যাকটাস।

প্রাণের নিরাপত্তা নেই এখন এখানে। নিশ্চয় এতোক্ষণে গিয়ে খবর বলেছে বেঁচে যাওয়া অ্যাপাচিটা, দল বেঁধে বেরিয়েছে জিমকে খুঁজতে।

মরুভূমি নামটা যে-ই রেখেছে, সঠিক হয়নি, কারণ আশ্চর্য রকম জীবন্ত এই অঞ্চল। এখানেও প্রাণের জন্ম হয়, পরিবেশের সংগে মিল রেখে তাদের দেহে থাকে আগুন, কাঁটা কিংবা হুল। মরুভূমিকে যারা ঠিকমতো চিনে নিতে পারে, তাদের কাছে এটা লোভনীয় জায়গা, অফুরন্ত এর সম্পদ। মরুর বিরুদ্ধে গিয়ে, লড়াই করে কেউ টিকতে পারে না। এর সংগে মানিয়ে নিতে পারলে আর কোনো ভয় নেই। তবে কাজটা মোটেই সহজ নয়।

চিনতে হয় অনেক কিছু, জানতে হয়, শিখতে হয়, আর থাকতে হয় সদাসতর্ক। মহূর্তেক ঢিল দেয়ার অবকাশ নেই, কারণ, অসতর্ক জীবের জন্যে নানারকম মারাত্মক ফাঁদ পেতে রাখে মরুভূমি।

জিমের মতোই তার ঘোড়াটারও এই অঞ্চল চেনা, এর ভয় আর বিপদের সংগে পরিচয় আছে। সতর্ক রয়েছে তাই। সারাক্ষণই চোখ নড়ছে জিমের। প্রতিটি ক্ষুদ্র ছায়া, বড় পাথরের চাঙড়, এমনকি ছোট শুকনো কাঁটা ঝোপঝাড়, যার ভেতরে লুকানোর, আড়াল নেয়ার সামান্যতম জায়গা আছে, দেখছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ছোট একটা পাহাড়ের ধার দিয়ে চলার সময় হরিণের খুরের তাজা ছাপ চোখে পড়লো জিমের। কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ বাঁয়ে মোড় নিয়ে ছুটে গেছে হরিণটা।

একটানে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলো জিম। হাত চলে গেল রাইফেলে। যাকে দেখে ভয় পেয়েছে হরিণ, হয়তো চলে গেছে এতোক্ষণে। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ঠিক না।

আরও কিছুক্ষণ পর পার্বত্য সিংহের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলো। অ-অ, অ্যাপাচি নয় তাহলে? নাকি?

গিরিপথের ভেতর দিয়ে চললো জিম। বেরিয়ে এলো ছোট্ট এক উপত্যকায়। ঝর্না বইছে, দুই তীরে তার কটনউড আর উইলোর সারি। ঝাড়ের ভেতরে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামলো। জুতো খুলে খালি পায়ে ফিরে এলো যেখান দিয়ে ঢুকেছে জঙ্গলে, সেখানে। সাবধানে সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে অনুসরণকারীকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে নতুন ছাপ ফেললো, দেখলে মনে হবে

যেন ঝর্না আড়াআড়ি পেরিয়ে চলে গেছে সে।

আবার জুতো খুলে আগের চেয়েও সাবধানে ফিরে এলো, একটা ডালেও যাতে তার শরীর না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখলো। ঝরা পাতায়ও পা দিলো না। বুনো জানোয়ার ভুল করে না, বোকামী করে শুধু ঘোড়া, গরু আর আনাড়ি মানুষ।

ফিরে এসে একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসলো জিম।

দুপুর হয়নি এখনও—প্রচণ্ড গরম। জিরিয়ে নেয়া দরকার, সেই সংগে পেটও ঠাণ্ডা করতে হবে। শরীরের ক্ষমতা অটুট রাখা এখন জরুরী।

শুকনো মাংস চিবালো জিম। ঘোড়াটা খেলো তাজা ঘাস। দুজনেই পানি খেলো ঝর্না থেকে। ঠাণ্ডা পরিষ্কার পানি।

ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নিয়ে উঠলো জিম। ঝাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে ভালোমতো পরীক্ষা করলো নিচের তরাই অঞ্চল। ছাপ মুছে দিয়ে বিপথে চালিত করার ব্যবস্থা করে এসেছে বটে, কিন্তু জানে ইনডিয়ানদের ফাঁকি দিতে পারবে না। সামান্য দেরি করিয়ে দিতে পারলেও যথেষ্ট লাভ, কষ্টটা করেছে সে-আশাতেই।

ঝর্নার ধার দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে নেমে চললো সে। বন শেষ হলো। আবার ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করলো পাহাড়ের ঢাল। শেষ কয়েকটা ফুট একেবারে খাড়া, তার ওপর আলগা পাথর। ওঠা প্রায় দুঃসাধ্য। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করলো তার ঘোড়াটা। উঠে এলো চূড়ায়।

নিচে ছড়ানো উপত্যকা। লম্বা লম্বা স্যাগুয়ারু ক্যাকটাস আর

পাথরের ছোটবড় টিলা যেন সতর্ক প্রহরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে পাথরের রঙ।

নামতে শুরু করলো ঘোড়া। বিশ্রাম পেয়েছে, ফলে আবার সতেজ হয়ে উঠেছে, চলায় জড়তা নেই।

হঠাৎ, খানিক দূরে চমকে উড়ে গেল একটা পাখি। সংগে সংগে ঘোড়ার মুখ আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিলো জিম।

পাথরের আড়াল থেকে বেরোলো অ্যাপাচিরা, কিন্তু ততোক্ষণে জোর কদমে ছুটতে শুরু করেছে জিমের ঘোড়া।

তীক্ষ্ণ, বুনো চিৎকার করে উঠলো ইনডিয়ানরা।

দৌড়ানোর জন্যেই যেন জন্ম হয়েছে ঘোড়াটার, ছুটতে ভালোবাসে। পেয়েছে সেই সুযোগ। বাতাসে উড়ছে ঘাড়ের লম্বা কেশর, বড় বড় হয়ে গেছে নাকের ফুটো।

ফিরে তাকালো জিম। পিছিয়ে পড়ছে ইনডিয়ানরা। হঠাৎ কানে এলো টিংকারের উত্তেজিত চিৎকার। বনের ভেতর ঢোকার পরপরই সে হারিয়ে গিয়েছিলো, বোধহয় খেতে গিয়েছিলো। খাওয়া শেষ করে শর্টকাট পথে চলে এসেছে।

আরেকবার চেঁচিয়ে উঠলো কুকুরটা। ঘুরে চেয়ে দেখলো জিম, সামনে এক পাশ থেকে বেরিয়ে আসছে আরও কয়েকজন ইনডিয়ান। ওদেরকে এড়াতে হলে মোড় নিতে হবে তাকে, তাতে পেছনের লোকগুলো কাছে চলে আসবে। কিন্তু কিছু করার নেই।

পেছনের ইনডিয়ানরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। কোণাকুণি ছুটেছে জিম। ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। ওপরে উঠে দেখলো, সামনে

ফাটল। আশেপাশে আর কোনো পথ নেই। ঘোড়া নিয়ে ফাটল পেরোনোর জন্যে লাফ দিলো সে। সামনের পা ঠিকই পৌঁছলো, কিন্তু পেছনের পা ফসকে গেল ঘোড়াটার, পিছলে পড়তে শুরু করলো নিচের দিকে। তার খুরের আঘাতে ধুলোর ঝড় উঠলো। কান ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে টিংকার। ফাটল সে-ও পেরিয়েছে।

শেষ মুহূর্তে পা আটকালো ঘোড়াটার। পড়তে পড়তেও বেঁচে গেল। উঠে ছুটলো আবার।

জোরে ছুটতে পারছে না টিংকার, সামনের একটা পা তুলে খোঁড়াচ্ছে। ফাটল পেরোনোর সময় ব্যথা পেয়েছে পায়ে, ভেঙেই গেছে কিনা কে জানে।

ঘোড়া থামিয়ে পাশে কাত হয়ে ঝুঁকে কুকুরটাকে তুলে নিলো জিম। ফিরে চাইলো। অনেকখানি মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে, অনেক কাছে এসে গেছে ইনডিয়ানরা।

পথ ভীষণ খারাপ, পিঠে ভার বেশি, পদক্ষেপ ঠিক রাখতে পারলো না ঘোড়াটা। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়লো। পিঠ থেকে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়লো জিম আর টিংকার।

উঠে যখন বসলো, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে ইনডিয়ানরা।

কাঁচা চামড়া দিয়ে জিমের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গরগর করছে টিংকার, বন্ধুর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। অনুমতি পেলেই টুঁটি ছেঁড়ার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর।

মোট নয়জন ইনডিয়ান। সব চেয়ে লম্বা লোকটার নাম অ্যাকোয়া, জিম সেটা জানে না। টিংকারের দিকে চেয়ে চোখ জ্বলে উঠলো লোকটার, পাশের সঙ্গীর কাছে তীর-ধনুক চাইলো।

'ভেটি (ভাগ), টিংকার, ভেটি ?' চেঁচিয়ে বললো জিম।

চোখের পলকে ঘুরে গেল বিশাল কুকুরটা, তিন পায়েই ছুটে হারিয়ে গেল বড় একটা ঝোপের আড়ালে। দেখা যাচ্ছে না, শুধু তার গরগর কানে আসছে।

এগিয়ে এসে ঠাশ করে জিমের নাকেমুখে থাপ্পড় মারলো অ্যাকোয়া। খুব খুশি। দারুণ জমবে আজ রাতে। বন্দি শক্তিমান। সাহস আছে। টিকবে অনেকক্ষণ···কিন্তু দেরি করে কি লাভ ? এখন শেষ করে দিলেই তো হয় ? না, থাক, রাতেই। অ্যাপাচিদের ভাষা জানে বন্দি। সেটা আরেক মজা।

'লোকটা আমাদের ভাষায় কথা বলে,' সঙ্গীদের বললো অ্যাকোয়া। 'ভালো। কি করবো আগেই জানিয়ে দিতে পারবো। তাতে যন্ত্রণা বেশি পাবে।'

'তোমার ঘোড়ার গলায় অনেক মুণ্ড,' বললো জিম।

'তা-তো থাকবেই,' ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দিলো অ্যাকোয়া।

অ্যাকোয়াকে রাগানোর জন্যে, ধীরে ধীরে, প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বললো জিম, 'কার কাছ থেকে জোগাড় করেছো ওগুলো ? নিশ্চয় মেয়েমানুষ ? নাকি নেড়ি কুত্তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছো ?'

শব্দ করে হাসলো একজন অ্যাপাচি। রাগে জ্বলে উঠলো অ্যাকোয়ার চোখ, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। বন্দির কাছে

এরকম ব্যবহার আশা করেনি।

'পস্তাবে এজন্যে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো অ্যাকোয়া। 'ব্যথা কাকে বলে টের পাবে।'

'বেঁধে রেখে চামচিকেও হাতি মারার ডাঁট দেখাতে পারে,' বললো জিম।

'পাবে, পাবে,' হাত নাড়লো অ্যাকোয়া, 'টের পাবে।'

'তুমি, আর কি টের পাওয়াবে, মেয়েমানুষের গোলাম, ভীতু খরগোশ কোথাকার। দেখো বাছা, পাহাড়ে বেশি ঘোরাঘুরি করো না, কোনদিন কয়োটে ধরে খেয়ে ফেলবে।'

বুঝেশুনেই রাগাচ্ছে জিম। এই অঞ্চল তার পরিচিত, এখানকার মানুষজনও চেনা, তাদের স্বভাব জানে। অ্যাপাচির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা দুরাশা। বন্দিকে কড়া পাহারায় রাখে তারা। আর একটি মাত্র শাস্তিই দেয়, মৃত্যুদণ্ড। আর সে-মৃত্যুও সহজ নয়, খুব কষ্টের। তিলে তিলে মারে। পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয় আগুনের ওপর, কিংবা পিঁপড়ের ঢিবির ওপর চোখা গজাল দিয়ে গেঁথে রাখে, অথবা কাঁচা চামড়া দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে মরুভূমিতে, দুপুরবেলা। গরম বালিতে পুড়ে কাবাব হয়ে যায় বন্দি। জিম চাইছে অ্যাকোয়াকে রাগিয়ে দিয়ে দ্রুত মৃত্যু। রাগের বশে গুলি করে বসতে পারে লোকটা, ছুরি বা তীর মারলেও যন্ত্রণা অনেক কম হবে।

রাগলো বটে অ্যাকোয়া, কিন্তু ওসব কিছুই করলো না, বরং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, যতোটা সম্ভব বেশি যন্ত্রণা দিয়ে মারবে বন্দিকে। বন্দির সহ্যশক্তি নিশ্চয় অপরিসীম, তাকে

মেরে মজা পাবে। খুব উপভোগ্য হবে ব্যাপারটা। অনেক দিন মনে থাকবে সেকথা।

আরও কষে বাঁধা হলো জিমের হাত, রক্ত চলাচল করতে না পেরে যাতে ফুলে ওঠে। ঘোড়ার পিঠে তোলার সময় ইচ্ছে করেই পাথরের ওপর একবার ফেলে দিলো তাকে অ্যাকোয়া। খিকখিক করে হাসলো শয়তানী হাসি।

ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে বিকেলের রোদ, চামড়ায় ছ্যাঁকা দিচ্ছে। তামাটে আকাশে যেন ঝুলে রয়েছে সূর্য।

চলতে শুরু করলো দলটা।

ঘোড়ার পিঠে ঝুলছে জিম, মাথা একদিকে পা আরেকদিকে। ঘামছে। চোখের ভেতর নোনা ঘাম ঢুকে জ্বালা বাড়াচ্ছে। ভীষণ ফুলে উঠেছে হাত, ফলে আরও কেটে বসছে কাঁচা চামড়ার বাঁধন।

মাথা তুলে তাকালো। অ্যাকোয়া এদিকে চাইতেই থুতু ছিটালো, 'মেয়েমানুষের গোলাম! ছুঁচো!'

জ্বলে উঠলো অ্যাকোয়ার চোখ। কিন্তু কিছু করলো না, মুখ ফিরিয়ে নিলো আবার।

নাহ্, রাগের মাথায় করবে না কিছু ইনডিয়ানটা। রক্তের চাপে শক্ত হয়ে ওঠা আঙুল নড়ানোর চেষ্টা করতে করতে কসম খেলো জিম, অন্তত ওই একটা অ্যাপাচিকে না মেরে সে মরবে না।

ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপের সময় ব্যথা পাচ্ছে জিম। ঝাঁকুনি বেশি হলে ব্যথাও বাড়ছে। ভুলে থাকার জন্যে চোখ বন্ধ করে

মেলোডির কথা ভাবতে শুরু করলো। মেলোডি···ডন···ছোট্ট র‍্যাঞ্চ··· ঝর্না···কটনউড পাতার মর্মর···কফির গন্ধ···

খুব ধীরে কাটছে সময়।

ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগলো। আর এক ধরনের পুরনো পরিচিত গন্ধ। অ্যাপাচিদের আস্তানা।

মুখ তুলে তাকালো জিম। স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে এখনও ওই দৃশ্য, তেমনি শব্দ, তেমনি গন্ধ। মনে হলো যেন এখুনি বেরিয়ে আসবে তার স্ত্রী। কিন্তু সে আর কোনোদিন আসবে না, মারা গেছে।

চ্যাপ্টা, কঠিন চেহারা মানুষগুলোর, ঠেলে বেরোনো চোয়াল। ও-রকম মানুষের সংগে কতোদিন শিকারে গেছে সে, মেকসিকোতে গেছে ঘোড়া ধরে আনার জন্যে। হয়তো সেই মানুষদের কেউ, তার পরিচিত কেউ আছে এখানে, তাকে দেখলে চিনবে।

হৈ-হৈ করে ছুটে এলো ইনডিয়ানরা।

ঘোড়া থেকে নামানো হলো জিমকে। নামানো মানে ধাক্কা দিয় ফেলে দিলো। তারপর ঘাড় ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো।

আগুনের কাছে নিয়ে আসা হলো তাকে। চেঁচিয়ে অ্যাকোয়াকে গাল দিলো জিম।

দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো মোহাকু, কাছে এলো।

'আমাদের ভাষা জানে শাদাটা,' সর্দারকে বললো অ্যাকোয়া। 'অনেক গালমন্দ করেছে আমাকে।'

বারো

জিমের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। কারো অনুমতি না নিয়েই সামনে এক পিপে ঠাণ্ডা পানি দেখে তাতে হাত ডুবিয়ে দিলো সে। ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতে লাগলো। তাতে বাধা দিলো না কেউ।

'এ-সময়ে এতো শান্ত,' বিড়বিড় করলো মোহাকু। 'খুব সাহস।' গর্জে উঠলো হঠাৎ, 'এই তোমার সঙ্গীরা কোথায়?'

'আমি একা এসেছি, মোহাকু,' জবাব দিলো জিম।

'নাম জানলে কিভাবে?'

'ফোর্ট মিডেতে আর্মীর সংগে যখন চুক্তি করছিলে, তখন দেখেছি তোমাকে।'

'চুক্তি! সব শাদা মানুষের শয়তানী। কথার কোনো দাম নেই।' তীক্ষ্ণ হলো মোহাকুর কণ্ঠ, 'যোদ্ধারা কোথায়?'

'বললাম তো আমি একা এসেছি।'

ঘোড়ার পিঠের জিনটা দেখালো মোহাকু। 'তাহলে যোদ্ধাদের চিহ্ন কেন?'

'একসময় ওদের দলে ছিলাম। এখন আর নেই।'

বসলো মোহাকু। তাকালো বন্দির হাতের দিকে। ফোলা অনেক কমেছে। আরও কমলে তারপর শুরু করবে, নইলে এক ব্যথা থাকলে আরেক ব্যথা বিশেষ টের পাবে না। 'তুমি যদি ওদের লোক না-ই হও, গুপ্তচর না হও, আমাদের দেশে এসেছো কেন?'

দ্বিধা করলো জিম। কণ্ঠে চরম অবজ্ঞা ফুটিয়ে বললো, 'সেটা তোমার জানার দরকার নেই, সর্দার। শুধু এটুকু জেনে রাখো, তোমার বা তোমার লোকের কোনো ক্ষতি করতে আমি আসি-নি।'

উঠে চলে গেল মোহাকু। তার সংগে গেল অনোরা। জিম এখন একা। হাতের ফোলা আর ব্যথা দুই-ই কমেছে। তাকালো অ্যাপাচিদের ঘরগুলোর দিকে। ঘর না বলে তাঁবু বলাই ভালো। চারা গাছ কেটে পিরামিড-আকৃতির কাঠামো বানিয়ে ঘাস কিংবা চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। একসময় ওরকম একটা ঘর জিমেরও ছিলো। ঘরগুলোর কাছেই ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খেলছে। যোদ্ধাদের কাউকে চোখে পড়ছে না, কিন্তু সে জানে, আড়ালে লুকিয়ে তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে ওরা। পালানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না।'

বসে বসে ভাবছে জিম। পরিচিত কেউ নেই এখানে। তাকে মরতেই হবে। নিষ্ঠুর, কঠিন মৃত্যু। অথচ এতো তাড়াতাড়ি মরতে সে চায় না।

খাবার নিয়ে এলো এক অ্যাপাচি মহিলা। তাকে ধন্যবাদ

জানালো জিম। মহিলার চোখে বিস্ময় ফুটতে দেখলো।

পাত্রে করে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এলো মহিলা।

কেন এই আতিথ্য? করুণা, নাকি খাইয়ে-দাইয়ে শক্ত করে নিচ্ছে যাতে মরতে দেরি হয়?

না, করুণাই। মহিলার চোখে সেটা স্পষ্ট দেখলো জিম।

খাবার যা আনা হয়েছে, সব চেটেপুটে খেয়ে নিলো সে। যখন মরবে তখন দেখা যাবে, আগে থেকেই হা-হুতাশ করে লাভ নেই। হ্যাঁ, যা ভাবছিলো, এতো সকালে মরতে চায় না সে। অনেক কাজ বাকি এখনও। ' আবার বিয়ে করবে, নিজের বাড়ি হবে ছেলে হবে স্ত্রী-পুত্র আর থাকার একটা নির্দিষ্ট জায়গাই যদি না থাকলো, পুরুষের জন্মই বৃথা—এটা তার নিজস্ব দর্শন।

সন্ধ্যার পর মশাল জ্বললো, জ্বালানো হলো অগ্নিকুণ্ড। দল-বল নিয়ে ফিরে এলো মোহাকু। জিমকে ঘিরে বসলো সবাই। সময় উপস্থিত, বুঝলো সে।

সর্দারের ইশারায় চিত করে মাটিতে শুইয়ে ফেলা হলো বন্দিকে। দুই হাত দু'দিকে ছড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো কয়েকজনে। কব্জির কাছে এমনভাবে ধরা হয়েছে, মুঠো বন্ধ করতে পারছে না জিম। গাছের বাকলে করে জ্বলন্ত কয়লা তুলে এনে তার খোলা তালুতে রাখলো অ্যাকোয়া।

প্রচণ্ড যন্ত্রণা। চামড়া পোড়া গন্ধ ঢুকলো জিমের নাকে। মুখ অবিকৃত রাখলো। শান্তকণ্ঠে বললো, 'মেয়েমানুষের গোলাম! ভীতু খরগোশ!'

অ্যাকোয়ার চোখে ঘৃণা আর বিজয়ের মিশ্রণ। 'এই তো সবে শুরু। দেখবো কতো সহ্য করতে পারো।'

জিনের সংগে বাঁধা জিমের ব্যাগ খোলার আদেশ দিলো মোহাকু। অপেক্ষায়ই ছিলো কয়েকজন যোদ্ধা, ছুটে গেল। সব ঢেলে ফেললো মাটিতে। একজন দেখলো প্রতিকৃতিটা, অবাক হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলো সর্দারের কাছে।

একনজর দেখেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মোহাকু, 'ছাড়ো ওকে! ছেড়ে দাও।'

জিমকে যারা ধরেছিলো, ছেড়ে দিয়ে সরে গেল।

রাগে কালো হয়ে গেল অ্যাকোয়ার মুখ, চেঁচিয়ে উঠলো, 'ও আমার বন্দি!'

ঠাণ্ডা গলায় বললো মোহাকু, 'ওকে আমার দরকার।'

'তা হয় না! আমি ওকে ধরে এনেছি…'

অ্যাকোয়ার কথায় কান দিলো না সর্দার।

হাত থেকে ঝেড়ে কয়লা ফেলে দিয়েছে জিম, ক্ষত পরীক্ষা করছে। পোড়েনি বিশেষ, চামড়া সাংঘাতিক শক্ত। মুঠো করতে পারে কিনা দেখলো সে, পারে, তবে ফোসকা পড়ে যাওয়ায় ব্যথা লাগে।

মোহাকুর ইঙ্গিতে ছুরি হাতে এগিয়ে এলো ওঝা। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে, খানিকক্ষণ চেঁচিয়ে, খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে কি সব পড়লো। মন্ত্রপুত করছে দুটো ছুরি।

এসব অনেক দেখা আছে জিমের। সেদিকে তাকালো না। সে তার পোড়া হাতের সেবায় ব্যস্ত।

জিমের হাতে একটা ছুরি গুঁজে দিয়ে সরে গেল ওঝা।

'যেহেতু ধরে এনেছো,' অ্যাকোয়াকে বললো মোহাকু, 'তোমার একটা অধিকার আছে। নাও, সুযোগ দিলাম।'

এক টানে গায়ের আর্মী জ্যাকেট খুলে ফেললো অ্যাকোয়া। ছুরি হাতে লাফিয়ে এসে পড়লো জিমের সামনে।

'শাদা মানুষ,' জিমকে জিজ্ঞেস করলো মোহাকু, 'বুঝতে পারছো?'

'পারছি। অনেকদিন থেকেছি আমি অ্যাপাচিদের সংগে।'

পোড়া হাতেই শক্ত করে ছুরি চেপে ধরলো জিম।

একে অন্যকে সামনে রেখে ঘুরতে শুরু করলো ওরা। দু'জনের চোখেই ঘৃণা। দু'জনেই বুঝতে পারছে, প্রতিপক্ষ ভয়ানক বিপজ্জনক। সামান্য এদিক ওদিক হলে, ভুল করলেই সর্বনাশ।

লাফিয়ে আগে বাড়ালো অ্যাকোয়া, শাঁই করে ছুরি চালালো। এতোই দ্রুত, পুরোপুরি সরে যাওয়ার সময় পেলো না জিম। ছুরির আগা লেগে কাঁধের কাছে চিরে গেল তার শার্ট, চামড়া কেটে রক্ত বেরোলো।

অ্যাকোয়াকে পিছাতে দিলো না জিম। বুট দিয়ে মাটিতে চেপে ধরলো তার মোকাসিন পরা পা। তারপর পা-টা ছেড়েই লাথি মারলো উরুতে। সামান্য বেসামাল হয়ে গেল অ্যাকোয়া। এই সুযোগে ছুরি চালালো জিম। ঠিকমতো লাগাতে পারলো না। একেবারে বিফলও হলো না। বুকের এক পাশে গভীর হয়ে চিরে গেল অ্যাকোয়ার। রক্ত দেখা গেল।

আবার দু'জনে দু'জনকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো।

উত্তেজনায় ঘামছে দর্শকরা, ঘাম-চকচকে মুখ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। আগুনের আলোয় লালচে, বিকট দেখাচ্ছে চেহারাগুলো।

আবার লাফ দিয়ে এসে পড়লো অ্যাকোয়া। ছুরি চালালো। লাগাতে না পেরে ভারসাম্য হারালো।

ল্যাঙ মারলো জিম। মাটিতে পড়তে পড়তেও সামলে নিয়েছিলো প্রায় অ্যাকোয়া, কিন্তু লাথি মেরে তার এক পা ভূমি থেকে সরিয়ে দিলো সে। ধপাস করে চিত হয়ে পড়লো বিশালদেহী ইনডিয়ান।

প্রায় উড়ে এসে তার ওপর পড়লো জিম। বুট দিয়ে অ্যাকোয়ার দুই হাত মাটিতে চেপে ধরে বুকের ওপর বসলো। এক হাতে চুল আঁকড়ে ধরে ছুরিটা গলায় লাগালো জবাই করার ভংগিতে।

হাত নাড়তে পারছে না, গলা সরাতে পারছে না, পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকলো না অ্যাকোয়ার।

উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো দর্শকেরা।

জিমের উদ্দেশ্য বুঝে এগিয়ে এলো মোহাকু। 'অ্যাকোয়া, তোমাকে বাঁচার সুযোগ দিচ্ছে শাদা মানুষ। বাঁচবে, নাকি বীরের মতো মরবে?'

দ্বিধা করছে অ্যাকোয়া। বাঁচলে সারাজীবন কাপুরুষ খেতাব নিয়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু পরোয়া করে না সে। মরে গেলে তো শেষই হয়ে গেল। বেঁচে থাকলে কোনো এক সুযোগে শাদা মানুষটাকে খুন করে তার মুণ্ড কাটবে, দুর্নাম ঘুচবে তখন।

আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে অ্যাপাচি সমাজে।

'বাঁচবো,' বিড়বিড় করলো সে।

ছেড়ে দিয়ে উঠে এলো জিম।

মার খাওয়া কুকুরের মতো উঠে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল অ্যাকোয়া।

'শাদা মানুষ,' মোহাকু বললো, 'তোমার মন কি বলে? আরও অনেকদিন বাঁচবে?'

'বাঁচবো।'

'দেখা যাক, তোমার ভাগ্যে কি লেখা আছে।'

তেরো

আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা। ছড়িয়ে পড়ছে কালো মেঘ, ছুটে চলেছে পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে। দ্রুত নামছে নিচে।

মেঘের ছোঁয়ায় ঠাণ্ডা হলো বাতাস। মরুর তপ্ত বালিরাশিকে শীতল করতে করতে ছুটে গেল পর্বতের দিকে। গিরিকন্দরে হাহাকার তুলে, গাছের পাতার দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়ে, আদিম কালো পাথরের চাঙড়ে প্রতিহত হয়ে গুঙিয়ে উঠলো, তারপর পাশ কেটে তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে ধেয়ে গেল উপত্যকার দিকে।

ঝড়ো বাতাসে পর্দা দুললো। কাপড় ইস্তিরি করতে করতে মুখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো মেলোডি। ঝরা শুকনো পাতা বাতাসের দাপটে গড়িয়ে চলেছে উঠন দিয়ে, ফুলে ফুলে উঠছে ঘোড়ার কেশর, লেজ উড়ছে।

ঠাণ্ডা হয়ে আসা ইস্তিরিটা চুলার ওপর দিয়ে গরম হওয়া আরেকটা নিয়ে ফিরে এলো সে। কাপড়ে চাপা দেয়ার আগে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো গরমটা ঠিক আছে কিনা।

জানালা দিয়ে মেঘ দেখছে ডন। দেখতে দেখতে পাহাড়ের

মাথায় পৌঁছে গেছে কালো মেঘ।

'মা, খুব বৃষ্টি হবে।'

'হ্যাঁ।'

'কেন, মা? বৃষ্টি হয় কেন?'

'ঈশ্বরের ইচ্ছে পৃথিবীকে সবুজ বানাবেন, তাই। এ-সময়ের বৃষ্টিকে ইনডিয়ানরা বলে চাষের বৃষ্টি।'

চাষের বৃষ্টি। গাছের মাথার ওপরে আকাশের দিকে তাকালো মেলোডি।

মেঘ জমছে, ঘন হচ্ছে, কালো হচ্ছে, আরও কালো। ইস্তিরি রেখে দরজার দিকে এগোলো সে। আকাশের মতোই তার মুখেও দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

আর সময় নেই। ঝড় শুরু হবে। নামবে অঝোরে বৃষ্টি। সে-বৃষ্টি শেষ হওয়ার আগেই নিরাপদ জায়গায় পালাতে হবে তাদের-কে, পানিতে ধুয়ে যাবে সমস্ত ছাপ, অ্যাপাচিরা আর খুঁজে পাবে না।

দ্রুত হাতে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলো মেলোডি। পালানো ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই, ইনডিয়ানরা আসার আগেই চলে যেতে হবে।

দরকারী কাপড়চোপড় আর অন্যান্য জিনিস কম্বলে রেখে গুটিয়ে তার ওপর পুরনো তারপুলিন জড়ালো সে।

অবাক হয়ে মাকে দেখছে ডন।

ছেলের সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চোখ পড়লে মেলোডি বললো, 'পিকনিকে যাবো।'

সন্দেহ দেখা দিলো ডনের চোখে। 'বৃষ্টির মধ্যে?'

'বৃষ্টির মধ্যেই তো আনন্দ। অনেক দূরে যাবো আমরা, তুমি মায়ের দেখাশোনা করবে, যত্ন নেবে। পারবে না?'

'পারবো,' সংগে সংগে মাথা কাত করলো ডন। 'তারমানে আমি আলাদা ঘোড়ায় চড়বো? একা?'

'হ্যাঁ, চড়বে। ঘোড়ায় চড়তে তো শিখেছোই। এসো, আমাকে সাহায্য করো।'

জিনিসপত্র গোছালো, কিন্তু বেরোনো আর হলো না। দেরি করে ফেলেছে। ঢাল বেয়ে নামতে দেখা গেল ইনডিয়ানদের।

বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটানো শুরু হলো মেলোডির। 'ডন, তুমি ঘরে থাকবে। খবরদার, বেরোবে না। ওরা আমার সংগে কথা বলতে চায়।'

বারোজন ইনডিয়ান, সাথে একজন বন্দি। লোকটার মাথা ঝুলে পড়েছে। মুখ দেয়া যায় না।

কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামলো মোহাকু। বন্দিকে টেনে নামানো হলো।

'তোমার স্বামী?' মেলোডিকে জিজ্ঞেস করলো সর্দার।

মাথা তুললো লোকটা। হাতে কি যেন হয়েছে। কিন্তু সেসব খেয়াল করার সময় নেই মেলোডির।

জিম ফিরে এসেছে, জিম স্যাণ্ডারস!

'কী' আবার জিজ্ঞেস করলো মোহাকু, 'বলো?'

সর্দারের ইঙ্গিতে একজন এক বালতি পানি ছুঁড়ে দিলো জিমের মুখে। চোখ মিটমিট করলো সে, ঝাড়া দিয়ে পানি

সরালো, সোজা হলো।

কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, বুঝলো মেলোডি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হাসলো। নেমে এলো সিঁড়ি থেকে। 'হ্যাঁ, আমার স্বামী।' জিমের একটা হাত তুলে নিলো নিজের হাতে।

তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে মোহাকু। মেলোডি মিথ্যা বলছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। বললো, 'শাদা মানুষ, অ্যাপাচিদের সংগে থেকেছো তুমি অনেকদিন, ভালোই হয়েছে। ক্ষুদে যোদ্ধাকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে, জানো। ওকে মোহাকুর যোগ্য ছেলে হিসেবে গড়ে তুলো, দেখো, ভুল না হয়।' ছোট ছোট হয়ে এলো চোখ। 'ঈগলের মতো নজর, বীবরের ধৈর্য আর পুমার সাহস যেন হয় ওর। যদি না পারো, জেনে রাখো, সময় আসার আগেই মরতে হবে তোমাকে।'

ঘুরে গিয়ে ঘোড়ায় চড়লো সর্দার। একটি বারও পেছন ফিরে তাকালো না আর, চলে গেল দলবল নিয়ে।

জিমের দুর্বলতা বুঝতে পারছে মেলোডি। ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এলো তাকে।

দূরে বাজ পড়লো পাহাড়ের মাথায়, একটা দুটো করে বৃষ্টি ফোঁটা পড়তে শুরু করলো, বড় বড় ফোঁটা। পড়তে না পড়তেই ছ্যাঁৎ করে শুষে নিলো উষর রুক্ষ মাটি।

জিমকে বিছানায় বসালো মেলোডি।

এতোই ক্লান্ত, বসে থাকার শক্তিটুকুও নেই জিমের, বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। শুতে না শুতেই ঘুমে অচেতন। তার হাতের ফোসকা, ফোলা কব্জিতে নীল দাগ, কাঁধের কাটা ক্ষত ভালোমতো

দেখলো মেলোডি। রক্তাক্ত শার্টটা খুলে রাখলো মেঝেতে। অনেক পানি দরকার, বালতি নিয়ে ঝর্নায় চললো পানি আনতে। বৃষ্টি বেশি নামলে তখন আনতে কষ্ট হবে।

ইনডিয়ানদের পিছু পিছু লুকিয়ে গাঁয়ে গিয়েছিল টিংকার, সেখান থেকে অনুসরণ করে এসেছে র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত। ওরা চলে যাওয়ার পরও লুকিয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ, তারপর যখন বুঝেছে আর কোনো বিপদ নেই বেরিয়ে এসেছে ঝোপের ভেতর থেকে। ঢাল বেয়ে তাকে খুঁড়িয়ে নামতে দেখলো মেলোডি।

পেছনে গাছের আড়াল থেকে বেরোলো অ্যাকোয়া। হাতে উদ্যত বর্শা। টিংকার দেখেনি।

চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করলো মেলোডি। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। কুকুরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে মাটিতে গেঁথে গেল বর্শার ফলা। অসহায় আর্তনাদ করে উঠলো টিংকার, মুক্তির জন্যে ছটফট করতে লাগলো।

মেলোডির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হানলো একবার অ্যাকোয়া। টান দিয়ে বর্শাটা তুলে নিয়ে হারিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

শক্তি ফুরিয়ে আসছে বিশাল কুকুরটার। কুঁই কুঁই করছে শুধু। শত্রুর পিছু নেয়ার ক্ষমতা নেই।

বালতি রেখে দৌড়ে এলো মেলোডি। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে কুকুরটার পেটের দুদিকের ফুটো দিয়ে। কিছুই করার নেই আর। মাথায় হাত রেখে কোমল স্বরে বললো, 'টিংকার, লক্ষ্মী টিংকার!'

হাত চাটার চেষ্টা করলো কুকুরটা, পারলো না, ঢলে পড়লো

মাথা।

উঠে দাঁড়ালো মেলোডি, অ্যাকোয়া যেদিকে গেছে সেদিকে তাকালো। লোকটার প্রতি ঘৃণায় নাক সিঁটকালো। খুনেটার ক্ষিপ্রতা দেখেছে, বাড়লো আশঙ্কা। পানি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরলো কেবিনে।

বৃষ্টির তোড় বেড়েছে। দরজা বন্ধ করে খিল আটকে দিলো মেলোডি। চুলায় পানি গরম বসালো। ইমারজেনসি বক্স খুলে ব্যাণ্ডেজ আর ওষুধ বের করলো। গরম পানি আর অ্যানটি-সেপটিক দিয়ে জিমের হাতের ক্ষতগুলো ভালো করে ধুয়ে, মলম লাগিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধলো।

উঠে বসলো জিম। 'আমি ঠিকই আছি।'

'আরেকটা ব্যাণ্ডেজ বাকি। কাঁধের কাটাটা কম না।'

'দরকার কি? আরও কাজ আছে আমার।'

'দেখেছেন তাহলে?'

ভুরু কোঁচকালো জিম। 'কী?'

'অ্যাকোয়া। টিংকারকে খুন করেছে।'

স্থির হয়ে গেল জিম। হাতের ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকালো। টিংকার···যাযাবর এক মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু···

'অযথা বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারলো···,' রাগে কথা আটকে গেল মেলোডির।

'তখন কেটে ফেলাই উচিত ছিলো,' বিড়বিড় করলো জিম।

'বুঝতে পারছি কেমন লাগছে আপনার। প্রিয় কুকুর···'

আবার ব্যাণ্ডেজের দিকে তাকালো জিম। নিজেকেই যেন

সান্ত্বনা দিলো, 'আসলে এমনিতেও মরার বয়েস হয়েছিলো ওর। বুড়ো হয়েছে। এগারো বছর ধরে আছে আমার সংগেই··· আজ না হোক, দু'দিন পরে হলেও···

আর শুনতে পারলো না মেলোডি। জিমকে থামিয়ে দিয়ে তার কাঁধের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সরে পড়লো ওখান থেকে। আর কোনো কাজ করতেই ইচ্ছে হলো না। ডন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো সে-ও।

বদমেজাজী বিশাল কুকুরটার কথা মন থেকে সরাতে পারছে না মেলোডি। বিশাল, কুৎসিত চেহারার বদমেজাজী এক লুডুয়ে কুকুর, সামান্য আদরেই গলে যায়, অথচ আদর করার সুযোগ দিতে চায় না। অদ্ভুত! ওই মানুষটার স্বভাবই পেয়েছিলো তার কুকুরটাও।

শীতশীত লাগলো, গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিলো মেলোডি। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব, কিন্তু আজ আর ভয় নেই তার। মানুষটা ফিরে এসেছে। আশ্চর্য এক প্রশান্তি আজ ঘরে, অস্বস্তির নাম-গন্ধও নেই। বিছানাটা এতো আরামদায়ক মনে হয়নি অনেকদিন।

লুকের কথা ভাবলো মেলোডি। তার মন থেকে মরে গেছে লুক, জীবনের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে চিরতরে। সেখানে আর কোনোদিন তার ঠাঁই হবে না। জিমকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে কোনো দ্বিধা নেই।

দ্বিধা থাকলেও কিছু করার ছিলো না মেলোডির। মোহাকুর কোনো বীরকে স্বামী হিসেবে নেয়ার চেয়ে জিমকে বরণ করা অনেক, অনেক ভালো। জিমকে ভালো লাগার একটা বড় কারণ,

তার সংগে মেলোডির বাবার স্বভাবের অনেক মিল রয়েছে। তার বাবা যেমন তার মায়ের যোগ্য বর হয়েছিলো, তার মাকে সুখে রেখেছিলো, মেলোডির আশা, জিমও তাকে তেমন সুখে রাখবে।

বাইরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো। জানালায় ধাক্কা মারলো ঝড়ো বাতাস। পাল্লা খুলতে পারলো না বটে, কিন্তু ফাঁক দিয়ে ঘরে ছিটালো পানির কণা, চুলায় পড়তেই হিঁসস করে ফুঁসে উঠলো আগুন।

ডনের গায়ে হাত রেখে দেখলো মেলোডি, অঘোরে ঘুমাচ্ছে, বাজের শব্দ তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। সে-ও আজ খুশি, তার প্রিয় মানুষটা ফিরে এসেছে।

না, ঘুম আসবে না।

উঠে পড়লো মেলোডি। রুটি বানানোর জন্যে ময়দা ডলে রাখলো। টুকিটাকি আরও কয়েকটা কাজ সারলো। চোখ পড়লো জিমের ময়লা শার্টটার ওপর। মেঝেতেই পড়ে আছে। জিম ঘুমাচ্ছে।

পানির বালতিতে শার্টটা রাখার জন্যে তুললো মেলোডি। খটাং করে পকেট থেকে পড়লো কি যেন। কুড়িয়ে নিয়ে এলো আলোর কাছে। চেনা জিনিস। লুকের কাছে ছিলো এটা। ছবির উল্টো পিঠে গভীর একটা দাগ। কিসের দাগ বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। জিমের পকেটে কি করে এসেছে তা-ও আন্দাজ করতে পারলো।

সামান্যতম দ্বিধা যা-ও বা ছিলো মেলোডির, তা-ও চলে

গেল। সামাজিক বা ধর্মীয়, আর কোনো বাধা নেই। সে এখন মুক্ত, স্বাধীন।

আলো নিভিয়ে কাপড় পাল্টে আবার শুয়ে পড়লো মেলোডি। বাইরে বাড়ছে বৃষ্টির বেগ, কেবিনের পুরনো চালের ফুটো দিয়ে টপটপ করে ঘরের ভেতর পড়ছে পানি, জ্বলন্ত কয়লার ওপর পড়লেই ছ্যাঁৎ করে উঠছে। পড়ুক। ঝড়-বৃষ্টি যতোই আসুক, আজ আর কোনো ভয় নেই মেলোডির।

চোদ্দ

সকালে ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হলো। চোখ মেললো মেলোডি। নিরব ঘর। পাশে হাত ছড়ালো। নেই। ঝট করে পাশ ফিরে চাইলো। ডনও নেই, জিমও নেই।

উঠে এসে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলো, ঘোড়াকে খড় খাওয়াচ্ছে জিম, ডন তাকে সাহায্য করছে।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিলো মেলোডি।

শক্ত মাটি ভিজে কাদা হয়ে গেছে। চালের কিনার থেকে পানি ঝরছে। বৃষ্টি থেমেছে এই অল্পক্ষণ আগে, তবে আবার আসবে। আকাশের কালো মুখ কালোই রয়েছে, দেরি আছে ফরসা হতে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ধেয়ে চলেছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, ওগুলো একসংগে মিললেই আবার নামবে ঝমঝম্ করে বৃষ্টি।

নাস্তা তৈরি করতে বসার আগে চুল আঁচড়ে নিলো সে।

ঘোড়াকে খড় খাইয়ে ফিরে এলো জিম, তার পেছনেই ঢুকলো ডন।

ডন আগে গোসল সারলো, তারপর গেল জিম। ভেজা চুল আঁচড়ে এসে বসলো টেবিলে। কি জানি কেন, মেলোডির দিকে তাকাতে পারছে না। বার বার তাকাচ্ছে হাতের ব্যাণ্ডেজের দিকে। কাঁধের কাটায় এখনও টনটনে ব্যথা।

টেবিলে খাবার দিলো মেলোডি।

নিরবে খাওয়া সারলো জিম। এক কাপ কফি শেষ করলো। নাস্তা সেরে বেরিয়ে গেল ডন।

'আর দেবো?' জিজ্ঞেস করলো মেলোডি।

'থ্যাংকস।' কাপ বাড়িয়ে দিলো জিম।

নিরবে কফিতে চুমুক দিতে লাগলো সে। কথা বলতে মুখ খুলেও থেমে গেল।

'তাড়াতাড়ি খেয়ে শার্টটা খুলুন। মলম লাগাবো।'

জিভ-গলা পুড়িয়ে প্রায় দুই ঢোকে কাপের গরম কফিটুকু গিলে ফেললো জিম। 'দাঁড়ান, আগে একটা জিনিস দেখাই।' শার্টের পকেটে হাত দিলো। নেই। 'এটাতে না···'

'আরেকটার পকেটে রেখেছিলেন। কাল যেটা গায়ে ছিলো।'

'দেখেছেন তাহলে?'

'লুক দিয়েছে আপনাকে?'

'না। তার লাশের পাশ থেকে নিয়েছি।'

সেটা রাতেই বুঝেছে মেলোডি, ছবিটার গায়ে বুলেটের দাগ দেখেই।

'লুক মারা গেছে,' শান্তকণ্ঠে বললো মেলোডি। দুই চোখের কোণে দুই ফোঁটা পানি দেখা দিলো এতোক্ষণে। নিরবে বসে

রইলো, আর কোনো কথা নেই।

'গতরাতেই বলতে চেয়েছিলাম,' কৈফিয়তের সুরে বললো জিম।

'এরকম কিছু হবে, আগেই জানতাম আমি। ও যে আর কোনোদিন ফিরবে না, জানতাম।'

আরেক কাপ কফি ঢেলে নিলো জিম। কথা গোছাতে শুরু করলো মনে মনে। চুমুক দিতে দিতে শূন্য হয়ে গেল কাপ, কিন্তু কথা আর শুরু করতে পারলো না। কি করে বলবে ওই মহিলাকে, তার স্বামীকে সে খুন করেছে? কি করে বোঝাবে, বাধ্য হয়েই কাজটা করতে হয়েছে তাকে? নইলে তার নিজের জীবন যেতো। লুকও বেঁচে থাকতো না, ইনডিয়ানরা তাকে মেরে ফেলতোই।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ছুটে এসে জিমের হাত ধরলো ডন।

'এই আস্তে, আস্তে,' হুঁশিয়ার করলো মেলোডি, 'হাতে ব্যথা পাবে।' স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওখান থেকেই ফিরে চেয়ে বললো, 'আপনার খুব দয়া।'

'দয়া?' বোকা হয়ে গেল জিম। 'আমার?'

'এই যে এতো বিপদের তোয়াক্কা না করে আমাদের নিতে এসেছেন।'

'আপনাকে একটা জিনিস দেবো,' হাত ধরে টানলো ডন। 'আমার ইনডিয়ান হেডব্যাণ্ড। মোহাকু দিয়েছে। না, মা?'

হেডব্যাণ্ড আনতে চললো ডন।

টেবিলের নিচে অস্বস্তিভরে পা নাড়লো জিম। আরেক কাপ

কফি নিলো।

'বীরের মতো মরতে পছন্দ করে ইনডিয়ানরা,' স্টোভ জ্বালছে মেলোডি। 'লুক কি ভালোভাবে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম।'

স্টোভ ধরিয়ে ইস্তিরি গরম করতে শুরু করলো মেলোডি। আগের দিন নানা ঝামেলায় ধোয়া কাপড় সব ইস্তিরি করে সারতে পারেনি। আজ সারবে। কাজ করতে করতে ভাবছে, মাঝে মাঝে জিমের ভাবসাবে অস্বস্তি বোধ করে সে, ঠিক বুঝতে পারে না তখন মানুষটাকে।

জিম বলছে না বটে, কিন্তু মেলোডি ঠিকই অনুমান করে নিয়েছে, লুকের মৃত্যুর পেছনে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। বললো, 'ডন বড় হলে তাকে বলতে পারবো, তার বাবা বীরের মতোই লড়াই করে মরেছে।'

ফিরে এলো ডন। 'এই যে আমার হেডব্যাণ্ড,' টেবিলে রাখলো ওটা। 'আপনি কপালে বাঁধুন, ব্যস, সর্দার হয়ে যাবেন।'

ব্যাণ্ডটা হাতে নিয়ে দেখলো জিম। 'খুব সুন্দর,' রেখে দিলো আবার টেবিলে। 'কিন্তু বাপ, আমি তো এটা নিতে পারি না। এটা তোমাকে দিয়েছে, আমাকে নয়। মোহাকুর হৃদয় অনেক বড়, সে যাকে কিছু দেয় অন্তর খুলে দেয়। এটা তোমার কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত হবে না। কাউকে নিতে দেবে না। মনে রাখবে, যদি কেউ নিতে চায়, তোমাকে মেরে তারপর নিতে হবে।

'ডন, অনেক কিছু শিখতে হবে তোমাকে। মোহাকু, যেভাবে চায় সেভাবে। না শিখলেও পারতে, যদি এই অঞ্চলে-না থাকতে। তাছাড়া শিখলে তোমারই লাভ। মস্ত বড় এই মরু-ভূমি, যদি কখনও হারিয়ে যাও, পথ চিনে বাড়ি ফিরতে হবে। খাবার আর পানি কি করে জোগাড় করতে হয় না জানলে তো বাঁচবেই না, ফিরবে কিভাবে?'

'আপনি আমাকে শেখাবেন?'

ডনের কাঁধে হাত রাখলো জিম। 'নিশ্চয়। যা যা জানি আমি সব শেখাবো তোমাকে।'

পুকুরের পাড়ে বসে কাপড় কাচছে মেলোডি।

ঘোড়ায় চড়ে ঢাল বেয়ে নেমে এলো জিম। পেছনে জিনের ওপর ঝোলানো একটা মৃত হরিণ।

হেসে বললো মেলোডি, 'বাহ্, কপাল খুলে গেছে আমাদের। তাজা মাংস।'

খানিক দূরে একটা পাথরে বসে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে ডন।

ঘোড়া থেকে নামলো জিম। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললো, 'মাথা ঘোরাবেন না। পেছনে ঝোপের ভেতরে ঘাপটি মেরে আছে একজন অ্যাপাচি। ঝুঁকে থাকা পাইন গাছটার তলায়।'

'সাংঘাতিক চোখ তো আপনার। কয়বারই তো ওদিকে চাই-লাম, কই, কিছুই তো দেখিনি।'

'দেখাও শিখতে হয়। পরশুও ওখানে ছিলো একজন।'

কচি ঘাসের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোড়া বেঁধে ফিরে এলো সে। সিগারেট বানানোর সরঞ্জাম বের করলো।

'কেন?' চোখ নাচালো মেলোডি। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মনে হয় ডনের ওপর চোখ রাখছে। মোহাকু পাঠিয়েছে।'

আবার কাপড় কাচায় মন দিলো মেলোডি।

ডনের কাছে এসে দাঁড়ালো জিম। হ্যাট খুলে চুলে আঙুল চালালো। কটনউডের নিচে বেশ ঠাণ্ডা, আরাম। ব্যাপারটা কি? আরাম-আয়েস বিলাসিতার দিকে ঝুঁকছে কেন সে—ভেবে অস্বস্তি বোধ করলো জিম। নরম হয়ে আসছে সে? নাকি বয়েস?

'ওখানে তো মাছ পাবে না।'

'কোনোদিনই পায় না,' বললো মেলোডি। 'ছিপ ফেলে অযথাই বসে থাকে।'

'মাছ তো আছে,' ভুরু কুঁচকে পুরো ডোবাটায় চোখ বোলালো জিম। 'চেষ্টা করলে ধরাও যায়।'

'যায়?' আগ্রহে উজ্জ্বল হলো ডনের চোখ। 'দিন না ধরে।'

একটা শার্ট কেচে নিয়ে পানিতে নামলো মেলোডি। ধুয়ে, ভালোমতো চিপে সোজা হলো। 'ওর একজন বাবা দরকার। বয়েস তো বাড়ছে। আমাকে ভালোবাসে সে, কথা শোনে না তা নয়। তবে মাঝে মাঝে বেয়াড়াপনা করে বসে, মানতে চায় না। মেয়েমানুষ তো আমি।'

হাসলো জিম। 'আরও বড় হতে দিন, দেখবেন সুন্দরী

মেয়েমানুষের গোলাম হয়ে যাবে। কথা শুনবে না আবার।'

রক্ত জমলো মেলোডির গালে। 'বাপের মতো হলে শুনবে না।'

'আরে শুনবে শুনবে, বাপের মতো হবে কেন?'

'আমি চাই না, বড় হয়ে ও এখানে থাকুক।'

'সেটা তখন তার ইচ্ছে। তবে এখন এখানেই ভালো হবে ওর জন্যে। চমৎকার জায়গা। কাজ শিখতে পারবে। তাছাড়া নিরাপদ, মোহাকুর এলাকা এটা।'

চোখ তুলে চাইলো মেলোডি। 'মোহাকু তো আর চিরকাল বাঁচবে না।'

'তা ঠিক। ভালো বন্ধু যেমন আছে, অ্যাকোয়ার মতো পাজী শত্রুও আছে এখানে।'

অ্যাকোয়ার চোখের ঘৃণা মনে পড়লো মেলোডির। কুকুরটাকে কি নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে, ভেসে উঠলো স্মৃতির পর্দায়। কেঁপে উঠলো সে।

'মোহাকুর মৃত্যুর পর অ্যাকোয়া সর্দার হওয়াও অস্বাভাবিক নয়,' আবার বললো জিম। 'আপনাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলছি না এসব, যা সত্যি···'

'আসুন না,' অধৈর্য হয়ে ডাকলো ডন। বড়দের বকর বকর ভালো লাগছে না। তার চাই এখন মাছ।

হ্যাটটা আবার মাথায় রেখে জিজ্ঞেস করলো জিম, 'সূর্য কোনদিকে?'

'ওদিকে' পেছনে দেখালো ডন।

'তারমানে তোমার ঘাড়ের ওপর পড়ছে রোদ। ছায়া পড়ছে পানিতে। তুমি যেহেতু সে-ছায়া দেখছো, মাছও দেখতে পাচ্ছে। ছায়ার নড়াচড়ায় ভয়ে কাছে আসবে না মাছ। কাজেই, সব সময় সূর্যকে সামনে রেখে মাছ ধরতে বসবে, যাতে পানিতে তোমার ছায়া না পড়ে। মাছ ধরতে হলে এখন ওই পাড়ে গিয়ে বসতে হবে তোমাকে।'

'যাবো, মা?'

দ্বিধা করছে মেলোডি। পুকুরের ওদিকটাকে তার ভয়। পানি খুব গভীর ওদিকে, তাছাড়া বৃষ্টির সময় চোখা চোখা ডালপালা ভেসে এসে পড়ে ওখানটায়। 'পানি তো বেশি ওদিকে।'

'কেন, সাঁতার জানে না?'

'বয়েস কম···'

'এই বয়েসে অ্যাপাচিরা মিসৌরির বন্যা পাড়ি দেয়। যাও, ডন।'

ছিপটা তুলে নিয়ে রওনা হলো ডন।

অলস ভঙ্গিতে চেয়ে রইলো জিম। 'হ্যাঁ, ব্যস, হয়েছে।'

বসার জন্যে আশেপাশে সুবিধেমতো একটা পাথর খুঁজলো ডন। বসতে যাচ্ছিলো, জিমের কথায় আর বসলো না। 'ওখানে না। জঙলা জায়গায় বা ছায়ায় বসবে না কক্ষনো। গরমের সময় ছায়ায় চলে আসে সাপ, ঠাণ্ডায় রোদে।'

আরেকটা পাথর বেছে নিলো ডন। ওটাতে বসলে পানিতে ছায়া পড়ে না, ফাতনা দেখা যায় পরিষ্কার। আর যেহেতু রোদ, সাপ থাকারও ভয় নেই।

ছিপ ফেললো সে।

ভেজা কাপড় চিপে অ্যাপ্রনে হাত মুছছে মেলোডি, 'ডনকে সত্যি সত্যি অ্যাপাচি বানিয়ে ছাড়বেন নাকি?'

'মোহাকুর শত্রু হয়ে লাভ আছে?'

'খোকাকে ও ভালোবাসে।'

'খোকা? কাকে খোকা বলছেন? ছয়ের কম হবে না ওর বয়েস।'

'ছয় তো শিশুই।'

'দেখুন, এখানেই জন্মেছেন আপনি, বড় হয়েছেন। আপনার অন্তত জানা উচিত এখানে ছয় মানে অনেক বয়েস। বেশি নির্ভরতা মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। ও নিজেকে বাঁচাতে শিখুক, নইলে টিকতে পারবে না এদেশে।'

বিশাল এক কটনউড গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে পুকুরের পানির দিকে তাকিয়ে রইলো জিম। রোদে কাপড় শুকাতে দিয়ে পানির কিনারে একটা পাথরে বসলো মেলোডি। এলোমেলো চুলে পানির কণা ভোরের রোদে হীরের কণার মতো জ্বলছে। আড়চোখে তার দিকে চেয়ে মনে মনে আরেকবার স্বীকার করতে বাধ্য হলো সে, মেয়েটা সুন্দরী। কিন্তু এখনও তাদের মাঝে রয়েছে দুস্তর বাধা। লুক মরে গিয়ে আরও জটিল করে তুলেছে পরিস্থিতি।

ফাতনার দিকে চেয়ে বসে আছে ডন, দুনিয়ার আর কোনোদিকেই খেয়াল নেই।

ঘাস খাচ্ছে ঘোড়াটা।

পোস্ট-এর কথা মনে পড়লো জিমের। মেজর ফুলারের কথা ভেবে হাসি ফুটলো ঠোঁটে। এতোদিনে মেজর নিশ্চয় মরার খাতায় তুলে ফেলেছে তার নাম। হয়তো ভাবছে, কোনো ইন-ডিয়ানের তাঁবুর চূড়ায় ঝুলছে এখন তার মাথা।

'মা! মা! ধরেছি!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ডন।

পুকুরের পাড় দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে সে।

ছটফট করছে বড়শিতে গাঁথা মাছ, দেখে, কোনোরকম ভাবান্তর হলো না জিমের। ডন কাছে এলে বললো, 'ওটাকে কাবাব করে খেতে পারবে।'

'থ্যাংকস, ইমবেরাটো।'

জিমের দিকে ফিরলো মেলোডি। 'আরও কয়েকবার ওই নামে ডাকতে শুনেছি?'

'আমার অ্যাপাচি নাম। ওকে বলেছিলাম।'

'এর মানে কি?'

ঠোঁট বাঁকালো জিম। 'অ্যাপাচি শব্দের তো সঠিক ইংরেজি প্রতিশব্দ হয় না। তবে মোটামুটি দাঁড়ায়, বদ মেজাজ।'

জিমকে আগাগোড়া আরেকবার দেখলো মেলোডি। বদ মেজাজ? নাহ্, নামটা বেমানান। ওই লোকের এই নাম কেন হলো, বুঝতে পারলো না সে।

জিমের চোখ ডনের দিকে। বড়শি থেকে মাছটা খুলে একটা কাঠিতে গাঁথছে।

উঠে দাঁড়ালো জিম। 'তুমি নাকি সাঁতার জানো না?'

মাথা নেড়ে সায় জানালো ডন।

কেউ কিছু বোঝার আগেই ডনের প্যাণ্টের পেছনে ধরে তাকে টেনে তুলে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো জিম। বেশ পানি, ডনের ঠাঁই দেবে না ওখানটায়।

চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে ছুটে এলো মেলোডি। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। ধরে রাখলো তাকে জিম।

ভেসে উঠলো ডনের মাথা, হাবুডুবু খেলো, ডুবলো, আবার ভাসলো। হাত ছুঁড়ছে।

ছুটে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মেলোডি, জিম ছাড়লো না তাকে।

হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ডন। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তীরের দিকে। কাছে এসে একটা পাথর আঁকড়ে ধরলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'ইমবেরাটো··· পেরেছি···আমি পেরেছি!'

মেলোডিকে ছেড়ে দিলো জিম। 'সোজা করে হাত বাড়াবে সামনে, পানি খামচে ধরে নিজের দিকে টানবে। আঙুল ফাঁক করবে না, তাহলেই জোর পাবে।'

'মাঝে মাঝে এতো নিষ্ঠুর হন না···,' ছেলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেলোডি।

'তাই? কিন্তু ছেলেটা তো সাঁতার শিখছে, নাকি? পানির ভয় তো অন্তত কাটলো।'

কাঠিতে গাঁথা মাছটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোলো জিম। বাঁধন খুলে লাগাম হাতে নিয়ে বললো, 'যাই, মাছটা সাফ করে দিই। ধরেছে যখন, খাক সে-ই। নিজের শিকার

খাওয়ার মজাই আলাদা।'

'কিন্তু ও তো উঠছে না পানি থেকে।'

'না উঠুক। পাথর তো ধরেই রেখেছে। দাপাদাপি করুক না। নিজে নিজেই শিখে ফেলবে।'

'যদি ডুবে যায়?' উদ্বিগ্ন চোখে ডোবার পানির দিকে তাকালো মেলোডি।

'আর ডুববে না।'

ঘুরে, ঘোড়ার রাশ টেনে নিয়ে চত্বরের দিকে চললো জিম। কানে এলো ডনের উত্তেজিত চিৎকার, তাতে খুশির আমেজ, 'মা, আমি পারছি! মা, দেখো, ডুবি না!'

আস্তাবলের ওদিকে হারিয়ে গেল জিম।

'ডন, উঠে এসো। অনেক হয়েছে,' ডাকলো মেলোডি।

তোয়ালে দিয়ে ছেলের ভেজা গা মুছিয়ে দিতে লাগলো। ভাবছে, মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে লোকটা, সাংঘাতিক কঠিন। রুক্ষ ব্যবহার। বাচ্চাদের সংগে কিভাবে আচরণ করতে হয়, বোধহয় জানেই না। তবে মনে মনে এ ও স্বীকার না করে পারলো না মেলোডি, ওই 'রুক্ষ' লোকটাকেই ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে তার ছেলে।

পনেরো

সাঁঝ হয়েছে। কটনউডের পাতায় বাতাসের কানাকানি।

কয়েকদিন হলো এখানে এসেছে জিম। সকালটা ব্যস্ত থাকে ডনকে নিয়ে, তার শিক্ষা চলে। খুব দ্রুত শিখছে ক্ষুদে যোদ্ধা, খুশি বাগ মানে না মোহাকুর। প্রায় রোজই ছেলেকে দেখতে আসে সে।

ডনকে ছেড়ে তারপর র‍্যাঞ্চের কাজে মন দেয় জিম।

সেদিনও সারাটা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম শেষে ঝর্নার পাড়ে জিরাতে বসেছে সে। তার পাশে এসে দাঁড়ালো মেলোডি, ডনকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছে।

ক'দিন ধরেই কথাটা বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি জিম। আজ মনস্থির করেছে, বলবেই।

'বসো, মেলোডি। একটা কথা বলবো তোমাকে। কিভাবে শুরু করবো, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'থাক তাহলে, আজ বলার দরকার নেই।' বসলো মেলোডি। মুখ তুলে তাকালো চাঁদের দিকে। জ্যোৎস্নায় চকচক করছে কটনউডের পাতা। 'দেখো, চাঁদটা কেমন অদ্ভুত। এ-সময় অবশ্য

এরকমই হয়। এই চাঁদকে কি বলে অ্যাপাচিরা?

'বারমাগা, মানে চাষের চাঁদ। চাষের বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরেও অপেক্ষা করে ওরা, চাঁদের আকার এরকম হলে তারপর চাষ শুরু করে।'

'অ্যাপাচিদের সংগে থাকতে খুব ভালো লাগতো তোমার, না?'

চুপ করে রইলো জিম। পাথরে বাড়ি খেয়ে খেয়ে বয়ে চলেছে ঝর্না, অখণ্ড নিরবতায় ওই মৃদু শব্দই বেশি হয়ে কানে বাজছে। আস্তাবলে পা ঠুকলো একটা ঘোড়া, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'তালা-টালা কিচ্ছু লাগে না,' আনমনে বললো জিম।

'কি বিড়বিড় করছো?'

'আমাদের তো দরজা বন্ধ করতে হয়, ঘরে তালা লাগাতে হয়। ওসব ঝামেলা নেই অ্যাপাচিদের, দরজাই নেই ওদের তাঁবুর। তাঁবুতে জিনিসপত্র রেখে চলে যাও, কয়েক মাস পরে এসেও যেখানের জিনিস সেখানেই পাবে, কেউ ছোঁবে না। বুড়ি, যাদের স্বামী নেই, তারা আলাদা তাঁবুতে থাকে। শিকার থেকে এসে আগে অর্ধেক মাংস তাদের তাঁবুতে দিয়ে আসে সর্দার, অসহায়দের আগে খাবার ভাগ করে দিয়ে তারপর নিজেরা খায়। স্বার্থপরতা কাকে বলে জানেই না ওরা। হ্যাঁ, ওদের সংগে থাকতে ভালো লাগতো আমার।'

কথার চেয়ে জিমের কণ্ঠ ভালো লাগছে মেলোডির। ভারি, সত্যিকার পুরুষের কণ্ঠস্বর, থেমে থেমে কথা বলে, স্পষ্ট উচ্চারণ।

'তোমার মুখে অ্যাপাচিদের গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে।'

জবাব দিলো না জিম।

মুখটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো মেলোডি। ছায়ায় ঢাকা। রেখাগুলো অদৃশ্য, চোখে পড়ে শুধু চেহারার আদল। ফলে মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কি ভাবছে মানুষটা।

মৃদু একটা শব্দ শোনা গেল, সতর্ক হয়ে উঠলো জিম। কান খাড়া।

অন্ধকারে জিমের আরও কাছে ঘেঁষে এলো মেলোডি।

'মেলোডি, একটা জরুরী কথা বলার আছে তোমাকে। মিথ্যে বলে ফাঁকির মধ্যে থাকা পছন্দ নয় আমার। আমি…'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।'

ধাক্কা দিয়ে মেলোডিকে মাটিতে শুইয়ে দিলো সে, হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। 'বনের মধ্যে কে জানি!'

'গুলি করো না,' মোহাকুর কণ্ঠ। বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে। 'ক্ষুদে যোদ্ধার একটা ছুরি দরকার। দিয়ে এলাম।'

'ঘরে ঢুকে?' মেলোডি অবাক।

'হ্যাঁ।'

'তোমার বীরটাকে বলো সামনে থেকে সরতে,' জিম বললো।

হাসলো মোহাকু। বনের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'লুন, তোমাকে দেখে ফেলেছে। আর থাকার দরকার নেই। ঘোড়ার কাছে যাও।'

'আর একবার নড়লেই তখন গুলি করতাম।'

'ছেলেমানুষ তো। হুঁশিয়ার থাকতে জানে না। শিখে নেবে।'

'যদি বাঁচে।'

'চামড়াই যা শাদা তোমার, মনেপ্রাণে তুমি অ্যাপাচি,' জিমের প্রশংসা করলো সর্দার। মেলোডির দিকে ফিরলো, 'ছেলে না থাকলে ঘর ভরে না। আমার তাঁবু অনেকদিন ধরে শূন্য। ক্ষুদে যোদ্ধাকে দিয়ে ভরবো। হ্যাঁ, শোনো, শাদা সৈন্যরা কাছে এসে পড়েছে। শিগ্রীই লড়াই বাধবে, অ্যাপাচিরা অনেকদিন মনে রাখবে সে-লড়াইয়ের কথা। এখানেও আসবে সৈন্যরা। তোমরা ওদের সংগে যাবে না তো?'

'না, যাবো না,' জবাব দিলো জিম।

'সৈন্যদের সর্দার তোমাকে নানা প্রশ্ন করবে। বলো, অ্যাপাচিরা পশ্চিমে চলে গেছে।'

'মিছে কথা বলতে পারবো না।'

'পারবে না?'

'না।'

দীর্ঘ নিরবতা, শুধু গাছের পাতার আলতো মর্মর। টুপ করে পানিতে লাফ দিলো একটা মাছ।

'সত্যি তুমি ভালো মানুষ,' বলেই মেলোডির দিকে তাকালো সর্দার। 'সামলে রেখো ওকে। হাতছাড়া করো না। এতো ভালো পুরুষ পাবে না।'

'রাখবো!'

অন্ধকারে হারিয়ে গেল মোহাকু।

সেদিকে তাকিয়ে রইলো দু'জনে। কাছে এলো মেলোডি। দু'হাতে জিমের গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখলো।

মেলোডির গলায় এক হাত জড়ালো জিম। শুনছে। 'ঘোড়ায় চড়ছে ওরা।'

'কই, আমি তো কিছুই শুনছি না।'

'চলে যাচ্ছে। আট-নয়জন।'

কিছুই শুনলো না মেলোডি। রাতটা তার কাছে একই রকম নিরব।···তারপর একটা শব্দ শুনলো। 'কি ওটা?'

'কাঠবেড়ালী।'

সরে এসে মুখ তুলে তাকালো মেলোডি। ছায়ায় নেই, জিমের চেহারা এখন মোটামুটি স্পষ্ট। ওপরে উঠেছে চাঁদ, আলো বেড়েছে। তারাগুলোও আগের চেয়ে উজ্জ্বল।

'তোমাকে ভালোবাসি আমি,' আবেগের বশে বলেই চমকে গেল মেলোডি। 'কি-কিছু মনে করো না···মাত্র এই কয়েকদিন আগে আমার স্বামী মারা গেছে, এখনই···

'অযথা লজ্জা পাচ্ছো। মানুষের হৃদয় ক্যালেণ্ডার মেনে চলে না।'

মেলোডির মুখে আলতো চুমু খেলো জিম, বুকের কাছে ধরে রাখলো তাকে। একটা মুহূর্ত নিরব রইলো দু'জনেই।

'মোহাকু বললো মিথ্যে বলতে, রাজি হলে না কেন?'

'ও আমাকে পরীক্ষা করছিলো। অ্যাপাচিরা মিছে কথা বলে না।'

দু'জনেই আবার চুপ। ঠাণ্ডা বাড়ছে। পাহাড়ের দিকে ঢলে পড়ছে চাঁদ। দূরে কোথাও ডেকে উঠলো একটা কয়োট, আকাশের বিস্তারে ছড়িয়ে দিলো যেন তার ডাক। কর্কশ চিৎকার

করে উঠলো একটা পেঁচা।

'হেসো না, আজ রাতে ঘরে ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না আমার। এখানেই কোথাও শু'লে মন্দ কি? খোলা আকাশ, তারাজ্বলা আকাশের নিচে কতোকাল ঘুমাইনি। দাঁড়াও, কম্বল নিয়ে আসি।'

'ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।'

'না না, আমি আনছি। আমি তোমার অ্যাপাচি স্ত্রী হতে চাই; বাধ্য, বিশ্বাসী,' বলে আর দাঁড়ালো না মেলোডি।

অন্ধকারে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। ঝর্নার কুলুকুলু কান পেতে শুনছে জিম। পেছনে আবার কিচকিচ করে উঠলো কাঠবেড়ালীটা।

ঘুরে তাকালো জিম। 'দেখ, বেশি জ্বালাবি না। কাল ধরে তাহলে সুরুয়া বানিয়ে খাবো।'

জবাবে আরেকবার কিচকিচ করে উঠলো কাঠবেড়ালী, তারপর চুপ হয়ে গেল।

বয়েই চলেছে পানির ধারা। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। খানিক পরেই এগিয়ে এলো পায়ের আওয়াজ।

উঠে বড় একটা গাছের গোড়ায় এসে দাঁড়ালো জিম। মেলোডিকে ডাকলো, 'এখানে। অন্ধকার। কেউ এলে আগে আমরা দেখতে পাবো।'

দু'জনে মিলে মাটিতে তারপুলিন বিছালো, তার ওপর কম্বল।

'কখনো ভোলো না তুমি, না?' মেলোডি বললো। 'ওই আগে দেখার ব্যাপারটা?'

'ভুললে মরবো।' বসে টেনে টেনে বুট খুলতে শুরু করলো জিম।

কটনউড পাতার মর্মর কোমল হলো।

আরেকবার ডাকলো কাঠবেড়ালী।

কাছে চলে এসেছে নিঃসঙ্গ কয়োট, ডাক শুনেই বোঝা যায়। পাথরের ফাঁক দিয়ে একভাবে বয়ে চলেছে ঝর্নার পানি, শব্দের কোনো পরিবর্তন নেই।

ডোবার পাড় থেকে ভেঙে ঝপাৎ করে পানিতে পড়লো এক টুকরো মাটি।

রাত্রি গভীর। বাড়ছে নিরবতা।

ভারি হয়ে এলো দু'জনের শ্বাস-প্রশ্বাস।

ষোলো

গোলাঘরের ধারে ফেলে রাখা মেলোডির বাবার ভাঙা ওয়াগনটা মেরামত করে ফেলেছে জিম, চাকা লাগাচ্ছে, এই সময় আসতে দেখলো ওদের। ঢাল বেয়ে নামছে। লম্বা সারি।

মেলোডি আর ডনও দেখতে পেয়েছে ওদের, জিমের পাশে এসে দাঁড়ালো দু'জনে।

চত্বরের সীমার বাইরে এক টুকরো খোলা জায়গায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামতে শুরু করলো ওরা। অফিসার ইন কমাণ্ড আর তার সংগী আরেকজন এগিয়ে এলো। কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামলো।

অফিসার ইন কমাণ্ড একজন লেফটেন্যাণ্ট। ধোপদুরস্ত পোশাক পরনে, নিখুঁত ছাঁট, একটু এদিক ওদিক নেই। এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো। চকচকে বুটের গোড়ালি একত্র করে, দস্তানা ঢাকা হাত তুলে মিলিটারি কায়দায় সালাম জানিয়ে বললো, 'আমি লেফটেন্যাণ্ট চার্লস ডিকার। স্কোয়াড্রন ডি, সিক্স্থ ক্যাভালরি।'

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তার সংগী। দাঁত বের করে হাসলো জিমের দিকে চেয়ে। গ্রিজলি। 'অ্যাই, জিম। লেফটেন্যান্ট, ও জিম স্যাণ্ডারস। ওর কথাই বলেছিলাম। কিন্তু ম্যাডামকে চিনতে পারলাম না?'

'মিসেস টেইট,' হেসে পরিচয় করিয়ে দিলো জিম।

'আপনারা খুব লাকি,' বললো ডিকার। 'মোহাকু আর তার খুনেরা আপনাদেরকে এখনও দেখেনি।'

'মোহাকু প্রায়ই আসে এখানে,' জানালো জিম। 'আমাদের সংগে কথাও হয়।'

'তারপরও বেঁচে আছেন! একা ঠেকিয়ে রেখেছেন ওকে?'

'আমার মতো দশজনও ঠেকাতে পারবে না ওকে। দয়া করে আমাদের থাকতে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, ও আমাদের বন্ধু,' যোগ করলো মেলোডি।

'বন্ধু? মোহাকু? ম্যাডাম, না বলে আর পারছি না, ও আর ওর খুনেরা এদিকে অন্তত হাজারখানেক মানুষকে খুন করেছে। কাপুরুষ কোথাকার!'

একটা ভুরু ওপরে তুললো জিম। 'মোহাকু কাপুরুষ? ওকে এখনও দেখেননি লেফটেন্যান্ট, তাই একথা বলছেন···'

ঘোঁৎ করে বিচিত্র একটা শব্দ করলো গ্রিজলি।

তার দিকে তাকালো একবার লেফটেন্যান্ট। আবার ফিরলো মেলোডি আর জিমের দিকে। 'আজ রাতটা আমরা এখানে থাকবো।···মিস্টার স্যাণ্ডারস, ওকে দেখিনি, মানে সামনাসামনি হইনি, ঠিক, কিন্তু গত কয়েকদিনে তার অনেক পরিচয় পেয়েছি।

আমাদের আগে আগে এসেছে প্রায় দু'শো মাইল। যখনি কাছাকাছি হয়েছি, আক্রমণ করতে গেছি, লেজ তুলে পালিয়েছে ও আর ওর খুনেরা।'

'একটা গল্প খুব প্রিয় ইনডিয়ানদের,' এক চিলতে হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল জিমের ঠোঁটে। 'এক শিকারী একটা পুমার পিছু নিয়েছিলো। তারপর কাছে পেয়ে জানোয়ারটাকে যখন মারতে গেল, উল্টে গেল পরিস্থিতি।'

ডিকারও হাসলো। 'ওসব গল্প জানা আছে আমার। এর চেয়েও ভালো আরেকটা গল্প শোনাতে পারি, অনেকটা একই রকম। তাতারদের এলাকায় ঢুকে পড়েছিলো একদল রোমান সৈন্য। একজন তাতারকে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো এক সিপাই। অফিসার আদেশ দিলো বন্দিকে নিয়ে আসতে। কাঁদো কাঁদো গলায় সৈনিক বললো : তাতারটা আমাকে আসতে দিচ্ছে না তো···হাহ্ হাহ্ হা।'

কিন্তু হাসিতে যোগ দিলো না জিম কিংবা গ্রিজলি। মেলোডি আর ডন সরে গেল সেখান থেকে।

'কর্নেল ডরিসের খুব প্রিয় গল্প এটা,' আবার বললো লেফটেন্যান্ট। 'তাঁর ক্যাভালরির সবাই জানে এই গল্প।'

সিগারেট বানাতে বানাতে জিজ্ঞেস করলো জিম, 'ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে কতোদিন হলো এসেছেন, লেফটেন্যান্ট?'

দ্বিধা করছে ডিকার, প্রশ্নটা ভালো লাগেনি। জবাব যা দিতে হবে সেটা তারই মনঃপূত নয়। আরেক দিকে চেয়ে বললো, 'উনসত্তুরে পাশ করে বেরিয়েছি,' সামান্য লাল হয়ে গেল কান।

বেশিদিন আগের কথা নয়। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে নিজের বোকামির জন্যে। মেজর ফুলার, এমনকি জেনারেল নিকোলাইও বিশেষ চোখে দেখে জিম স্যাণ্ডারসকে। তার সংগে আরও বুঝেসমঝে কথা বলা উচিত ছিলো।

'স্যামুয়েল রেনল্ডস-এর নাম শুনেছেন?' আবার জিজ্ঞেস করলো জিম।

'হ্যাঁ, কর্নেল রেনল্ডস। সি কোম্পানীর অফিসার ইন কমাণ্ড ছিলেন।'

'সাংঘাতিক লোক ছিলো রেনল্ডস, অনেক বড় যোদ্ধা। কিন্তু ইনডিয়ানদেরকে খুব হালকাভাবে নিয়েছিলো। বড় বড় কথা বলতো। প্রায়ই শোনাতো, আশিজন লোক দিলেই পুরো ইনডিয়ান এলাকা ঘুরে আসতে পারবে সে, কেউ তার একটা চুলও ছিঁড়তে পারবে না।' সিগারেট ঠোঁটে লাগালো জিম। 'তিরাশিজন লোক দেয়া হয়েছিলো তাকে। যেভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি, আমার তো ধারণা, বিশ মিনিটও টেকেনি। একটি লোককেও পালাতে দেয়নি ইনডিয়ানরা।'

চোখমুখ লাল হয়ে গেছে লেফটেন্যাণ্টের। 'পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, না?'

'পেছন থেকেই আসুক আর সামনে থেকেই, হঠাৎ আক্রমণ করে অ্যাপাচিরা। শত্রুকে সামান্যতম সুযোগ দেয় না। সেটা বড় কথা নয়। যুদ্ধের নিয়ম: শত্রু শেষ করতে হবে, ব্যস। কে কাকে কিভাবে মারলো সেটা ভেবে লাভ নেই। আসল কথা হলো, হুঁশিয়ার থাকতে হবে নিজেকে। আমি তো বলবো,

তিরাশিজন লোকের মৃত্যুর জন্যে কর্নেল রেনল্ডসই দায়ী। বোকার মতো বাঘের গুহায় মাথা ঢোকালো কেন সে ?'

বিস্ময় ফুটলো ডিকারের চোখে। 'এতোখানি বড় ভাবেন ইন-ডিয়ানদের ?'

'শুধু ভাবি না, জানি। নেপোলিয়ান আর কি লড়াই জানতো, অ্যাপাচিরা তার ওস্তাদ।' সিগারেট ধরালো জিম। 'আপনি ক'জন নিয়ে এসেছেন, লেফটেন্যান্ট ?'

নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে এখন ডিকারের। বললো, 'সরি, স্যার, শত্রুর বদনাম করলে রেগে যাবেন, ভাবতেই পারিনি। বুঝতে পারছি, বীরকে বীর হিসেবে দেখতেই পছন্দ করেন আপনি।···আমি রেনল্ডসের দ্বিগুণের বেশি লোক এনেছি।'

পালিয়ে বাঁচলো যেন সেখান থেকে ডিকার।

ও চলে যাওয়ার পর হাসলো গ্রিজলি। 'আচ্ছামতো ঝেড়েছো। সারাটা পথ জ্বালিয়ে মেরেছে আমাকে। খালি বড় বড় কথা। কিছুটা সিজিল হয়েছে। তবে লোক খারাপ না।'

কেবিনের দরজার কাছে থামলো লেফটেন্যান্ট। মেলোডিকে বললো, 'ম্যাডাম, এদিকে যতো সেট্‌লারস আছে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। কাল টুইন বুটসে যাচ্ছি। রাতে ফিরবো। তারপর দিন নিয়ে যাবো আপনাকে। তৈরি থাকবেন।'

'আমরা এখানে নিরাপদ। মোহাকু কথা দিয়েছে।' মেলোডি-কে বললো।

'একটা ইনডিয়ানের কথা!' ফস করে আবার বলে বসলো ডিকার। 'কি দাম আছে? মিস্টার স্যাণ্ডারস রিস্ক নিতে চান, নিন, আপনি নেবেন না।'

'মোহাকুকে বিশ্বাস করি আমি। যাবো না।'

'সরি, ম্যাডাম। সেটেলার যারা এখনও বেঁচে আছে সবাইকে না নিয়ে গেলে শাস্তি হয়ে যাবে আমার।' মাত্র কয়েক হপ্তা আগে সীমান্তে এসেছে ডিকার। এরই মাঝে বেশ কয়েকজনের বিকৃত লাশ দেখেছে, ইনডিয়ানরা করেছে ওই অবস্থা। মেলোডির মতো সুন্দরী একজন মহিলার ওই অবস্থা হবে, ভাবতে খুব খারাপ লাগলো তার। 'তাহলে ওই কথাই রইলো, ম্যাডাম। চলি।'

গ্রিজলিকে নিয়ে কেবিনের দিকে এগোলো জিম।

'দারুণ লোক,' বললো মেলোডি। 'বয়েসও কম।'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' গ্রিজলির কণ্ঠে অস্বস্তির ছোঁয়া।

'ওর দলের স্কাউটিং করছেন?'

'হ্যাঁ।' জিমের দিকে ফিরলো গ্রিজলি। 'বিশদিন হলো বেরিয়েছি। বেশ কয়েকজন ইনডিয়ান মারা পড়েছে।'

এক সংগে এতো লোক জীবনে দেখেনি ডন। সৈন্যদের তাঁবু খাটানো দেখছিলো সে, ছুটতে ছুটতে এলো। মহা-উত্তেজিত। খেয়ে আবার যাবে দেখতে।

'এই যে, ডন,' মেলোডি বললো, 'লেফটেন্যান্টকে দেখেছো। তার মতো হতে হবে তোমাকে। ওরকম ভদ্র।'

'তাহলে আর দেখতে হবে না,' মনে মনে বললো জিম। 'কুচ করে একদিন মুণ্ডটা কেটে নেবে ইনডিয়ানরা।' গ্রিজলির

দিকে তাকালো। চোখাচোখি হলো দু'জনের।

ব্রিজলির ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

ছেলেকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল মেলোডি।

'কি করে বোঝাই ম্যা'মকে,' সিঁড়িতে বসতে বসতে বললো ব্রিজলি, "ওই শহুরে ননীর পুতুলগুলোকে কাজ শেখাতে হয় আমাদেরই।'

'দরকার নেই বোঝানোর। সময় হলে আপনিই বুঝবে।'

কথা বলছে দু'জনে।

অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে আবার দরজায় দেখা দিলো মেলোডি। সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওরা তো দেখছি খাবারের জোগাড় করছে। পারলে একবেলা আমি ওদের খাওয়াতাম। এতো খাবার নেই।···জিম, তোমার বন্ধুকে কিন্তু যেতে দিও না। আমাদের সংগেই খাবেন। আপত্তি আছে, মিস্টার···'

'গ্রি···,' থমকে গেল সে, হেসে বললো, 'জোনস। পিটার জোনস।'

'হ্যাঁ, মিস্টার জোনস?'

'না, আপত্তি আর কি? থ্যাংকিউ।'

খেতে খেতে ঘরের চারদিকে চোখ বোলালো ব্রিজলি। 'জিম, ক্যালিফোরনিয়ায় তোমার র‍্যাঞ্চটাও অনেকটা এরকমই। কেবিনটাও এটারই মতো। এখান থেকে দেখে গিয়েই বানিয়েছিলে নাকি?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো।

সংগে সংগে কথাটা ধরলো মেলোডি, জিমের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার র‍্যাঞ্চ আছে নাকি?'

'আছে একটা। স্যান ডিমাস-এর পুবে।' দ্বিধা করলো। 'পিটার ঠিকই বলেছে। আমার র‍্যাঞ্চটাও অনেকখানি এটার মতো…'

খাওয়া শেষ হলো।

'মিস্টার জোনস,' মেলোডি বললো, 'ওই যে, বেঞ্চের কাছে গামলা। তোয়ালেও আছে।'

'গাম…ও হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়,' উঠে গেল গ্রিজলি।

'তোমার র‍্যাঞ্চ আছে,' জিমকে বললো মেলোডি, 'কই, কখনো বলোনি তো? এটারই মতো বলছো…বাবার রুচির সংগে তোমার রুচির অনেক মিল…'

হাত ধুয়ে, মুছে ফিরে এলো গ্রিজলি। 'আমি কয়েকবার গিয়েছি। শীতকালে যা দারুণ লাগে না ওখানে।' আবার চেয়ারে বসলো সে। 'ওফ্, যা খাইয়েছেন না, ম্যা'ম, দারুণ… অনেকদিন এভাবে খাইনি…'

'যাহ্, বাড়িয়ে বলছেন,' হাসলো মেলোডি। 'যতোদিন থাকবেন, এখন থেকে প্রত্যেক বেলা এখানে খাবেন। লজ্জা করবেন না যেন।'

'না না, লজ্জা কিসের…,' মুখের লাগাম খুলে দিতে যাচ্ছিলো গ্রিজলি, জিমের ভ্রূকুটি দেখে সামলে নিলো সময়মতো।

তাক থেকে আপেলের হালুয়া নামিয়ে ছুরি বের করলো মেলোডি। কাটতে কাটতে বললো, 'জিম, যাও না, লেফটেন্যান্ট ডিকারকে গিয়ে বলো না, এক কাপ কফি খেয়ে যাক আমাদের সংগে?'

জিম বেরিয়ে যেতেই গ্রিজলির দিকে ফিরলো মেলোডি। 'মিস্টার জোনস, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে। লুক টেইটকে চিনতেন···আমার স্বামী?'

সৌজন্য ভুলে গিয়ে মুখ খারাপ করে গাল দিতে যাচ্ছিলো গ্রিজলি, মেলোডির শেষ শব্দটা যেন চাবুকের বাড়ি মেরে থামিয়ে দিলো তাকে। প্রায় এক মিনিট চুপ করে রইলো। বিশ্বাস করতে পারছে না, টেইটের মতো একটা 'হারামজাদা' ওই মহিলার স্বামী! অবশেষে বললো, 'হ্যাঁ, চিনতাম।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন করার দরকার মনে করলো না মেলোডি। গ্রিজলির চমকে ওঠা, এবং নিরবতায়ই অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে।

নিরবে হালুয়া কাটতে লাগলো সে।

লেফটেন্যান্টকে নিয়ে এলো জিম।

'না এসে পারলাম না, ম্যাডাম,' খুব নরম গলায় বললো ডিকার। ডনের দিকে চেয়ে হাসলো।

অ্যাপাচিদের স্বভাব-চরিত্র জানে না সে, ঠিক, কিন্তু সুন্দরী মহিলার সংগে কিভাবে কথা বলতে হয়, সে-প্র্যাকটিস পুরোপুরিই আছে। অনর্গল কথা বলে গেল, চোখ বড় বড় করে দিলো মেলোডির। মিলিটারি পোস্টের গল্প থেকে কখন যে সরে এলো ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক আর রিচমণ্ডের মহিলারা কি পোশাক পরে সে-কথায়, খেয়ালই করলো না কেউ। কয়েক মিনিট পর হঠাৎ থেমে গিয়ে জিমের দিকে ফিরলো। 'মোহাকু এখন কি করবে বলে মনে হয় আপনার?' সম্পূর্ণ অন্য প্রসংগ। 'আরও

আগে বাড়বে?'

'না। আক্রমণ করবে। লড়াইয়ের জন্যে তৈরিই হয়ে আছে সে।'

'মিস্টার স্যাণ্ডারস, আমি এই এলাকায় নতুন, অভিজ্ঞতাও কম। আপনারা অ্যাপাচিদের সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন। এই মুহূর্তে আপনার কি পরামর্শ?'

কফির দিকে তাকিয়ে রয়েছে জিম। দেখে যতোটা মনে হয় ততে বোকা নয় ডিকার, মানিয়ে নেয়ার চমৎকার কৌশল জানে। এই প্রথম মনে হলো জিমের, লোকটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে। তার মতো লোক সীমান্তে প্রয়োজন। বয়েস এখন কম, অনেক কিছুই জানে না, বেঁচে থাকলে শিখে নেবে আস্তে আস্তে।

'পরামর্শ দেয়ার মতো জ্ঞান তো আমার নেই, লেফটেন্যান্ট,' শান্তকণ্ঠে বললো জিম। 'হুঁশিয়ার থাকবেন। শেয়ালের চেয়ে চতুর মোহাকু। আর হিংস্রতায়,' শীতল হাসি ফুটলো ঠোঁটে, কয়োটকে হার মানায়। কল্পনাও যা করবেন না, তা-ই ঘটিয়ে বসবে সে।'

সতেরো

তিজলির ছুরি ধার করা শেষ হলে শানপাথরের দিকে এগোলো জিম।

গোলাঘরের কাছে শুয়ে ছিলো হগ মারটিন, জিমকে দেখে উঠে এগালো। ছিপছিপে শরীর, চোখেমুখে শয়তানী, পনেরো বছর ধরে আছে সীমান্ত এলাকায়। টাকার জন্যে মায়ের পিঠে ছুরি বসাতেও দ্বিধা করবে না।

এদিকে পেছন ফিরে শানপাথরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তিজলি, আঙুল দিয়ে ছুরির ধার পরখ করছে।

'রাইফেল একখান,' বেড়ায় ঝোলানো জিমের উইনচেস্টারটা দেখিয়ে বললো হগ। 'একেবারে নতুন জিনিস। পাওয়া মুশকিল।'

'ওটার দিকে নজর দেবে না,' গম্ভীর হয়ে বললো জিম।

শানপাথরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলো হগ। কথা শেষ হয়নি তার, বুঝতে পারছে জিম। ভেতরে ভেতরে জমছে প্রচণ্ড রাগ। কোনো মতলব এঁটেছে বদমাশটা?

'দশ বছর ধরে চিনি তোমাকে,' বললো হগ। 'কোনোদিন একসংগে কাজ করার কপাল হলো না।'

'তোমার সংগে? থুহ্,' ছুরির ধার দেখলো জিম। সামান্য ভোঁতা হয়েছে, তবে কাজ চালানো যায়।

'জানতাম এরকম জবাবই দেবে। আচ্ছা, তোমার রাইফেলটা আমাকে দিয়ে দাও না।'

অবাক হলো জিম। সেটা লুকানোর চেষ্টা করলো না।

ভাঙা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত বের করে হাসলো হগ। 'আসার পথে কয়েকটা লাশ দেখেছি একটা খাদের তলায়, ঝোপের মধ্যে। একটা ওই মহিলার স্বামীর। অনেকগুলো ঘোড়ার নালের ছাপ দেখেছি, তারমধ্যে তোমারটারও আছে।'

চুপ করে রইলো জিম। দ্রুত হয়ে উঠছে হৃদস্পন্দন, তীব্র হচ্ছে রাগ।

'চমৎকার জায়গা পেয়েছো হে,' আবার বললো হগ। 'র‍্যাঞ্চ, সুন্দরী মহিলা...'

গভীর শ্বাস টানলো জিম। এক ঘুসিতে 'শুয়োরটার' ভাঙা দাঁতগুলো খসিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা রোধ করতে কষ্ট হচ্ছে। 'দেখো, এসব শয়তানী ছাড়ো। নইলে মরবে কোন্‌দিন।'

শাসানীতে কান দিলো না হগ। সে ধরেই নিয়েছে, তুরুপের তাস তার হাতে। জিম এখন দুর্বল, কায়দা করে চাপ দিতে পারলে কাজ হবে। 'কি জানি।' চোখ টিপে রাইফেলটার দিকে ইশারা করলো। 'না-ও মরতে পারি। সেই সংগে ওই জিনিসটাও আমার হবে। জানি, তুমি মারোনি মহিলার স্বামীকে।

ইনডিয়ানদের চিহ্ন দেখেছি। কিন্তু তুমি মেরেছো বলে সহজেই চালিয়ে দেয়া যায়, মহিলাকে সেটা বিশ্বাস করানোও শক্ত হবে না…'

জিমকে এগোতে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো হগ। হাত তুলে চোয়াল বাঁচানোর চেষ্টা করলো। পারলো না। ঘুসি খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো আবার। টলছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলো না, তার আগেই যেন মুগুরের বাড়ি পড়লো চোয়ালে, প্রথমে ডানটায়, পরে বাঁ-এ। দড়াম করে পড়লো আবার সে। চোখের সামনে উঠে এলো জিমের বুট, নামতে শুরু করলো মুখ বরাবর। থেমে গেল আচমকা…

গোলার পাশেই গোয়াল। মুখ ফিরিয়ে হগ দেখলো, বেরিয়ে এসেছে মহিলা।

এক হাতে দুধের বালতি, আরেক হাতে ছোট একটা টুল নিয়ে বেরিয়েছে মেলোডি। তাকে দেখেই থমকেছে জিম। এতো কাছে ছিলো, তাদের কথাবার্তা নিশ্চয় সব শুনেছে সে, কিন্তু মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো দু'জনে। তারপর, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো মেলোডি।

এই সুযোগে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল হগ, চোয়াল ডলতে ডলতে উঠে ছুটে পালালো।

এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো লেফটেন্যান্ট ডিকার। 'এই যে, মিস্টার স্যাণ্ডারস, আমরা এখন রওনা হবো।' মেলো-

ডিকে ডেকে বললো, 'ম্যাডাম, জিমকে ছ'-সাত ঘণ্টার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। সিঙ্গল বুট-এ যাবো। আমার সংগের স্কাউটেরা কেউ চেনে না ওদিকটা। কেবল জিম চেনে। ভাববেন না, রাতের আগেই ছেড়ে দেবো। অসুবিধে হবে না তো আপনার?'

'না না, অসুবিধে কি?'

মেলোডিকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিমের দিকে ফিরলো ডিকার। 'মিস্টার স্যাণ্ডারস, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, প্লীজ।'

'আমি যেতে পারবো না।'

এমনভাবে তাকালো ডিকার, যেন জিমের কথা বুঝতে পারেনি। দুই ভুরু সামান্য কাছাকছি হলো। 'পারবেন না?'

'না।'

'কিন্তু কেন?'

'আপনাদের সংগে থাকবো না কথা দিয়েছি।'

'কথা দিয়েছেন! কাকে?'

'মোহাকুকে।'

'অ।' হাঁপ ছাড়লো ডিকার। 'একজন ইনডিয়ান খুনেকে কথা দিলেই...'

'মিস্টার ডিকার,' শান্তকণ্ঠে বাধা দিলো মেলোডি, 'আপনি একজন মিলিটারি অফিসার, সম্মানিত লোক, ভদ্রলোক। কাউকে কথা দিলে যে সেটা রাখা উচিত ভুলে যাননি আশা করি।'

'ও, নিশ্চয় নিশ্চয়,' লজ্জা পেলো লেফটেন্যান্ট। 'মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন, মিসেস টেইট। অসংখ্য ধন্যবাদ আপ-

নাকে। চলি। গুড ডে।'

'লেফটেন্যান্ট,' পেছন থেকে ডাকলো জিম—মুখ ফিরিয়ে তাকালো ডিকার, 'বুট-এর উত্তরে থাকলে ভয় নেই। জায়গাটা এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মাইল ছয়েক দূরে। বেশির ভাগই সমান জায়গা, মাঝে মাঝে গিরিপথ আর খাদ দেখতে পাবেন। আমার পরামর্শ মানলে ধারেকাছে যাবেন না ওগুলোর।'

'থ্যাংকস।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে লেফটেন্যান্টকে চলে যেতে দেখলো দু'-জনে। ড্রিল-এর মাঠে রয়েছে যেন ডিকার, এমন ভংগিতে পিঠ সোজা রেখে কুইক মার্চ করে চলে গেল। ঘোড়ার পিঠে অপেক্ষা করছে তার লোকেরা। কড়া রোদে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে মাটিতে নাল ঠুকছে ঘোড়াগুলো।

কোন ফাঁকে গ্রিজলিও চলে গেছে, শানপাথরের কাছে নেই সে এখন। খানিক পরে দেখা গেল তাকে, সেনাবাহিনীর সারির সামনে। সারির মাঝামাঝি এক জায়গায় রয়েছে হগ মারটিন।

সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ নামিয়ে বললো গ্রিজলি, 'হগের কি জানি হয়েছে। ঠোঁট-মুখ সব থেঁতলানো। ঠিকই হয়েছে, জানোয়ার···' মেলোডির দিকে চেয়ে থেমে গেল, গালিটা আর দিলো না। হাত তুলে দু'জনকেই 'সী ইউ' জানিয়ে চলে গেল।

সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সৈন্যদের অনেকেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো মেলোডিকে, কেউ 'সী ইউ' কেউ 'গুড ডে' বললো। হগ মারটিন আরেকদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলো।

সারির একেবারে শেষ ঘোড়াটার পেছনে সৈন্যদের অনুকরণে মার্চ করে এগিয়েছিলো ডন, মায়ের সামনে এসে থামলো। সামরিক কায়দায় মাকে স্যালুট করে আবার ঘোড়ার পিছু নিলো।

'ডন, বেশি দূর যেও না,' হুঁশিয়ার করলো মেলোডি।

'না, এই তো, ঝর্না পর্যন্ত।'

চলে গেল লোকেরা। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ওড়া ধুলোর মেঘ থিতিয়ে এলো ধীরে ধীরে।

তখনও দাঁড়িয়ে আছে মেলোডি আর জিম।

'মেলোডি,' অবশেষে বললো জিম, 'আরও আগেই বলা উচিত ছিলো···বলার চেষ্টাও করেছি···'

'আমি সব শুনেছি।'

'সত্যি বলছি, আমার কিছু করার ছিলো না। পেছন থেকে পিস্তল তুললো···'

'আমি জানি, জিম···প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছি···বেচারা লুক। ভালোভাবে মরার মানুষ ছিলো না সে। ভীতু, দুর্বল··· যাকগে, ওসব বলে লাভ নেই। মানুষের স্বভাব সহজে বদলায় না। জানো, এখনকার সৌন্দর্য কখনও তার চোখে লাগেনি। বাবা যে চোখে দেখতো, আমি যেভাবে দেখি, সেভাবে সে কোনোদিনই দেখার চেষ্টা করেনি। আমি কিছু বলতে গেলে টিটকারি দিয়ে আরও নানাকথা শোনাতো।'

'ওকে গুলি করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না···

'জানি।'

ঝর্নার কাছে বনের কিনারে উবু হয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে মাটিতে কিছু দেখছিলো ডন, মুখ ফিরিয়ে হাত নেড়ে ডাকলো জিমকে, 'দেখে যান। জলদি।'

এগোলো জিম। দুধের বালতি রেখে মেলোডিও পিছু নিলো।

'কিসের পায়ের ছাপ?' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো ডন।

'কাঠবেড়ালী। এই যে চারটে করে আঙুল, সামনের পায়ের ছাপ। আর এই পাঁচটা, এগুলো পেছনের।' বড় আরেকসারি পায়ের ছাপ দেখিয়ে জিম বললো, 'এগুলো ব্যাজার-এর। দেখে দেখে এগিয়ে যাও, দেখবে গিয়ে ইঁদুরের গর্তের কাছে শেষ হয়েছে। ইঁদুর ধরে খেয়েছে। এই যে, নখের দাগ দেখছো? সামনের পায়ের। ব্যাজারের পেছনের পায়ে নখ থাকে না, এই যে, এগুলো দেখো।'

ছাপ ধরে ধরে এগিয়ে গেল ডন।

সিগারেট বানানোয় মন দিলো জিম।

পাশে এসে দাঁড়ালো মেলোডি। 'জিম, ক্যালিফোর্নিয়ায় তোমার র‍্যাঞ্চ···ক্যালিফোর্নিয়া তো অনেক দূর।'

প্রশ্ন নয়। চুপ করে রইলো জিম।

'ডন তোমাকে ভালোবাসে, জিম,' আবার বললো মেলোডি।

বাতাসের সংগে আলাপে রত হলো কটনউডের পাতা। দূর পাহাড়ের দিকে জিমের চোখ। মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'অ্যাপাচিদের ভাষায় "ভালোবাসা" বলে কোনো শব্দ নেই। "বিয়ে" বলেও কোনো শব্দ নেই। তারা বলে "স্ত্রী-গ্রহণ।"'

'মন্ত্র-টন্ত্র কিছু পড়ে না? কোনোরকম অনুষ্ঠান?'

'উৎসব হয়, তবে মন্ত্রটন্ত্রের বালাই নেই। বরের বাহুতে হাত রেখে শুধু কনে বলে, সারা জীবনের জন্যে—ব্যস, একে অন্যের হয়ে গেল ওরা।'

জিমের বাহুতে হাত রাখলো মেলোডি। লজ্জায় লাল হলো গাল। আরেকদিকে চেয়ে বললো, 'সারা জীবনের জন্যে!'

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নিরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জনে। এক হাতে মেলোডির কোমর পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে জিম। পেছনে কোরালে ঘোড়ার খুরের পা ঠোকার শব্দ হলো। মাছি জ্বালাতন করছে বোধহয়।

ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো ডন। ভীষণ উত্তেজিত। 'পেয়েছি! ঠিকই বলেছেন। ইঁদুর খেয়েছে। গর্তের মুখ খুঁড়ে বড় করে ঢুকেছিলো ব্যাজারটা।' বলেই ঘুরে আবার ছুটলো।

হাত ধরাধরি করে চত্বরে ফিরে এলো মেলোডি আর জিম।

'এ-জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না,' বললো মেলোডি। 'লেফটেন্যান্ট কি জোর করবে?'

'হয়তো। তবে আমার জায়গাটাও খারাপ না। এখানকার চেয়ে বরং ভালোই বলা চলে। তাছাড়া ওখানে কোনো গোলমাল নেই।...মোহাকু তো আর চিরকাল বেঁচে থাকবে না।'

'তোমার আসার দেরি দেখে একবার চলে যেতে চেয়েছিলাম। মোহাকুর ভয়ে।'

'আমার জায়গা অপছন্দ হবে না তোমার। গাছপালা, ঘাস এখানকার চেয়ে বেশি। আসার সময় শুনে এসেছি, স্কুল নাকি

হবে। সেটাও আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। ডনের কথা তো ভাবতে হবে।'

'ঠিক আছে।' মুখ তুলে তাকালো মেলোডি। 'যাবো, জিম। ...খারাপ লাগে শুধু বাবার জন্যে। এখানে থাকবে...তাকে ছেড়ে...'

'ছেড়ে তো যাচ্ছো না।'

'মানে?'

'তিনি তো তোমার আর ডনের মাঝেই বেঁচে আছেন। কবর-টা শুধু থাকছে, সংগে নিয়ে যাচ্ছো তাঁর সমস্ত সত্তা। সন্তানের মাঝেই বেঁচে থাকে মানুষ। আমার মতে, ছেলে-মেয়ে রেখে যায় যে মানুষ, সে কখনও মরে না।'

'লেখাপড়া করলে তুমি বড় পণ্ডিত হতে, জিম,' মেলোডির চোখে শ্রদ্ধা। 'তাহলে, কখন যাচ্ছি আমরা?'

'এতো তাড়াহুড়ো নেই। দেখিই না, কি হয়?'

আঠারো

ডনের চিৎকার শুনে কেবিন থেকে বেরোলো মেলোডি আর জিম।

ছুটে আসছে ডন। উত্তেজিত।

পাথরে ওয়াগনের চাকার ঘষার শব্দ শোনা গেল। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওটা। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ঢাল বেয়ে নামলো উপত্যকায়। থামলো। গ্রিজলি চালাচ্ছিলো।

দৌড় দিলো জিম। পেছনে মেলোডি আর ডন।

'মোহাকুকে দেখলাম,' চালকের আসন থেকে নামলো গ্রিজলি।

ওয়াগনের ভেতর থেকে উঁকি দিলো লেফটেন্যান্ট ডিকার। রক্তাক্ত। 'কিছুই বুঝলাম না,' বিড়বিড় করলো সে। 'চোখের পলকে ঘিরে ফেললো। শেষ করে দিতে পারতো আমাদের, দিচ্ছিলোও। হঠাৎ লড়াই থামিয়ে পালালো।'

পাঁজাকোলা করে ডিকারকে ওয়াগন থেকে বের করলো গ্রিজলি। কি যেন একটা পড়লো মাটিতে। হেডব্যাণ্ড। চিনলো

জিম, মোহাকুর। 'মোহাকু!'

'মারা গেছে,' গ্রিজলি বললো।

'অ, এজন্যেই চলে গেছে। সর্দারের মৃত্যুকে অশুভ সংকেত মনে করে ওরা।' মেলোডির দিকে তাকালো জিম। 'মোহাকু নেই। আর এখানে থাকতে পারবো না আমরা। এবার যেতে হবে।'

কেবিনের দরজার পাল্লা খুলে ধরে রাখলো মেলোডি। ডিকারকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো গ্রিজলি। বাংকে শোয়ালো।

'আকোয়া সর্দার হবে এখন,' মেলোডিকে বললো জিম, 'জলদি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।'

'নেবো,' হাত তুললো মেলোডি। 'কিছু ওষুধ আছে আমার কাছে। দেখি, লেফটেন্যান্টের কিছু করা যায় কিনা…'

'থ্যাংক ইউ, মিসেস টেইট,' দুর্বলকণ্ঠে বললো ডিকার। 'আমি ভালোই আছি। দেখুন গিয়ে, আমার লোকদের কিছু করতে পারেন কিনা। কারো কারো অবস্থা আমার চেয়ে কাহিল।' সামান্য কথা বলেই হাঁপিয়ে পড়লো সে।

'কিন্তু আপনার রক্ত পড়ছে…'

'পড়ছে। আমার চেয়েও বেশি পড়ছে ওদের। প্লীজ…।' জিমের দিকে তাকালো ডিকার। 'ঠিকই বলেছিলেন। টোপ দেখিয়ে আমাদেরকে এখানে টেনে এনেছে মোহাকু। আমার লোকদের একটু দেখবেন, প্লীজ…' বেহুঁশ হয়ে গেল সে।

লেফটেন্যান্টের শার্ট খুলে ফেললো জিম। এসব সীমান্ত অঞ্চলে ডাক্তারের খুব অভাব, তার চেয়েও বেশি অভাব প্রয়ো-

জনীয় ওষুধের। ফলে আদিম ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয় এখানকার মানুষকে।

'বোকার মতো ফাঁদে পা দিলো লেফটেন্যান্ট,' জানালো গ্রিজলি। 'সোজা গিয়ে পড়লো ইনডিয়ানদের খপ্পরে। কতো মানা করলাম···যাকগে, যা হবার হয়েছে। তবে বাহাদুরী দেখিয়েছে বটে লেফটেন্যান্ট, পিছু হটেনি। দেখছো না, তার সমস্ত ক্ষত সামনের দিকে।'

পানি গরম করে আনলো জিম। কাপড় ভিজিয়ে সাবধানে মুছে ফেললো রক্ত। 'ওয়েস্ট পয়েন্টের সবাই এরকম নাকি? খালি হিরো হওয়ার তালে থাকে।'

'মরে তো সেজন্যেই।'

নিরবে কাজ করে চললো জিম। ক্ষত পরিষ্কার করে তাতে ভেষজ ওষুধ তৈরি করে লাগিয়ে দিলো, ইনডিয়ানদের কাছে তৈরি করতে শিখেছে এই ওষুধ। বেশ কাজ হয়, নিজের ওপরই প্রয়োগ করে দেখেছে অনেকবার।

অবশেষে সোজা হলো জিম। 'জলদি গিয়ে রেডি হতে বলো সবাইকে। মেলোডির একটা ওয়াগন আছে, ওটা আর ঘোড়া নিয়ে যাও। বেশি জখম যাদের, ঘোড়ায় চড়তে পারবে না, ওয়াগনে তুলে নাও। তাড়াতাড়ি করো। সময় নেই।'

'অ্যাকোয়া আসবেই?'

'আসবে।' দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো মেলোডি। সেদিকে চেয়ে বললো জিম, 'আমাদের ওপর তার ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে।'

উনিশ

পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে কাফেলা।

দূর থেকে মনে হয় ধূসর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলেছে মস্ত এক অজগর।

ঘামে ভেজা মুখ সৈনিকদের, নীল ইউনিফর্ম ভিজে গেছে, তার ওপর আটকে যাচ্ছে বালি। কারও কারও পোশাকে খয়েরী দাগ—তাদের নিজেদের রক্ত তো আছেই, ইনডিয়ানদের রক্তও লেগেছে। খুব কমই আছে, যাদের নিজের শরীর থেকে রক্ত বেরোনোর কারণ ঘটেনি। পাথুরে হোঁচট খেয়ে, উঁচুনিচু অসমতল পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গড়িয়ে চলেছে ওয়াগনের চাকা, ইঁয়াও ইঁয়াও করে প্রতিবাদে মুখর হয়ে আছে সর্বক্ষণ।

ঘোড়ার পিঠে জিন মচমচ করছে। ঘামে আর রোদে কালচে হয়ে গেছে ঘোড়াগুলোর চামড়া। প্রচণ্ড গরম।

একে রোদ, তার ওপর কাপড়ের ঘাম-বালি, ভীষণ অস্বস্তিকর। ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে গেছে অনেকেরই। মাঝেসাঝে গিরিপথ বা গিরিকন্দরের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া, পরশ

বোলাচ্ছে রোদেপোড়া শরীরগুলোতে।

মুখের ঘাম মুছে জিমের দিকে তাকালো সার্জেন্ট ক্যানারি। 'আসবে ব্যাটারা?'

'আসবে।'

'কখন?'

'আরও তিন-চার ঘণ্টা।'

'লেফটেন্যান্ট সুস্থ থাকলে ভালো হতো।'

জবাব দিলো না জিম। সার্জেন্টের অবস্থা বুঝতে পারছে। অফিসারের দায়িত্ব তার কাঁধে এখন, বড় বেশি বোঝা মনে হচ্ছে।

সারির পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো জিম। দ্রুত গিয়ে ঘুরে দেখে এলো পাহাড়ের কয়েকটা জায়গা। ইনডিয়ানদের চিহ্ন নেই। তবে সে নিশ্চিত, ওরা আসবেই। বেশি দেরি করবে না অ্যাকোয়া। র‍্যাটল সাপের চেয়ে ভয়ানক সে, তবে ধৈর্য কম। ভালো যোদ্ধা, নিষ্ঠুর, কিন্তু কুটিলতায় মোহাকুর ধারেকাছেও যায় না।

কাফেলার পেছনে ধুলোর লম্বা সারি। হবেই। এতোগুলো লোক, যতো সাবধানেই এগোক, চিহ্ন থাকবেই। তুমুল ঝড়ও সে-চিহ্ন মুছতে পারবে না।

পেছনে পেছনে চলেছে এখন জিম। চঞ্চল দৃষ্টি। বার বার ডানে-বাঁয়ে আর পেছনে তাকাচ্ছে।

বিকেলের রোদে পুড়ে যেন তামাটে হয়ে গেছে নীল আকাশ। বালি পুড়ছে, পাহাড় পুড়ছে, গাছপালা পুড়ে পাতা চড়চড়

করছে। শেষ হয়ে আসছে খোলা প্রান্তর, সামনে পাহাড়ের সারি।

এক জায়গায় ক্ষুদে একটা ডোবা পাওয়া গেল। মানুষ আর ঘোড়ার খাওয়ার পর এক বিন্দু পানিও আর অবশিষ্ট রইলো না।

জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে লেফটেন্যান্ট। রিচমণ্ডের কথা বলছে, পয়েন্টের কথা বলছে, বার বার তার প্রেমিকার নাম আউড়াচ্ছে।

পনেরো মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হলো চলা।

বুকের ওপর ঝুলে পড়ছে শান্ত মানুষগুলোর মাথা, হয়তো ওই অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়তো, কিন্তু ভয়াবহ বিপদের আশংকা ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওদের। টকটকে লাল চোখে অসহ্য জ্বালা, নাকের ভেতরটা খসখসে শুকনো।

বড় ওয়াগনটায় বেহুঁশ হয়ে আছে আহতদের কয়েকজন, কেউ কেউ লেফটেন্যান্টের মতো প্রলাপ বকছে। কাঁধের হাড় ভাঙা, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এক সৈনিক গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠলো, তার সুখের দিনের গান। গানের কথাগুলো বড় চমৎকার : প্রথম মাতাল হয়ে তার প্রেমিকার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছিলো কোন এক যাযাবর কাউবয়, তারই বয়ান। রুক্ষ প্রকৃতি আর পরিবেশের সংগে মানিয়ে গেল লোকটার বেসুরো কণ্ঠ। গানটা সংক্রমিত হলো অনেকের মাঝে, আহত সৈনিকের সংগে ধুয়া ধরলো তারা।

কিছুক্ষণ পরেই থেমে গেল গান। বিকেলের স্তব্ধ নিরবতা আবার যেন দশমনী পাথরের মতো চেপে ধরলো সবাইকে। ঢিল

পড়লো সতর্কতায়।

এই সময় গর্জে উঠলো রাইফেল।

পাহাড়ের ঢালে যেগুলোকে এতোক্ষণ মনে হয়েছিলো নিষ্প্রাণ পাথর, নিরীহ ঝোপ, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো সেগুলো। যে গিরিফাটলকে দেখে মনে হয়েছিলো নিরাপদ, সেখান থেকেই ছুটে বেরোলো অশ্বারোহী ইনডিয়ানদের দল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হুল্লোড় করছে। সেই সংগে অসংখ্য রাইফেলের কান ফাটানো গর্জন আর আহতের আর্তনাদে নরক হয়ে উঠলো জায়গাটা।

গুলি করলো জিম। পেছনে বাঁকা হয়ে গেল ঢালে দাঁড়ানো একজন অ্যাপাচির শরীর, মাথার ওপর উঠে গেল দুই হাত, রাইফেল খসে পড়লো। ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়লো সে।

হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিলো, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল যুদ্ধ। কোলাহল স্তব্ধ। খানিক আগের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের স্বাক্ষর হিসেবে পড়ে আছে ধুলিবালি মাখা রক্তাক্ত কিছু লাশ। অ্যাপাচিরা গায়েব। ভোজবাজী যেন, এই আছে এই নেই।

আবার চলা।

খানিক পরে আবার গর্জে উঠলো রাইফেল, পাহাড়ের দিক থেকে। আর্তনাদ করে ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গেল একজন সৈনিক। মৃত।

ছোট পাহাড়, টিলাই বলা যায়।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো জিম। সার্জেন্ট ক্যানারিকে সৈন্যসারির

এক মাথায় থাকতে বলে আরেক মাথায় নিজে রইলো সে। দু'-দিক থেকে পাহাড়ের দুই পাশ দিয়ে এগোলো যোদ্ধাদের 'দড়ি-টা', পুরোপুরি ঘিরে ফেললো পাহাড়টাকে।

অ্যাপাচি-সর্দারের বুদ্ধি কম। বোকার মতো জালে পড়লো ওরা। ফাঁদটা যখন বুঝতে পারলো, দেরি হয়ে গেছে অনেক। সামনা-সামনি লড়াই ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বেরিয়ে এলো ওরা।

চেঁচিয়ে সার্জেন্টকে আদেশ দিলো জিম। সার্জেন্ট আদেশ দিলো তার সিপাইদের।

লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো দশজন সিপাই, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো মাটিতে। অ্যাপাচিরা কাছাকাছি হতেই এক-সংগে গুলি করলো। পড়ে গেল সামনের আট-দশজন লোক। পেছনের লোকগুলো থামলো না। গতিও কমালো না। ব্যূহ ভেদ করার প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে ওরা। বেরোতে না পারলে এমনিতেও মরতে হবে।

মানুষ যখন মরিয়া হয়ে ওঠে, পর্বত-প্রমাণ বাধাকেও বাধা মনে করে না। ইনডিয়ানদের অনেকেই মরলো, কিন্তু তাদের ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালালো বেশির ভাগই। পাশের আরেকটা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

'ওটাও ঘিরে ফেলবো?' পরামর্শ চাইলো ক্যানারি।

'এবার গেলে আমরাই ফাঁদে পড়বো,' জবাব দিলো জিম। 'এক কুমিরের ছানা দু'বার দেখানো যাবে না।'

দুই দলে ভাগ হয়ে দু'দিক থেকে আক্রমণ করলো এবার

ইনডিয়ানরা। আরও লোক এসে যোগ দিয়েছে ওদের সংগে। হুড়মুড় করে নেমে এলো বানের পানির মতো।

ওয়াগনগুলোকে একটার সংগে আরেকটা লাগিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করেছে সিপাইরা। তার আড়াল থেকে গুলি চালালো।

একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে জিম। প্রতিটি গুলিই লক্ষ্য-ভেদ করছে।

কিছুক্ষণ পরেই রণে ভংগ দিয়ে পালালো অ্যাপাচিরা। দেখে তা-ই মনে হলো। কিন্তু জিম জানে, আবার আসবে ওরা। একজন শ্বেতাঙ্গকেও জীবিত রেখে যাবে না। আশপাশের সমস্ত ইনডিয়ানদের মাঝে লড়াইয়ের খবর ছড়িয়ে পড়বে। দলে দলে আসবে। কতোজনকে ঠেকাবে?

আধ ঘণ্টা পেরোলো। ছড়ানো তামাটে আকাশ থেকে আগুন ঢালছে সূর্য। মুখ, গলা থেকে ঘাম ঝরছে অনবরত, চোখে ঢুকে জ্বালা ধরাচ্ছে। রোদে তপ্ত রাইফেলের ব্যারেলে হাত রাখা যায় না, এতো গরম। অপেক্ষা করছে ওরা।

শত্রুকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার মূল্য জানা আছে অ্যাপাচি-দের। বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে পড়ে মানুষ, আর অধৈর্য মানেই অসতর্ক।

রাইফেলের গুলির শব্দ হলো একবার। বাদামী একটা দেহকে চকিতের জন্যে চোখে পড়েছিল এক সৈনিকের, সংগে সংগে গুলি করেছে। পায়ে গুলি লেগেছে ইনডিয়ানটার, ছুটে পালানোর ভংগিতেই বোঝা গেল।

ভারি হয়ে উঠলো যেন নিরবতা। গরম বাতাসে এক ধরনের

ঝিলিমিলি। কেশে উঠলো একজন, বিরক্ত হয়ে মাছিকে পায়ের তলায় পিষে মারার চেষ্টা করলো একটা ঘোড়া। তারপর আর কোনো শব্দ নেই।

ঘামে ভেজা হাতের তালু শুকানোর জন্যে পিস্তলটা আরেক হাতে চালান করলো জিম।

যার যার মতো আড়াল নিয়ে অপেক্ষা করে আছে সবাই।

এলো ইনডিয়ানরা। পাশের পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটে এলো প্রায় পঞ্চাশজন। সামনের পাহাড়ে যারা লুকিয়েছিলো, তারাও বেরোলো। একসংগে আক্রমণ চালালো দু'দিক থেকে।

বাছা বাছা ছয়জনকে নিয়ে পিস্তল-বাহিনী বানিয়েছে জিম। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি চালিয়ে ছত্রভংগ করে দিলো সামনের ইনডিয়ানদের। অনেকে ধরাশায়ী হলো। বাকি যারা থাকলো, তারা ব্যারিকেডের কাছে আসতেই চললো রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি আর বেয়োনেটের খোঁচা।

পাহাড় বেয়ে নেমে এলো ইনডিয়ানদের অশ্বারোহী বাহিনী। গুলি খেয়ে পড়লো কয়েকজন। দশ-বারোজন ঘোড়া নিয়েই লাফিয়ে ঢুকে পড়লো ওয়াগন ব্যূহের ভেতরে। ভেতরের সৈন্য-দের সংগে তুমুল লড়াই বাধলো।

বিশালদেহী এক যোদ্ধা ঘোড়ায় করে ছুটে এলো জিমের দিকে, হাতের বর্শা উদ্যত

শেষ মুহূর্তে চট করে পাশে সরে গেল জিম, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো বর্শাটা, মোচড় দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারতে ঘোড়ার পিঠ

থেকে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। গড়িয়ে গিয়ে মাথা তুলতেই চিবুক সই করে লাথি মারলো জিম, তারপর গুলি করলো মাথায়।

পাশেই আরেকটা ঘোড়াকে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়তে শুনলো ও।

ব্যূহের বাইরে রাইফেলের একটানা গর্জন বুঝিয়ে দিচ্ছে ইনডিয়ানরা আসছেই।

কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে ওয়াগনের ভেতর থেকেই পিস্তলের গুলি ছুঁড়ছে লেফটেন্যান্ট ডিকার। খানিক আগে ওই লোক প্রলাপ বকছিলো, দেখে এখন মনেই হয় না।

মাটিতে আরেকজনের মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি লাগালো জিম, বিচ্ছিরি শব্দ করে খুলি ভাঙলো।

এই সময় চোখের কোণে বর্শা দেখতে পেল জিম, তাকেই নিশানা করা হচ্ছে। ঝট করে ঘুরলো ও। ধুলো আর ধোঁয়ার ভেতরে দেখা গেল অ্যাকোয়াকে, নাঙ্গা শরীর ঘাম, রক্ত আর ধুলোয় মাখামাখি, ভয়ংকর হয়ে উঠেছে চেহারা, প্রেতপুরী থেকে বেরিয়ে আসা এক দানব যেন।

লাফ দিয়ে পাশে সরে কোনোমতে বর্শার আঘাত বাঁচালো জিম, কিন্তু অ্যাকোয়ার ঘোড়ার ধাক্কা ঠেকাতে পারলো না। মাথা দিয়ে বুকে বাড়ি মেরে তাকে ফেলে দিলো ঘোড়াটা।

গড়িয়ে সরে গেল জিম।

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামলো অ্যাকোয়া। বর্শা চালালো জিমকে সই করে, লাগলে বুক-পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে মাটিতে

গেঁথে যেতো বর্শার ফলা। লাগলো না, তার আগেই গড়িয়ে সরে গেছে জিম। মাটিতে গেঁথে যাওয়া বর্শাটা শক্ত করে চেপে ধরে লাথি মারলো অ্যাকোয়ার হাঁটুতে।

টলে উঠলো অ্যাকোয়া, বর্শার হাতলে ঢিল হয়ে গেল আঙুল।

এই সুযোগে উঠে দাঁড়ালো জিম। ঘুসি মারলো অ্যাকোয়ার চোয়ালে। সামান্যতম সুযোগ না দিয়ে আবার ঘুসি মারলো গলায়।

বর্শা থেকে খুলে গেল অ্যাকোয়ার আঙুল, আপনাআপনি হাত উঠে এলো গলায়। টলে পড়ে যাচ্ছিলো, সামলে নিলো। কিন্তু সোজা হতে সময় লাগলো।

টান দিয়ে মাটি থেকে বর্শাটা তুলে নিলো জিম।

ছুরি বের করলো অ্যাকোয়া। ধাঁ করে ছুটে এলো।

পাশে সরে গেল জিম। বর্শা চালালো।

অ্যাকোয়ার বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরোলো বর্শার ফলা। বড় বড় হয়ে গেল চোখ, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। অস্ফুট একটা শব্দ করে পড়ে গেল মাটিতে।

'মর তুই।' দাঁতে দাঁত চাপলো জিম। 'এমন করেই মেরেছিলি আমার কুকুরটাকে···

হঠাৎই থেমে গেল সমস্ত আক্রমণ। লড়াই বাদ দিয়ে অ্যাকোয়াকে ঘিরে দাঁড়ালো কয়েকজন অ্যাপাচি। লাশটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

ধীরে ধীরে থিতিয়ে এলো ধুলো, আহত আর মুমূর্ষুর গোঙানিতে বাতাস ভারি।

চলতে শুরু করলো আবার কাফেলা। শুরু হলো ওয়াগনের চাকার একঘেয়ে প্রতিবাদ ছোট হয়ে এসেছে সৈন্যদের সারিটা, অনেকগুলো ঘোড়ার পিঠ এখন শূন্য। অনেকের মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

জিমের পাশে চলে এলো সার্জেন্ট ক্যানারি। 'দারুণ মার দিয়েছি!···কি মনে হয়? আবার আসবে?'

'না।'

'আর আসবে না?'

'দুই দুইজন সর্দারকে হারিয়েছে ওরা, খুব অল্প সময়ে। আরেকজনকে নেতা বানিয়ে আসতে আসতে পোস্ট-এ পৌঁছে যাবো আমরা।'

'এই, তুমি নেমে এসে ওয়াগনে বসোতো,' ডাকলো মেলোডি, 'হাতটা বেঁধে দিই। বেশি রক্ত পড়ছে।'

কাছেই ছিলো গ্রিজলি, জিমের দিকে চেয়ে হাসিমুখে চোখ টিপলো। সরে গেল।

'ডন,' ঘোড়া থেকে নেমে রাশটা বাড়িয়ে দিলো জিম, 'তুমি চড়ো এটাতে! আমাদের পাশে পাশে থাকো।'

'ও পারবে ওই বুনোটাকে চালাতে!' বাধা দিলো মেলোডি।

কিন্তু ততক্ষণে ডনকে পিঠে তুলে দিয়েছে জিম। 'কি বলো? ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে পাক্কা ঘোড়সওয়ার হয়ে যাবে ও। এবং আধা বন্দুকবাজ।'

বাঁধা শেষ করার পরও জিমের হাতটা ধরে বসে রইলো মেলোডি। ওয়াগনের চাকার ঘ্যানর ঘ্যানর, ঘোড়ার নালের খটখট, আর আহতের গোঙানি ছাপিয়ে বেজে উঠলো ম্যান-

ডোলিন। বাজনার সংগে গলা মেলালো সৈন্যরা : সুইট বেটসি ফ্রম পাইক···

অনেক সময় পর। ঘুরে পাহাড়ের অন্যপাশে চলে গেছে কাফেলা। পোস্ট-এর প্যারেড গ্রাউণ্ড চোখে পড়ছে। উঁচু দণ্ডের মাথায় পতপত করছে জাতীয় পতাকা। পশ্চিমে ছড়ানো সমভূমিতে কমলা রোদ, বিশাল এক পাহাড়ের ওপারে নামছে সূর্যটা, অস্তাচলে চলেছে। শাদা মেঘের গায়ে গোলাপী রঙ লাগছে।

প্যারেড-গ্রাউণ্ডে প্র্যাকটিস করছে সৈনিকরা। বেজে উঠলো বিউগল। বোঝা গেল, কাফেলাটা দেখতে পেয়েছে ওরা।

সার্জেন্ট ক্যানারির কমাণ্ড শোনা গেল সারির সামনে থেকে। দেখতে দেখতে একটা সরল রেখায় পরিণত হলো সারিটা। ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসেছে বিজয়ী সেনাদল, গর্বিত, উদ্যত শির।

মেলোডির ওয়াগনের পাশে পাশে চলেছে জিমের ঘোড়া। তাদের গন্তব্য আরও দূরে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সদ্য-কাটা খড়, ছোট্ট ছিমছাম বাড়ির চিমনির ধোঁয়া, গাছের তলায় ছায়া, মাঠে গোধূলির আলো। সেই আলো ফুরলো, সাঁঝ পেরিয়ে এলো শান্ত রাতের নিরব অন্ধকার, ঘুমন্ত ছোট্ট শিশুকে তার বাহুতে তুলে দিলো অপরূপ সুন্দরী এক মহিলা···

'বাবা, দেখো দেখো,' ডনের উত্তেজিত ডাকে চমক ভাঙলো জিমের—তাকে বাবা ডাকতে শিখিয়েছে মেলোডি, 'কতো লোক! ওরা কি সবাই যোদ্ধা, বাবা?'

'হ্যাঁ, বাপ, ওরা সবাই যোদ্ধা,' জবাব দিলো জিম।

'আমি কি ওদের মতো হতে পারবো? মোহাকুর মতো বড়?'

'তোমাকে তার চেয়েও বড় হতে হবে, বাপ।'

—ঃ শেষ ঃ—

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999

একখন্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস

নির্জনবাস

রকিব হাসান

ইনডিয়ানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করেছে শ্বেতাঙ্গরা।
বেঈমানী সইতে পারে না ইনডিয়ানরা,
সিদ্ধান্ত নিলো, শ্বেতাঙ্গদের দেশছাড়া করে ছাড়বে।
একজন বিদেশীকেও থাকতে দেবে না তাদের অঞ্চলে।
রক্তে লাল হতে লাগলো মরুভূমির বালি।
পাহাড়ঘেরা ছোট্ট এক র‍্যাঞ্চে আটকা পড়েছে
সুন্দরী এক মহিলা আর তার শিশু সন্তান।
তাদের উপরও ইনডিয়ানদের নজর পড়েছে,
খুন হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে।
বাঁচাতে পারে একমাত্র জিম স্যান্ডারস।
কিন্তু কোথায় সে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো- রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো- রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০